গ্লোবাল ডায়ালগ

৮.১

১৭ টি ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ভার্জিনিয়া ফন্টেস-এর সাথে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা

গুইলহারমে লেইতে গনসাল্ভেজ

টরেন্টোতে ১৯ তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস

মার্গারেট আব্রাহাম
রিমা উইল্কস
প্যাট্রিসিয়া আলবানেছি
ফ্রাঁসোয়া লেসাপেলে
পেত্রিক জন বারনেত্ত
মিতশেল ম্যাক্লোভার
মিকে ভ্যালি
এলিসি মাইওলিনো
কারি উ

লিঙ্গ ও সহিংসতা

ম্যাগি ওয়াল্টার
জোসেলিন বাল্ট্রা-উলোয়া
জ্যাকব প্রেন
ক্যামিলা নাইদু
মাগদালিনা গ্রিজাইব
সিলভিয়া ওয়ালবাই

মার্ক্স ও অধুনা সমাজবিজ্ঞান

গ্যাস্পার মিক্লোস টমাস
এরিক অলিন রাইট
আলেকজান্দ্রা শেলে
স্টেফানি ভোল
বব জেসপ
গুইলহারমে লেইতে গনসাল্ভেজ
সতীশ দেশপান্ডে
মাইকেল উইলিয়ামস
রাজু দাস
ডেভিড ফাসেনফেস্ট

উন্মুক্ত বিভাগ

> চীনে শ্রেণি অসমতা
> ভারতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
> নতুন কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন নয়, সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি

ম্যাগাজিন

ভলিউম ৮ / সংখ্যা ১ / এপ্রিল ২০১৮
http://isa-global-dialogue.net

জিডি

International Sociological Association

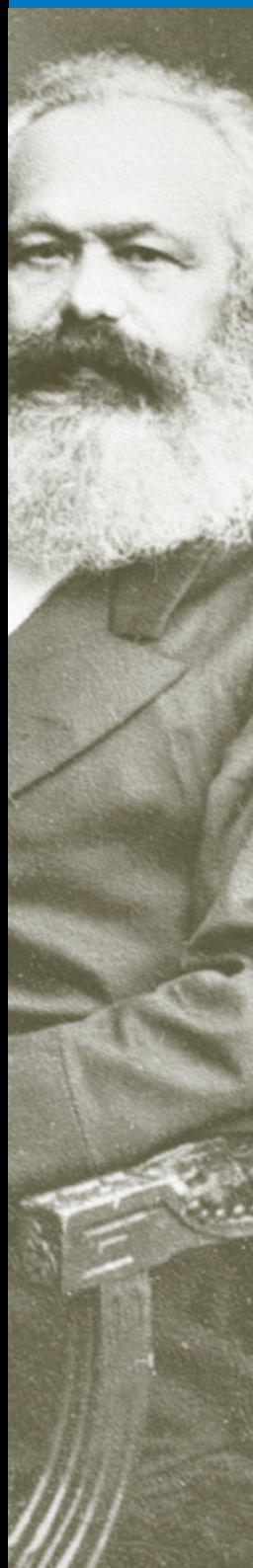

> সম্পাদকীয়

"যদি অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ বাজার এবং সম্প্রসারণ, এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি হয়, তাহলে সমাজবিজ্ঞানের মতাদর্শিক ভিত্তি সুশীল সমাজ এবং সামাজিক প্রতিরক্ষা। বাজারের আধিপত্য ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরশাসনের সময়, সমাজবিজ্ঞান এবং বিশেষ করে তার নাগরিক নীতিবোধ মানবতার স্বার্থকে রক্ষা করে।"

মাইকেল বুরাওয়ে, ২০০৪ সালে এএসএ সভাপতির বক্তব্যে

"বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের জন্য (...) তিনটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যদি প্রথম প্রতিবন্ধক সমাজের সমাজবিজ্ঞান রচনা করা এবং দ্বিতীয়টি সমাজে সমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলার জন্য, তৃতীয় প্রতিরোধ হচ্ছে সমাজের সমাজবিজ্ঞান গঠন, অপ্রতিহত করে অপ্রতিম বস্তুটির- সুশীল সমাজ- যা ছিল সমাজবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।"

মাইকেল বুরাওয়ে, ২০১৪ সালে এএসএ সভাপতির বক্তব্যে

গ্লোবাল ডায়ালগের প্রথম ইস্যুটি মাইকেল বুরাওয়ে থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে, আমরা নতুন সম্পাদকরা সার্বজনিন ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের এই অনন্য পত্রিকার সমৃদ্ধ ইতিহাসকে সমুন্নত করি (জিডি ৭.৪-এ তার সম্পাদকীয় দেখুন)।

প্রথম উদ্ধৃতিটি এএসএ-এর প্রেসিডেন্ট মাইকেলের আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে তিনি সার্বজনিন সমাজবিজ্ঞানকে শক্তিশালী করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি ঘটনার অবতরনা করেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, এএসএ-এর অষ্টাদশ বিশ্ব সম্মেলনের তাঁর সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃত, যেখানে তিনি একটি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের নকশা প্রণয়ন করেন। "জনসমক্ষে আসা-পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো" এই দুটি বক্তৃতামালার মধ্যমে দশ বছরকে মাইকেল সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। এটি একটি দশক ছিল যখন সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে তার উপলব্ধি এবং জ্ঞানের শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান কি করতে পারে এবং করা উচিত এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছিল। উপরন্তু, এটি একটি দশক যখন মাইকেল- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা এবং শিক্ষকতা করছিলেন এবং যদিও (বা অতএব)- আধিপত্যবিস্তারী সমাজবিজ্ঞানকে সমালোচনামূলকভাবে দেখতেন- *গ্লোবাল ডায়লগ* প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র সাত বছরে তিনি- সারা বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে একত্রিত হয়ে- সার্বজনিন সমাজবিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধশালী পত্রিকায় *গ্লোবাল ডায়ালগ*-কে উন্নত করেছেন। মাইকেলের ধারণাকে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে আলোচনার বাইরে একটি কণ্ঠস্বর প্রদান করার স্বীকৃতি জন্য ছড়িয়ে দিতে হবে না। ভাগ করে নিতে চান না যে বিশ্বব্যাপী সমাজতত্ত্ববিদদের তাদের গবেষণামূলক গবেষণার জন্য একটি ফোরাম, বিশ্ব বিষয়ক বিবৃতি প্রদান এবং তাদের ভাগ শৃঙ্খলা খোঁজার প্রতিচ্ছবি।

যখন মাইকেল আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করবো কিনা, তখন আমরা সম্মানিত ও সন্তুষ্ট হয়েছি যে তিনি এই কাজের জন্য আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন। এই ধরনের একটি প্রকল্পের সাথে আসা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া, এই সিদ্ধান্তকে আমরা গুরুত্বের সাথে নিয়েছি। কি গণ সমাজবিজ্ঞানী যারা আমাদের সমালোচনামূলক ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত বোধ হিসেবে আমাদের বিশ্বাস শৃঙ্খলা মাইকেলের ভাষণে "বাজারের অত্যাচার ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের সময়" এবং নতুন উপায়ে ভরবেগ হ্রাসের হুমকির মধ্যে বর্ণিত ভয়ানক বাস্তবতা।

১৯৭০ সালের মধ্যবর্তী ভাগে আমাদের সমাজের প্রবিধ সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। এই পদ্ধতি কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে উভয় উত্তর এবং বিশ্বব্যাপী দক্ষিণ পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় তারা ১৯৭০ সালের নতুন বিষণ্নতা, রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের পতন, অর্থ-পুঁজিবাদী বিস্তার এবং বিশ্বায়ন, ব্রিক্স দেশগুলির উত্থান এবং ২০০৮-০৯ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকটের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক বিরতিগুলি ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অংশে কল্যাণ রাষ্ট্রগুলির চলমান অবসান, পুনর্গঠন এবং পুনর্গঠন অন্তর্ভুক্ত; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং ধর্মীয়ভাবে প্ররোচিত যুদ্ধগুলি সম্পদ ও কর্তৃত্বের উপর; একটি অভূতপূর্ব স্কেলে জোরপূর্বক মাইগ্রেশন; "বস্তুগত দুর্যোগের ফলে সমগ্র অঞ্চলে এবং দেশগুলিতে বস্তুগত দারিদ্র্য এবং সামাজিক সংকট; এবং সামাজিক বৈষম্য একটি নাটকীয় বৃদ্ধি । আমরা একটি নতুন ডান-ডানপন্থার জনগনের "কনফরমস্ট বিদ্রোহ" (অ্যাডর্নোর মতে) এবং রাষ্ট্র শাসনের কর্তৃত্ববাদী রূপের প্রতি প্রবণতা দেখছি যা অগত্যা সমাজে উত্থাপিত সমানভাবে প্রাসঙ্গিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সংঘর্ষের সম্মুখীন।

এই ঘটনাগুলি আকস্মিক ফলাফল যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির সাথে জটিলতার কারণে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নগুলির প্রতিনিধিত্ব করে- আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে- নাটকীয়ভাবে বৈচিত্রপূর্ণ ফলাফল। একই সময়ে আমরা আন্তঃ এবং বৈশ্বিক আন্তঃসংযোগ এবং প্রবর্তিত প্রবণতাগুলিকে পালন করি, যেমন বাজার-কেন্দ্রীয় পুনর্গঠন অন্যথায় স্বতন্ত্র পুঁজিবাদ; "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে একযোগে উদীয়মান জনপ্রিয় স্রোত; প্রায় সকল ওইসিডি দেশগুলিতে শ্রেণীগত অসাম্যতার পুনর্নবীকরণ বৃদ্ধিতে; এবং লিঙ্গ এবং জাতিগত/ জাতীয়তা সম্পর্কিত বৈষম্যের অক্ষের জোরালো প্রত্যাবর্তন।

যদিও এই ঘটনাগুলির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলি গভীরভাবে বৈষম্য মূলক এবং এমনকি দ্ব্যর্থহীন, একটি সাধারণ চুক্তি রয়েছে যে এই পরিবর্তনগুলি শৃঙ্খলের মূল কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে। একটি পোস্ট সত্যের জগতে, মূলত "সত্য" খোঁজার জন্য একটি সমাজবিজ্ঞান তার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতাটি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর করে। বিশ্লেষণ, প্রতিফলন, এবং সামাজিক উন্নয়নের সমালোচনা করার শর্তাবলী পূরণের জন্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত একটি বক্তৃতা উপর নির্ভর করে যে একটি শৃঙ্খলা হিসাবে, এটি নষ্ট করা হবে। অতএব সব পার্থক্য একপাশে, সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের আলোচনার মাধ্যমে এবং সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একাডেমিক এবং একাডেমিকের বাইরে প্রকাশকদের মধ্যে সংলাপের জন্য বলপূর্বক সহায়তা করার জন্য একটি সহযোগিতামূলক স্বার্থ গড়ে তুলতে হবে।

>>

গ্লোবাল ডায়ালগ- এর নতুন সম্পাদক হিসেবে আমরা সারা বিশ্বে সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করার লক্ষ্যে এবং সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের শৃঙ্খলা অগ্রগতি সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল আলোচনা উৎসাহিত করার জন্য লক্ষ্য রাখি।

বর্তমান সমস্যাটি ল্যাটিন আমেরিকা, ভার্জিনিয়া ফন্টেসের নির্ভরতা তত্ত্ব এবং মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিকদের একজনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শুরু হয়। তিনি আমাদের ব্রাজিলের তাত্ত্বিক গবেষণার ইতিহাসের প্রতিফলন এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার জন্য এবং ২০১৬ সালের সংসদীয় অভ্যুত্থানের পর থেকে বিকাশের মার্কসবাদী ধারণার প্রাসঙ্গিকতার প্রতিফলন করার আমন্ত্রণ জানান।

কানাডার টরেন্টোতে আইএসএ-এর ঊনবিংশ বিশ্ব সম্মেলনে ৫০০০-এরও বেশি সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে আশাবাদ ব্যক্ত করছেন। আইএসএ-এর প্রেসি-ডেন্ট মার্গারেট আব্রাহাম ব্যাখ্যা করেছেন কেন সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ক্ষমতা, সহিংসতা ও ন্যায়বিচারঃ শক্তি, সহিংসতা ও প্রতিফলন, প্রতিক্রি-য়া এবং দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় আয়োজক কমিটির সভাপতি প্যা-ট্রিজিয়া আলবেনিছ এবং কানাডিয়ান সমাজতাত্ত্বিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রিমা উইল্কস এবং কানাডা জুড়ে তরুণ পণ্ডিতরা আমাদের কানাডা ও কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানে কিছু বিষয় তুলে ধরেন।

সহিংসতা এবং লিঙ্গ প্রায়ই একটি নিষিদ্ধ বিষয়। জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বার বার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং সমস্যাটির ফলে বর্বতা ঘটেছে। পোল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মার্গারেট আব্রাহাম দ্বারা আমন্ত্রিত এই দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে লেখুন।

কার্ল মার্ক্স-এর ২০০ তম জন্মদিন সমাজবিজ্ঞানে তার তত্ত্ব ও ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়। মার্ক্সের তত্ত্বের আন্তর্জাতিক আলোচনার অন্তর্দৃষ্টি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার অদ্বিতীয় সমালোচনার সাথে সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসের গভীর বিশ্লেষণের সাথে একটি আলোচনা রাখার জন্য আমাদের কয়েকজন পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাদের শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলি দেখায় যে, মার্ক্স সমাজের তত্ত্বের জন্য এবং সামাজিক উন্নয়নের বিকল্প দৃষ্টিভ-ঙ্গির বিষয়ে আলোচনার জন্য বা নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে তার সমালোচনা করেছেন, সাধারণভাবে সমসাময়িক পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের জন্য কীভাবে তার তত্ত্ব ব্যবহার করা হয় এবং কিভাবে একটি রাষ্ট্র বা আইন উন্নয়নের একটি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় এবং আরো অনেক কিছু করতে পারেন আমরা বিভিন্ন দেশের লেখকদের নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পর্কে শিখি।

উন্মুক্ত আলোচনা অংশে একটি প্রবন্ধ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের বাজারজাতের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। এবং আমরা চীন মধ্যে কাজ শর্ত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। উপরন্তু, *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর নতুন সম্পাদকীয় দল যারা নিজেদের নিয়ে কাজ করে এবং অথবা তাদের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

মাইকেল বুরাওয়ের উদার সমর্থনের পাশাপাশি পত্রিকাটির গ্লোবাল টিমের উষ্ণ অভ্যর্থনার *গ্লোবাল ডায়ালগে* জড়িত আইএসএ-এর সব সংস্থা এই নতুন প্রারম্ভিক কাজ সহজ করে তুলেছে। আমরা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং মহান আত্মবিশ্বাসের সাথে আমরা *গ্লোবাল ডায়ালগ*- এর উপর আমাদের যৌথ কাজ এবং বিশ্বজুড়ে নতুন ধারনা ও প্রস্তাবনার জন্য উন্মুখ।■

ব্রিজিত আলেনবার্কার এবং **ক্লাউস দোরে**
গ্লোবাল ডায়ালগ-এর আগামী সম্পাদকদ্বয়

> ISA- এর ওয়েবসাইটে **১৭ টি ভাষায় অনূদিত *গ্লোবাল ডায়ালগ* ম্যাগাজিনটি পাওয়া যায়।**
> **লেখা পাঠাতে পারেন** globaldialogue.isa@gmail.com**- এই ইমেইলে।**

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Gustavo Taniguti.

পরামর্শক সম্পাদক:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ

আরব বিশ্ব: Sari Hanafi, Mounir Saidani.

আর্জেন্টিনা: Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury.

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

ইন্দোনেশিয়া: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Mitra Daneshvar, Vahid Lenjanzade.

জাপান: Satomi Yamamoto, Masaki Yokota, Yuko Masui, Kota Nakano, Riho Tanaka, Masaki Tokumaru, Marie Yamamoto.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel.

পোল্যান্ড: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Łukasz Dulniak, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Aleksandra Senn, Anna Wandzel, Jacek Zych.

রোমানিয়া: Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Maria-Loredana Arsene, Timea Barabas, Denisa Dan, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Alina Hoară, Alecsandra Irimie-Ana, Cristiana Lotrea, Anda-Olivia Marin, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rares-Mihai Musat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Adriana Sohodoleanu, Elena Tudor.

রাশিয়া: Anastasia Daur, Andrei Sinelnikov, Elena Zdravomyslova.

তাইওয়ান: Jing-Mao Ho.

তুর্কি: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

ভার্জিনিয়া ফন্টোস, *ল্যাটিন আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক। রাজনীতির অর্থনীতির সমালোচনায় মার্ক্সের আধিপত্য প্রত্যয়ের গুরুত্ব এবং ২০১৬ সালের সংসদীয় অভ্যুত্থান থেকে ব্রাজিলের উন্নয়নকে বুঝতে এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন।*

সমাজবিজ্ঞানের ১৯ তম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস *অনুষ্ঠিত হবে জুলাই ২০১৮ তে কানাডার টরেন্টো শহরে। প্যাট্রিসিয়া আলবানেছ স্থানীয় আয়োজক পরিষদের সভাপতি এবং পাঁচজন তরুণ তাত্ত্বিক বর্তমান কানাডার সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি তুলে ধরবে।*

মার্ক্সের ২০০ তম জন্মদিনে, *সমগ্র বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র ও আইন থেকে বর্নবাদ ও নারীবাদ সহ নানা ক্ষেত্রের বর্তমান উন্নতি বুঝতে মার্ক্সের তত্ত্বের চলমান প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলকপাত করেছেন।*

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে ***গ্লোবাল ডায়ালগ*** প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> এ সংখ্যায় থাকছে

সম্পাদকীয় ২

> সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা

পুঁজি-সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে ভার্জিনিয়া ফন্টেসের সাথে সাক্ষাৎকার
গুইলহারমে লুইতে গনসাল্ভেজ, ব্রাজিল ৬

> টরেন্টোতে ১৯ তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস

ক্ষমতা, সহিংসতা ও ন্যায়বিচার
মার্গারেট আব্রাহাম, ইউএসএ ১০

কানাডায় সমাজবিজ্ঞান চর্চা ও ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস
রিমা উইল্কস, কানাডা ১২

কানাডায় যুগপৎভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চার অনুকূল সময়
প্যাট্রিজিয়া আলবানেছি, কানাডা ১৪

কানাডীয়ান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বদেশী ও বিশ্বতার মধ্যে মিলিত প্রচেষ্টা
ফ্রাঁসোয়া লাসাপেলে ও পেত্রিক জন বারনেত্ত, কানাডা ১৬

কানাডীয়ান নবীন স্নাতকদের শিক্ষা ঋণের বাস্তবতা
মিতশেল ম্যাক্লোভার, কানাডা ১৭

মানানসই একজন নাগরিক বিজ্ঞানী
মিকি ভ্যালি, কানাডা ১৮

কানাডায় অভিন্ন বৃত্তি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ
এলিসি মাইওলিনো, কানাডা ২০

অভিবাসীরা কি কানাডার অতি আস্থাভাজন সংস্কৃতিতে আস্থা অর্জন করতে পারে?
কারি উ, কানাডা ২১

> লিঙ্গ ও সহিংসতা

আন্তঃবিভাজন, স্বদেশীয়তা, লিঙ্গ এবং সহিংসতা
ম্যাগি ওয়াল্টার, জোসেলিন বাল্ট্রা-উলোয়া ও জ্যাকব প্রেন, অস্ট্রেলিয়া ২৩

দক্ষিণ আফ্রিকায় যৌন সহিংসতা ও "সংশোধনমূলক ধর্ষণ"
ক্যামিলা নাইদু, দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫

পোল্যান্ডে পারিবারিক সহিংসতাকে দৃশ্যমানকরণ
মাগদালিনা গ্রিজাইব, পোল্যান্ড ২৭

সহিংসতার মাত্রা শুণ্যের দিকে?
সিলভিয়া ওয়ালবাই, ইউকে ২৯

> মার্ক্স ও অধুনা সমাজবিজ্ঞান

মার্ক্সের ২০০ বছর ৩১

২০১৮ সালে মার্ক্স ও সমাজবিজ্ঞান
জি. এম. টমাস, হাঙ্গেরি ৩২

পুঁজিবাদের প্রসারতায় মার্ক্সবাদী ঐতিহ্যের ধারাবাহিক প্রাসঙ্গিকতা
এরিক অলিন রাইট, ইউএসএ ৩৪

নারীবাদ-মার্ক্সবাদ মুখোমুখি
আলেকজান্দ্রা শেলে, জার্মানি ও স্টেফানি ভোল অস্ট্রিয়া ৩৬

মার্ক্স ও রাষ্ট্র
বব জেসপ, ইউকে ৩৮

পুঁজিবাদের ভূ-অধিগ্রহণ আইনের একটি নতুন মার্ক্সীয় পদ্ধতি
গুইলহারমে লেইতে গনসাল্ভেজ, ব্রাজিল ৪০

মার্ক্স ও ভারতে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা
সতীশ দেশপান্ডে, ভারত ৪২

একবিংশ শতাব্দীতে মার্ক্স
মাইকেল উইলিয়ামস, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৪

মার্ক্স ও দক্ষিণ বিশ্ব
রাজু দাস, কানাডা, ও ডেভিড ফাসেনফেস্ট, ইউএসএ ৪৬

> উন্মুক্ত শাখা

চীনের শ্রেনী বৈষম্য ও সামাজিক সংগ্রাম
জেনি চ্যান, হং কং ৪৮

ভারতে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটি তুলনামূলক গবেষণা
নীহারিকা জেইসাল, ভারত ৫০

নতুন তবে সম্পূর্ণ নতুন নয়, সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি ৫২

"ইতিহাসের এই ক্রান্তি লগ্নে আমরা সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের সময়ের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব থেকে উদাসীন দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারি না। অন্যথায় আমরা সুশীল সমাজের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার মতো ঝুঁকিতে থাকবো।"

মার্গারেট আব্রাহাম

> পুঁজি-সাম্রাজবাদ নিয়ে

ভার্জিনিয়া ফন্টেসের সাথে সাক্ষাৎকার

ভার্জিনিয়া ফন্টেস।

ভার্জিনিয়া ফন্টেস আজকের দিনে ল্যাটিন আমেরিকার একজন খ্যাতনামা মার্ক্সীয় চিন্তাবিদ। তিনি ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর *দি ফ্লুমিনেন্স ফেডারেল ইউনিভার্সিটি* (ইউএফএফ) সামাজিক ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং *দি অসওলদো ক্রুজ ফাউন্ডেশন* (ফিওক্রুজ-এ জ্যেষ্ট গবেষক ছিলেন। তিনি তত্ত্বীয় আলোচনা এবং বাস্তবভিত্তিক তথ্যের সমন্বয়ে পুঁজিবাদের বিকাশ ও নানারূপ পণ্যকরন প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা হাজির করেছেন ২০০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই *Reflexões im-pertinentes: História e capitalismo contemporâneo*-এ। অধিগ্রহণ প্রত্যয়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর গবেষণায় সামাজিক ইতিহাসে রাজনৈতিক-অর্থনৈতির সমালোচনার সূচনা করেছেন। তাঁর চিন্তাধারার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ২০১০ সালে প্রকাশিত *O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e história* গ্রন্থে। বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী রুই মারো মারিনি-এর সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে ভার্জিনিয়া ফন্টেস সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে একটা নতুন তত্ত্বের প্রচার করেন। চলতি সংখ্যায় ফন্টেসের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গুইলহারমে লুইতে গনসাল্ভেজ**। তিনি রিও ডি জেনিরো স্টেট ইউনিভার্সিটি (ইউইআরজে)-এর আইন-সমাজবিজ্ঞান অধ্যাপক।

গুইলহারমে লুইতে গনসাল্ভেজঃ জ্ঞানের উৎপাদন ও প্রসারের প্রক্রিয়ায় ল্যাটিন আমেরিকার চিন্তাবিদদের মধ্যকার বুদ্ধিগত হীনমন্যতাকে কাটিয়ে উঠতে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব একটা সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর ব্যাখ্যা ও সমালোচনার আলোকে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের এই স্বীকৃতির বিষয়টি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন?

ভার্জিনিয়া ফন্টোসঃ মার্ক্সীষ্ট নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে তথাকথিত "আত্মকরণ" (আদতে পুঁজিবাদ-বিরোধী) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা করার বেশ কিছু প্রচেষ্টা ছিল। রস্টও-এর বই *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (১৯৬০)* আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাছে মন্ত্র হয়ে ওঠে যা "অনুন্নত" দেশগুলোর উপর নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে তা চাপিয়ে দেয়। অগণিত বিশ্লে-

>>

ষণ সেসবকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। জাতিসংঘের নানা সংস্থা দেখিয়েছে কিভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ অনুন্নত দেশগুলোতে উৎপাদিত সম্পদ উন্নত দেশে পাচারের মাধ্যমে অনুন্নত দেশে শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্ত করার মধ্য দিয়ে সেখানকার উন্নয়নকে আটকে দেয়। কেউ কেউ আবার অনুন্নয়নকে প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশের স্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে অনুমান করে। খানিকটা সমালোচনামুখী হলেও এইসব তত্ত্ব আদতে পুঁজিবাদী উন্নয়ন তত্ত্বই।

মার্ক্সীষ্ট নির্ভরশীলতা তত্ত্ব এইসব তত্ত্ব থেকে প্রাগ্রসর। পুঁজিবাদের বিকাশকে বৈষম্যের বিস্তার হিসেবে বিশ্লেষণের মধ্যেমে এই তত্ত্ব একই সাথে সমগ্র পুঁজিবাদী সম্পর্ক জাল এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে কি কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা প্রান্তিক দেশসমূহে বিকাশ লাভ করে তা ব্যাখ্যা করে। এটি শুধুমাত্র অনুন্নয়ন ও এর নানান নির্ভরশীলতাকে নয়, বরং সমগ্র পুঁজিবাদ থেকেই উত্তরণের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অনিবার্যতা পুনর্ব্যক্ত করে।

গন্সাল্ভেজঃ আপনার লেখার মধ্যে প্রান্তিক পুঁজিবাদ নিয়ে রুই মারিয়ো মারিনি-এর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ রয়েছে। মারিনির বক্তব্য হলো শ্রমের চরম শোষণের কারণে মূল্যনীতি রহিতকরণ ঘটে বিধায় ল্যাটিন আমেরিকার বুর্জোয়া এই অঞ্চলকে একটি বিকৃত/প্রতিবন্ধি পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে যায়। তথা শ্রমিকদের ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থকে আত্মসাতের অর্থে পরিবর্তন করার মাধ্যমে এই প্রান্তিক বুর্জোয়ারা উদ্বৃত্ত মূল্যের কিছুটা অংশ নিজেদের জন্য বরাদ্দ রেখে বাকিটা পুঁজিবাদী কেন্দ্রে (তথা উন্নত বিশ্বে) পাচার করে দেয়। এই সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি?

ভার্জিনিয়াঃ এই বিষয়ে মারিনি একজন মৌলিক চিন্তাবিদ। তাঁর মতে, কোন বিশেষ প্রান্তিক দেশ যে ভূমিকা পালন করে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্কিত নানান বিষয় যথা স্থানীয় পুঁজি আত্মসাৎকরণ, সামাজিক সংঘাত, রাষ্ট্র, ইত্যাদি। তাঁর বিশ্লেষণ দেশসমূহের মধ্যে উন্নয়নের মাপকাঠিতে একটা স্থির ও অনড় কাঠামোকে বাতিল করার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিকতা নিয়ে এসেছে। এর ফলে তিনি ব্রাজিলের উপ-সাম্রাজ্যবাদকে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদে পরিবর্তনের মধ্যে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। উপরন্তু তিনি পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে মূল্যনীতি বোঝার জন্য একটা কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করেছেনঃ প্রান্তিক দেশগুলোতে শ্রমিকের চরম শোষণ এবং উৎপাদন ও ভোগের মধ্যকার বিভাজন দিয়ে পুঁজিবাদের কেন্দ্রে উদ্বৃত্ত মূল্য পাচারকে ব্যাখ্যা করা। এভাবে মারিনি সাম্রাজ্যবাদ ও মার্ক্সীয় মূল্যতত্ত্বের বিশ্বজনীনতা এবং জাতীয় নির্দিষ্টতার সাথে সাম্রাজ্যবাদের টানাপোড়নের উপর আলোকপাত করেছেন।

এইসব সাহসী বক্তব্যকে সর্বদা পুণঃমূল্যায়ন করা দরকার কেননা এগুলো একইসাথে পুঁজিবাদী সম্পর্কজালের বিস্তার এবং অসম নির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে আলোচনা করে। এগুলো আমাদেরকে এই অনুমান করতে শেখায় যে, নির্ভরশীলতা দেশসমূহের মধ্যে কোনপ্রকার স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেনা, এমনকি এটি পুঁজিবাদের কোন উপ-চক্রও নয়। আমি ব্রাজিলে কৃষকদেরকে অধিগ্রহণের নিবিড় একটা প্রক্রিয়ার পরবর্তী কালপর্বে পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক জালের বিস্তার বিশ্লেষণ করেছি। শ্রমশক্তির পূনরুৎপাদনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে কৃষকের উদ্বৃত্ত ধ্বংসের মাধ্যমে এখানে মূল্যনীতির বিকাশকে বাঁধাগ্রস্ত নয় বরং শক্তিশালী করা হয়েছে। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য উন্নতি লাভ করলেও অচিরেই তা গ্রাস করে নিয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিগ্রহণ। এইসব দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিগ্রহণ আবার পুঁজিবাদী কেন্দ্রের দেশগুলোকেও প্রভাবিত করে। এজন্য মারিনি প্রদত্ত চরম শোষণের প্রস্তাবনাকে সর্বদা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে যে বিভাজন তাও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০-এর দশকে ব্রাজিলের শিল্প প্রসাধনী পণ্য উৎপাদন করতো মূলত একটা ক্ষুদ্র সামাজিক শ্রেণীর ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে ভোক্তা ঋণ এইসব পণ্যকে তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য করে তোলার মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যকার ফারাক কমিয়ে ফেলে। তবে এটি সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যকেও প্রকট করে তোলে। মারিনি উল্লেখ করেছেন যে, ব্রাজিলিয়ান উপ-সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করা যায় পণ্যের অধিগ্রহণ এবং রাষ্ট্রের তুলনামূলক স্বায়ত্বশাসন দিয়ে। এইক্ষেত্রে আমি বলবো যে, ১৯৯০ সালের দিকে ব্রাজিলীয় শিল্প অন্যান্য প্রান্তিক দেশে চলে যাওয়া এবং সেসব দেশ থেকে ব্রাজিলীয় মাল্টিন্যাশনালগুলোর সরাসরি পুঁজি পাচার এবং শ্রমশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের আত্মসাৎকরণও এই উপসাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্মন। আমি মারিনির কাজের মধ্যে প্রান্তিক দেশসমূহে বিকৃত পুঁজিবাদের অনুসিদ্ধান্ত পাইনি। কারণ এর মধ্যে পূর্বের পর্যায় একটা স্বাভাবিক পুঁজিবাদী পর্যায়ে যেতে পারত বলে যে একটা অনুল্লিখিত অনুমান রয়েছে, যা ভ্রান্ত।

গনসাল্ভেজঃ মারিনির উপ-সাম্রাজ্যবাদ আর আপনার পুজির-সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যয় দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? কেনইবা আপনি পুজির-সাম্রাজ্যবাদ বলছেন?

ভার্জিনিয়াঃ আমাদের দুইজনের বিশ্লেষণের মাঝে কয়েক দশকের ব্যবধান। মারিনি যেখানে জোর দিয়েছেন মূল্য পাচারের কাঠামোগত প্রক্রিয়ায়, সেখানে আমি আন্তসম্পর্ক খুঁজেছি শ্রম অধিগ্রহণের সামাজিক প্রক্রিয়া, সম্পদের পুঞ্জীভবন এবং আন্তর্জাতিকীকরণের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, মূল্য নিংড়ে নেওয়ার নতুন নতুন পদ্ধতি আর রাষ্ট্র ও রাজনীতির নতুন সম্পর্কের মধ্যে। সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহের ক্রমাবনতি ক্রমাগতভাবে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার দ্বন্দ্বকেই নির্দেশ করেছে, এমনকি আন্তঃ পুজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বে উপনীত হয়েও।

আমি পুঁজির-সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের বিকাশের একটা নতুন মাত্রা হিসেবে দেখি যেখানে পুঞ্জিভূত এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ পুঁজি একত্রে কাজ করে। পুঁজির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার জন্য দরকার হয় বাজারব্যবস্থা, রপ্তানি, পুঁজির বিপণনের মাধ্যমে পুঁজির বহির্মুখী বিকাশ এবং একই সাথে ভূমি, অধিকার, সমগ্র জনগোষ্ঠীর পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের অধিগ্রহণ। পুঁজির সহায়ক মৌলিক সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সাধারণীকরণ করা হয় প্রচণ্ড এন্টি-কম্যুনিজমের নামে। বুর্জোয়ার নতুন নতুন কিছু অংশবিশেষ এবং কতিপয় প্রান্তিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী কড়া হলেও তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক বিভিন্নতাকে নামেমাত্র গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ফেলা হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্র ও কতিপয় প্রান্তিক দেশে পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও সমন্বয়ের মাত্রা এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা খাঁটি সম্পত্তি, বিমূর্ত ও সামাজিকের মধ্যে একপ্রকার পর্ণগ্রাফিক ফিউশনের জন্ম দেয়। হাতেগোনা কতিপয় বৃহৎ পুঁজিপতি পুঁজির গতি সঞ্চালনে তৎপর হয়ে ওঠে এবং কার্যকর পুঁজিবাদিদেরকে মূল্য আত্মসাতে সর্বোচ্চ ভিন্নতার দিকে-এমনকি তা নির্মম হলেও ঠেলে দেয়। উৎপাদনমুখী সামাজিক সম্পদের বৈশিষ্ট্য চরমভাবে ব্যক্তিগতরূপ ধারণ করে। প্রত্যেকটি মানবীয় ক্রিয়ার শিল্পায়ন ও শ্রমিকদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার প্রকটতার মাধ্যমে নতুন নতুন ভয়াবহ ধরণের শ্রমের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা রকম অধিগ্রহণ চরম মাত্রায় ওঠে।

আমি নব্য-উদারতাবাদ ও সংকট প্রত্যয় দুটোকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। নব্য-উদারতাবাদ মানে সভ্য পুঁজিবাদের ধ্বংস নয় বা এর সংকটে নয়, বরং এটি সেই পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়াতেই জন্ম লাভ করে। আমরা এর নাটকীয় বিস্তারের মধ্যে বাস করছিঃ সংকট বর্ধিষ্ণু শ্রমিক শ্রেণীকে আঘাত করছে খাঁটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্পর্শ না করেই। পুঁজির স্থানিক বিস্তার ঘটছে একই সাথে বিপরীতক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিকে জাতীয় পরিসরে আবদ্ধ করার মধ্যে। মানবতার একটা বিশাল অংশ উৎপাদন ও বিপণনে সমন্বয় সাধন করছে এবং বৈষম্যকে পুনরুৎপাদন করছে। প্রতিনিধিত্বমূলক ভোটের পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

>>

গণতন্ত্রকে পরিণত কড়া হয়েছে সম্পত্তি-ভিত্তিক স্বৈরতন্ত্রে। রাজনৈতিক আচরণ মেরুকরণ হচ্ছে। যেখানে পুঁজির জন্য আন্তর্জাতিকীকরন আর শ্রমের জন্য বিচ্ছিন্নকরণ। দেখা দিয়েছে প্রবল বুর্জোয়া কর্মসূচী, হয় নানা ধরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা (যথা জাতিসংঘ, এইএমএফ, ইত্যাদি) অনা-নুষ্ঠানিক রাজনীতি (যথা এনজিওদের কর্মসূচী), নয়তো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মধ্য দিয়ে। বিশেষজ্ঞ কমিটি অথবা শাসনতান্ত্রিক অবরোধ আরোপের মাধ্যমে বুর্জোয়া পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার যেকোন গণজো-য়ারকে রুখে দিচ্ছে। পুঁজির অর্থে কেনা আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যকার জন-প্রশাসনকে চালনা করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপাদানসমূহকে এবং জনতার অধীনত অংশকে পদানত করে রাখে। পুজির-সাম্রাজ্যবাদের সংকট নয়, বরং এর বিকাশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক শ্রেণীসমূহ ও পুঁজির-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নতুন নতুন দ্বন্দ্বের দিকে ধাবিত করে।

গনসাল্ভেজঃ পুঁজির-সাম্রাজ্যবাদ ধারনার মূলে যে অধিগ্রহণ, তা মার্ক্সের তথাকথিত আদিম আত্মীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে। এই নিয়ে একটা দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে এমনকি রোসা লুক্সেমবার্গ পর্যন্ত। আপনি কিভাবে এই ধারার মধ্যে নিজেকে বিবেচনা করেন? অধিগ্রহণ বলতে কি বোঝায় এবং এর সাথে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণেরই বা কি সম্পর্ক?

ভার্জিনিয়াঃ মার্ক্সীষ্টরা দাবী করে যে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গতিশীলতার সমন্বয় করে। অধিগ্রহণ শুধুমাত্র পুঁজিবাদের পূর্ববর্তী পর্যায় নয়। মুক্ত শ্রম পুঁজির সাথে শ্রমকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের জন্য প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় পুঁজিবাদের অপরিহা-র্য সম্পর্কজালের সামাজিক ভিত্তি। শ্রমের এই ব্যাপক মাত্রায় সহজ প্রাপ্য-তা বর্তমানে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছে গেছে এবং প্রত্যাক ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার তাগিদে যেকোন অবস্থায় শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করছে। ব্যাপক মাত্রায় অধিগ্রহণ তাই পুঁজিবাদী বিকাশের প্রাথমিক সামাজিক অবস্থা ও চূড়ান্ত ফলাফল।

অদ্যাবধি পৃথিবীর অধিকাংশ জনতা বাস করছে পল্লী এলাকার প্রাক-পুজিবাদী সমাজে। যে পল্লী অঞ্চল নগরাঞ্চলের তুলনায় একটা কার্যকরী পশ্চাতভূমি হিসেবে ছিল তা বদলে গেছে। রোসা লুক্সেমবার্গ বিশ্বাস করতেন যে, পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে মার্কেন্টাইল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কড়া অসম্ভব বিধায় পুঁজির বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় অপুঁজিবাদী ফ্রন্টি-য়ার। ডেভিড হার্ভে এই বক্তব্যকে পরিমার্জন করে বলেছেন যে, বর্তমান সমাজে পুঁজিবাদ নিজেই সেসব অবস্থা উৎপাদন করে। আমি এই ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করিঃ স্বাভাবিক পুঁজিবাদ বলে কোনকিছু কোনদিনই ছিল না, আর যেসব দেশে এটি বিকশিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়, সেগুলো নানাবিধ বর্বর ও সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্য উৎপাদন ও শোষণ করতো। এগুলো পরামর্শমূলক অনুমান। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পুঁজির অন্তঃস্থ সামাজিক সম্পর্ক হলো অনিবার্যতা উৎপা-দন করা যার প্রথমটি হলো এমন সব সামাজিক অস্তিত্ব উৎপাদন করা যাদেরকে অনিবার্যভাবেই নিজ জীবিকা অর্জন করতে হয় বাজারের মাধ্যমে। রোসা লুক্সেমবার্গ আমাদেরকে পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের ক্রমাগত বিকাশকে স্মরণ করিয়েছেন।

গনসাল্ভেজঃ রাজনৈতিক অর্থনীতির মার্ক্সীয় সমালোচনা বোঝার ক্ষেত্রে অধিগ্রহন প্রত্যয়টি কতটা জরুরী?

ভার্জিনিয়াঃ অধিগ্রহনকে আর কিছুতেই উপেক্ষা করার জো নেই। সাবেকি ভূমি অধিগ্রহণ চলছেই, পাশাপাশি নতুন ধরণের অধিগ্রহণ ছেয়ে নিয়েছে নগরবাসীকে কয়েক শতাব্দী জুড়ে। শেষোক্তটিকে আমি বলি দ্বিতীয় মাত্রার অধিগ্রহণ। এটি ভূমির মতো উৎপাদন উপায়ের উপর থেকে মালিকানা হারানোকে নির্দেশ করে না। বর্তমানে দ্বিতীয় মাত্রার অধিগ্রহণ দুইভাবে কাজ করেঃ এক, ১৬ ও ১৭ শতকের ইংলিশ সংসদীয় অধিগ্র-হণের মতো শ্রম-সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহকে দমন করার মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে অধিকার হরণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানার শিল্পস্থাপনাকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো বৃহৎ ক্ষেত্রসমূহকে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উন্মুক্ত করা; দুই, প্রাকৃতিক সম্পদ যথা পানি ও বনভূমিকে অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত করা যা অতীতে ছিল সামাজিক ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট এবং যার উপর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা কয়েক দশক আগেও ছিল অচিন্ত্যনীয়। প্রকৃতপক্ষে, জীবন পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থাকে জীবজগত ও মানব জীবনে প্যাটেন্ট ব্যবস্থা এবং পরবর্তীত ট্রান্সজেনেটিক বীজ ব্যব-হারের মাধ্যমে একক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

উৎপাদনের সামাজিক সম্পদের পুঞ্জীভবন ও অধিগ্রহণের মধ্যকার সম্প-র্ক দেখিয়ে দেয় পুঁজিবাদ কেন শ্রম ও মূল্য আত্মসাৎ (মুনাফা) ব্যতিরেকে টিকতে পারেনা। এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করার উপায় থেকে বঞ্চিত শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সর্বাধিক বর্বর থেকে শুরু করে সব থেকে অভিনব আকার ধারণ করে। কাজেই, শুধুমাত্র অর্থনৈতি-কায়নের কথা বলাই যথেষ্ট নয়, যেন ভালো ও মন্দ পুঁজিবাদী রয়েছে; আদতে তারা অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে এবং উভয়েই শ্রমিকের থেকে মূল্য শোষণের উপর নির্ভরশীল।

গনসাল্ভেজঃ আপনি ২০১৬ সালে ব্রাজিলের সংসদীয় ক্যু-কে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

ভার্জিনিয়াঃ বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর জন্যই ব্রাজিল একটা পুঁজিবাদী দেশ (ব্যাপক মাত্রায় প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিগ্রহন, নানা ধরণের মূল্য আত্মসাতের সাথে পুঁজির কেন্দ্রীভবন) এবং পুঁজির-সাম্রাজ্যবাদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত একটা শিল্পায়ন প্রক্রিয়া। পুজির-সাম্রাজ্যবাদ রক্ষায় ব্রাজিলীয় বুর্জোয়া একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে; কার্ডসো সরকারের সময় তারা ব্যক্তি মালিকানার প্রসার এবং পুঁজি উৎসর্গের মাধ্যমে অর্জিত প্রবৃদ্ধি থেকে তারা বেশ লাভবান হয়েছে। পরবর্তীতে শ্রমিক দলের সরকারও অধিগ্রহণ জারি রেখেছে, তবে তা অনেকটা সূক্ষ্ম-ভাবে। সেসব সময়ে ব্রাজিলীয় বুর্জোয়া নানা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। সমবায় সংগঠন, সম্পদের অপ্রতুলতা, অপরা-ধীকরন, ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর পদক্ষেপগুলোকে তারা এনজি-ওর মাধ্যমে নস্যাৎ করতে চেয়েছে।

২০১৬ সালের ক্যু সংঘটনের কারণ ছিল ২০১২-১৩ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দা যা- বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সমন্বয়হীন করেছিল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রকাশিত দূর্নীতি দূর্বল বুর্জোয়াদেরকে একে অপরের প্রতি নিন্দা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিছু কিছু ব্রাজিলীয় কোম্পানী বহুজাতিক হয়েছিল, যা সংকটকে ঘরে ও বাইরে ছড়িয়ে দেয়। তাদের স্থানীয় অব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীরা ব্যাপক প্রচার করে। আর বিচার বিভাগীয় প্রতি-হিংসা আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে দেয়। শ্রমিকদের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিগ্রহণের উপর ভিত্তি করে বিবাদমান এইসব ক্ষমতাসীন দলের ঐক্য নির্ভর করে।

সাম্প্রতিক ব্রাজিলে পুঁজির-সাম্রাজ্যবাদের অধীন গণতন্ত্র জনতার ঐক্যের অনুমান করে, আবার একই সাথে ব্রাজিলীয় পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের পক্ষে সমর্থন নিশ্চিত করে। এইভাবে একটা পুঁজির প্রতি সহানুভূতিশীল শ্রমিক দল ক্ষমতায় আরোহণ করে। কিন্তু এটি ভোটের গণতন্ত্রকে আরও প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল করে তোলে। চরম ডানপন্থী আমেরিকান-দের সমর্থন নিয়ে ব্রাজিলীয় পার্টিসমূহ অর্থায়ন করে একটা চরম এন্টি-কম্যুনিষ্ট প্রচারণা করে যা- ক্ষমতাসীন বাম দলকে অপরাধী করে এবং অন্য যেকোন বাম দলের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার প্রয়াস পায়। টেলেভিশনের উপর একাধিপত্য এই বয়ানকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। আর সরকার বিরোধী জনতার উপর পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর স্টিম রোলার সেই বয়ানকে আরও জোরদার

>>

করে। এসবই ঘটে বিদ্যমান বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের মধ্যকার চেক-এন্ড-ব্যালেন্স এর মধ্যে। আমরা লক্ষ্য করছি দ্রুতগতিতে পুঁজির স্বার্থের শাসনতান্ত্রিকীকরন যা অধিগ্রহণ এবং মূল্যের অবাধ আত্মসাৎকে নিশ্চিত করে। যথা পাবলিক ঋণের দাতাদের জন্য আয় ব্রাজিলীয় বা বিদেশী পুঁজির স্বার্থে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরোপ করা হয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
গুইলহারমে লুইতে গনসাল্ভেজ <guilherme.leite@uerj.br>
ভার্জিনিয়া ফন্টেস <virginia.fontes@gmail.com>

> ক্ষমতা, সহিংসতা ও ন্যায়বিচার

মার্গারেট আব্রাহাম, হোফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা, আইএসএ-এর প্রেসিডেন্ট এবং সমাজবিজ্ঞানের উনিশতম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের সভাপতি

সমাজবিজ্ঞানের ১৯ তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের সভাস্থল মেট্রো টরেন্টো কনভেনশন সেন্টার, অনুষ্ঠিত হবে জুলাই ১৫-২১, ২০১৮।

এটা কল্পনা করা কঠিন যে কানাডার টরন্টোতে অনুষ্ঠীতব্য আইএসএ-এর উনিশতম সমাজবিজ্ঞান বিশ্ব কংগ্রেস থেকে আমরা শুধু কয়েক মাস দূরে। জ্ঞান শাখার শুরু থেকেই ক্ষমতা, সহিংসতা, এবং ন্যায়বিচার এবং সমাজে এদের ছাপ সমাজবিজ্ঞানীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাম্প্রতিক সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ প্রবলতর করে তুলেছে সমাজবিজ্ঞানে এদের আবিষ্টতার প্রাসঙ্গিকতা। আমরা যে সময়ে বাস করি তা আমাদে-রকে পুনরায় এই সমস্যাগুলিতে অধিক দায়িত্বের সাথে মোকাবেলা করতে আদেশ করে। এই কংগ্রেস তার প্রতিপাদ্য "ক্ষমতা, সহিংসতা, ও ন্যায়বিচারঃ প্রতিচিন্তা, প্রতিক্রিয়া ও দায়িত্ব"-এর মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্য আমাদের জীবনকে একাধিক উপায়ে প্রভাবিত করা এই প্রধান উদ্বেগের বিষয়গুলি মোকাবেলা করার উপায়গুলি বিবেচনা করার, সংলাপ করার, এবং বিতর্কের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

এই কংগ্রেসর জন্য গড়পড়তা ১২০০ অধিবেশন সংগঠিত করা হয়েছে এবং ১০,০০০ এর উপর গবেষণা সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হয়েছে। আমরা আশা করি যে, ১৫ থেকে ২১ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত সারা পৃথিবী থেকে ৫,০০০ এর বেশি অংশগ্রহণকারীরা জ্ঞান ভাগ করতে, ভাবের বিনিময় করতে এবং কংগ্রেসের প্রতিপাদ্যে উত্থাপিত বিষয়গুলির উপর এক বর্ণালী দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত এবং প্রদান করতে কানাডার টরেন্টোতে আসবে। আইএসএ-এর উনিশতম সমাজবিজ্ঞান বিশ্ব কংগ্রেসের প্রতি-পাদ্য ক্ষমতাকে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে নির্দেশ করে যেগুলো সমাজ গঠন এবং পরিবর্তনের প্রধান শক্তি। আলোচনার বিষয়গুলি আমাদের মোকাবিলা করা বিষয়বস্তু ছাড়াও বিশ্বকে প্রভাবিত করা সহিংসতা এবং অবিচারের সমাধানে উপনীত হত্ত-

>>

য়ার জন্য আমাদের সংকল্পের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ।

> সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজের প্রধান উদ্বেগ

আমরা জানি যে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রধান মাথাব্যথা হল সামাজিক আচরণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন। যাহোক বস্তুরাজিকে যেরকম দেখায় সেগুলো কেন সেরকম সেটা উপলব্ধি করাটাই শুধু যথেষ্ট নয়। বিশ্বের ইতিবাচক পরিবর্তনে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারও করতে হবে। এই সাধনায় সামাজিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করা সমস্যাগুলি-কে আমাদের সমাধান করতে হবে এবং আমাদের সময়ের মূখ্য চ্যালেঞ্জ-গুলোতে জনগণের সাথে সংযুক্ত হতে হবে। এটি অবধারিতভাবে ক্ষমতা এবং ক্ষমতাশালীকে জেরা করতে, উদাহরণস্বরূপ, উপনিবেশের ইতিহাস এবং সমসাময়িক ভূমিগ্রাস অন্বেষণ এবং সমালোচনা করতে আদিবাসী মানুষ এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে জিইয়ে রাখা কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত করতে, পিতৃতন্ত্রকে এবং নারীর বিরুদ্ধে চলমান বৈষম্য ও সহিংসতাকে পুনরায় সাক্ষাৎ করতে; যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সংঘাতের সহিংসতাকে, দারিদ্র্য, বর্ণবাদ, লিঙ্গ ও আন্তঃসম্প-র্কের সহিংসতাকে ও জোরপূর্বক দেশান্তরকরণ এবং দখলকে একটি অধিকতর ন্যায্য বিশ্ব তৈরির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করতে সমাজবিজ্ঞা-নকে প্রস্তুত করার ইঙ্গিত দেয়। এই প্রসঙ্গে "ক্ষমতা," "সহিংসতা," এবং "ন্যায়বিচার" হল হৃদয়গ্রাহী শব্দ যেগুলো আজকের বিশ্বের মূল উদ্বেগের বিষয়গুলোকে পরিবেষ্টন করে। যেগুলোকে আমাদের সমাধান করা প্র-য়োজন এবং সেই জন্য আইএসএ-এর ঊনিশতম সমাজবিজ্ঞান বিশ্ব কং-গ্রেসের জন্য একটি সময়োপযোগী এবং উপযুক্ত প্রতিপাদ্য সকলে মিলে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

আমরা সহিংসতা, যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও ঘৃণার একটি ফুটন্ত কড়াইয়ের মাঝখানে আছি এবং এমন একটি সময়ে বসবাস করছি যেখানে বিদ্যমান প্রণালীগুলি রয়েছে টালমাটাল অবস্থায়। একদা পূজা করা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হচ্ছে এবং গণতন্ত্র নিজেই যখন সঙ্কটের মধ্যে নিপতিত। বিশ্বের অনেক এলাকায় একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রকে অতি জাতীয়তাবাদ এবং বিদেশাতঙ্কর ঝোঁককে উৎসাহিত করার এবং সংখ্যা-লঘুদের ও ভিন্নমত পোষণকারী, প্রচলবিরোধী গোষ্ঠীকে নির্যাতন করার জন্য এর ক্ষমতার অপব্যবহার করার একটি হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়। এমনকি প্রতিষ্ঠান হিসাবে যাদের কিনা আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা ছোট দুর্বল জাতির বিরুদ্ধে লাগামছেঁড়া জুলুম ঢেলে দেওয়া কর্তৃত্ব-পরায়ণ শাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে। সমতাবাদী আদর্শ কল্পনাগুলি ক্ষমতাশালীদের সেবা করার নমনীয় অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে "গণতন্ত্রে উন্নীত করার" নামে সমগ্র দেশগুলিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে সংকুচিত করার নিখুঁত রেহাই পাবার অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের জন্য এর অর্থ কী? আমাদের বিশ্বকে ছারখার করে দেওয়া। সহিংসতা, ঘৃণা ও রাগের হৃদয়ে রয়েছে একটি নব্য-উদারপন্থী অর্থনৈ-তিক শাসনব্যবস্থার জন্ম দেওয়া চোখ-ধাঁধানো অবিচার এবং বৈষম্য, যে শাসনব্যবস্থায় বাজার এবং মুনাফার উপর অনন্যচিত্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষমতাধর অভিজাতশ্রেণীর কর্তৃত্বকে রক্ষা করার জন্য এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য। রাষ্ট্রের প্রবলতা এবং বাজারের শক্তির কোনোটাই একটি উন্নততর বিশ্ব তৈরি করতে সফল হয়নি। এই সহিংস বিতর্কিত বিশ্বে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হল বৈষম্য এবং অবিচারকে বর্ধিত করা প্রভাব-শালী প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, মতাদর্শ এবং প্রথাগুলিকে তদন্ত এবং প্রশ্ন করা।

আঁধারের মধ্যে, সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন করা, জুলুমকে সংক্ষিপ্ত করা এবং ন্যায়বিচারকে বর্ধিত করা গোষ্ঠী, অহিংস আন্দোলন, মানবিক হস্ত-ক্ষেপ ও শান্তি প্রক্রিয়ার মারফত আশার ক্ষীণ আভাসের যোগান হয়। স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে, বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত এবং বাকিদের মধ্যে বি-দয়মান তফাৎ প্রতিরোধে, পরিবেশ গত ক্ষতি প্রতিরোধে, বেকারত্ব এবং অন্যান্য অবিচারের প্রতিবাদে আবর্তিত হওয়া প্রতিবাদ আন্দোলনগুলি ক্ষমতার বেনিয়াদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। যাহোক যখন প্রতিরোধের মৃত্যু হয় বা প্রতিষ্ঠানগত রূপান্তর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আন্দোলন যখন স্থায়ী হয় না, তখন সেখানে প্রায় অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রায়ই তীব্র নিপীড়নকে সঙ্গে করে ক্ষমতাধর অভিজাতশ্রেণী এবং প্রচলিত ব্যবস্থা ফিরে আসে। নাগরি-কদের বিক্ষোভের গতিপথ একটি গুরুতর অনুস্মারক যে, সামাজিক ন্যা-য়বিচারের সাধনা একটি অবিরাম, প্রায়ই হতাশাজনক অন্বেষণ, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। সর্বজনীন কল্যাণ প্রজ-নক সমস্যা উত্থাপন করার মাধ্যমে, এই কংগ্রেস সুশীল সমাজের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে।

এই কংগ্রেসের প্রতিপাদ্য হল একটি জোড়ালো দাবি যে, ইতিহাস এই কঠিন পর্যায়ে, আমরা সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের সময়ের লড়াই এবং বিবাদগুলি থেকে একটি উদাসীন দূরত্ব বজায় রাখার ঝুঁকি নিতে পারি না, অন্যথায় আমরা মুখ্য অংশীদার সুশীল সমাজের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার ঝুঁকির ভেতর পড়ে যাই। এটা পালাক্রমে বৈশ্বিক সর্বসাধারণের জন্য নিবেদিত একটি অকুণ্ঠ প্রাসঙ্গিক সমাজবিজ্ঞান প্রস্তাব করাকে বোঝায়। যেটা সক্রিয়ভাবে আমাদের গভীরভাবে যন্ত্রণাগ্রস্ত বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলিকে মোকাবেলায় নিযুক্ত হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের, সমাজবি-জ্ঞানী সহকর্মীদের, সাংবাদিক এবং কর্মীদের এমন একটি বড় সমাবেশ সুশীল সমাজকে প্রভাবিত করা ঘূর্ণায়মান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্রোতকে উপেক্ষা করতে পারে না। বৈষম্য, জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গি-বাদ, অতি-জাতীয়তাবাদ, বিদেশাতঙ্ক এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত সহিংসতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়গুলি অপরিহার্যভাবে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানের অন্যান্য শাখার অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে একীভূত করে এবং তাই সমাজের সবচেয়ে জরুরি মাথাব্যথার বিষয়গুলির উত্তর সন্ধানে একটি অর্থপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য অনন্যভাবে অব-স্থিত। আমাদের প্রতিপাদ্য "ক্ষমতা, সহিংসতা, এবং ন্যায়বিচার" রাষ্ট্রবি-জ্ঞান, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মত জ্ঞানের অন্যান্য শাখা জুড়েও গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি আমাদের বিশ্বের ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ প্রদান করে এবং যেগুলি সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য এই অফুরন্ত সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জ্ঞান উৎপন্ন এবং বিলিয়ে দিতে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যৌথ পদক্ষেপে নিয়োজিত হওয়ার এই বৈশ্বিক প্রচেষ্টায়, আইএসএ-এর ঊনিশতম সমাজবিজ্ঞান বিশ্ব কংগ্রেস সমাজবিজ্ঞানীদের এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে আগত বক্তাদের জন্য ব্যাপকভাবে সুবিন্যস্ত সেশনে আস্তীর্ণ বিষয়গুলির উপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করতে একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। আমি টরন্টোতে আপনাকে দেখতে সানন্দে প্রতীক্ষা করছি! আমি আশাবাদী যে একসাথে আমরা আমাদের যন্ত্রণাগ্রস্ত জগতের জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে বোঝার শক্তিকে প্রগাঢ় করব এবং সহিংসতা ঘটানো এবং সমতা এবং ন্যায়বিচারকে ধ্বংসকারী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করার কার্য-করী উপায় খুঁজব। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মার্গারেট আব্রাহাম <Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

> কানাডায় সমাজবিজ্ঞান চর্চা

এবং ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস

রিমা উইল্কস, ব্রিটিশ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানাডিয়ান সোশিওলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি, আইএস-এর যুক্তি ও পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণা পরিষদের কর্মসূচি সমন্বয়কারী (আরসি ৩৩) এবং সমাজবিজ্ঞানের ১৯ তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের আঞ্চলিক আয়োজক পরিষদের সদস্য

কানাডীয়ান সমাজবিজ্ঞানী এবং কানাডীয়ান সমাজবিজ্ঞান সংস্থার সদস্যরা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক আইএসএ-এর বৈশ্বিক সমাবেশ ১৯ তম অধিবেশনের আয়োজন নিয়ে খুবই উৎসাহী। এই সমাবেশটি ২০১৮ সালের ১৫-২১ জুলাই কানাডার টরেন্টো, ওন্টারিও তে অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফলস্বরূপ, প্রতিনিধিরা ওয়েনডাত, আনিশিনাবিক এবং হাউন্ডেনোসাউনি সংঘ একত্রিতভাবে ডিশ উইথ ওয়ান স্পুনের ওয়াম্পাম বেল্ট চুক্তি যা গ্রেট লেক এবং মিসিসাউগা অঞ্চলের প্রথম শ্রেণির জাতিগত প্রতিরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ বন্টনের ব্যাপারে সমঝোতা করে।

কানাডাতে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছে যা ক্রমশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতার শিকড়ে দীর্ঘকালস্থায়ী স্বদেশীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান এবং খুব সাম্প্রতিককালে ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল ব্যাপী ভারতীয় সত্য ও পুনর্মিলন সমিতির আবাসিক বিদ্যালয় এই সম্পর্কিত মনোযোগ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু আঞ্চলিক স্বন্ত্রততা অতীত এবং বর্তমানের ক্ষতিসমূহকে পুষিয়ে নিতে পারছেনা, যেসব বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানের বৈশ্বিক সম্মেলনের মূলভাবের সাথে এই অনুশীলনটার উপযোগীতা তুলে ধরতে পারে সেগুলো হল "ক্ষমতা, সহিংসতা এবং ন্যায়পরায়ণতাঃ প্রতিফলন, প্রতিউত্তর এবং দায়িত্বশীলতা। কানাডার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা মাঝে মাঝে জনগণের সচেতনতা এবং আঞ্চলিক ইতিহাসের যথাযথ মূল্যায়ন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা একটি রাজনৈতিক অনুশীলনও বটে যা একটি শক্তিশালী অভিজ্ঞান হিসাবে কাজ করে- বিশেষত অ-আদিবাসীদের প্রতি ঔপনিবেশিকতাবা, চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা, এবং তাদের কে তুলে ধরতে কানাডার ব্যর্থতা সম্পর্কে অবগত করে।

আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সংগঠনের বৈশ্বিক সভা বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত

কানাডার সমাজবিজ্ঞানীরা সমগ্র বিশ্বের তাত্ত্বিকদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে।

>>

থেকে হাজারো সমাজবিজ্ঞানীদের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিলনমেলার আয়োজন করছে যেখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী যেমন স্বায়ত্বশাসনের উত্তরণ এবং এ সম্পর্কিত আরো অনেক বিষয়াবলীর অনুশীলন নিয়ে আলোচনা ও অতুলনীয় সংলাপের ব্যবস্থা করেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমবারের মত যোগদান করছেন। আর কারও কারও রয়েছে এক দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা। আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সংগঠনের সাথে সংযুক্তি এবং আরও ভালোভাবে বলতে গেলে বৈশ্বিক সভায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমাদেরকে একত্রিত করেছে। অন্যথায় সমবেত হওয়ার এরকম দারুণ সুযোগ আসা সম্ভব ছিলনা।

এই বৈশ্বিক সভা কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদেরকে বহির্বিশ্বের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শক্তি হল তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বহুতত্ত্ববাদের বাস্তব ও প্রকৃত প্রতিশ্রুতি। কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানীরা অন্যান্য দেশে তাদের যে পরিপূরক আছে তাদের মতই স্বতস্ফুর্ত-পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাস্তবতার ব্যাপারে উদার। যেমন সংগঠনের ১০০০ সদস্য ২৮ টিরও বেশি গবেষণা গোষ্ঠীর সদস্য যা ফলিত সমাজবিজ্ঞান থেকে তাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞান, সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের অংশ। কিছু কিছু শক্তিশালী অংশদাতা এবং গবেষণা গোষ্ঠী তাদের পাঠ্যক্রমগুলোকে কানাডিয়ান *রিভিউ অব সোশিওলজিত* https://www.csa-scs.ca/canadian-review তে প্রকাশ করার আগ্রহ পোষণ করে, যা কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞান সংগঠনের প্রকাশিত অন্যতম জার্নাল।

জার্নালটি পড়লে এবং আইএসএ-এর সভায় এর সদস্যদের সাথে দেখা হলে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কানাডীয়ান সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক সাম্যতা নিয়ে কতটা সচেতন। তারা বাস্তবমুখী নীতিমালা প্রণয়নে সচেষ্ট থাকে এবং জনকল্যাণে নিযুক্ত সমাজবিজ্ঞানীরা সেটাকেই বাস্তবায়ন করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় বাস্তবিক অর্থেই এখানে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে। বৈশ্বিক সভাটি সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য একটি সুযোগ যেখানে তারা একই সাথে বিশ্বব্যপী ক্ষমতায়ন, সহিংসতা এবং সাম্যবাদ এর নানান রূপ। এর সামঞ্জস্যতা এবং বৈপারীত্য নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবে। আমরা এই গ্রীষ্মে এরকম দারুণ একটা সভাতে সত্যিই আপনাদের অপেক্ষায় আছি।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
রিমা উইল্কস <wilkesr@mail.ubc.ca>

> কানাডায় যুগপৎভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চার অনুকূল সময়

প্যাট্রিজিয়া আলবানেসি, ইয়ারসন বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা এবং সমাজবিজ্ঞানের ২১ তম আইএসএ ওয়াল্ড কংগ্রেস-এর স্থানীয় আয়োজক পর্ষদের সভাপতি

২০১৭ সালের পহেলা জুলাই কানাডা দেশটির স্বাধীনতার দেড়শত বর্ষ উৎযাপন করে। পুরো বছর জুড়ে কানাডাবাসী-দের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উল্লাসিত থাকতে প্রণোদিত করা হয়েছিল। যেমনঃ তারা কানাডাবাসী এবং তারা এমন দেশে বাস করছে যেটি বিভিন্ন মাপকাঠি দ্বারা বসবাসের জন্য অন্যতম সেরা দেশ হিসেবে চিহ্নিত। মাপকাঠিগুলো হলোঃ জিডিপি, শিক্ষার হার, কর্ম-ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের অনুপাত ইত্যাদি। শুধু প্রচুর গুনকীর্তনই নয়, এমনকি সেখানে অধিকতর সমালোচনাও করা হয়েছে।

> কানাডার আপার্তবৈপরীতা

আমাদের সামষ্টিক পদক্ষেপ ও বৈশ্বিক কার্যকালের হৃদয়গ্রাহিতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। অবশ্যই যদি না আপনি একজন সম্প্রতি কানাডার প্রবাসি না হন। অনেক প্রতিবন্ধী উপজাতি, শিশু পালনকারী অবিবাহিতা/পৃথক মা, বর্ণবাদী দলের সদস্য, যারা কানাডার দক্ষিণাংশে বসবাস করে অথবা এমন পরিবারের প্রধান যে তার পরিবারের খাবার ও চাহিদা মেটাতে নানা ধরনের খন্ডকালীন চাকরি জোগাড় করার অপচেষ্টা চালান। যদি তাই হয়, বৈষম্য, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্যতা, প্রতিরোধ দিয়ে আপনার জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার সম্ভাবনা বেশি।

কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানের উদীয়মান তাত্ত্বিকদের পাঁচটি প্রবন্ধ *গ্লোবাল ডায়ালগের* চলতি সংখ্যায় এক সাথে প্রকাশিত হয়েছে। কানাডাকে আপার্তবৈপরিতা হিসেবে চিহ্নিত করে। উদাহরণস্বরূপ মন্তব্য করেন যে কানাডা হচ্ছে অন্যদের "চরম আস্থা"-এর স্থান। অথচ মেকাই-ভার আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য ও উচ্চ ছাত্র দেনার বোঝার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাইয়োলিনো যে ভাবে দেখান যে, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আমরা একজন তরুণ ও নামমাত্র প্রগতিশীল জাস্টিন ট্রডকে কার্যালয়ে নির্বাচত করি কিন্তু অলিভিয়া চাউ-এর মতো একজন সংখ্যালঘু নারী মেয়র প্রার্থী দেখতে পাই। কানাডার জাতিগত বৈচিত্র্যের শহর গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো টরেন্টো। এখানে প্রতিনিয়ত এমন ভাবে পরিচয় মধ্যস্ততা ও সচল করতে বাধ্য করা হয় যা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ প্রতিপ-ক্ষের থেকে ভিন্ন। আমাদের সবসময় পদক্ষেপ আমেরিকা থেকে আমাদের পৃথক করবে কিন্তু লাছাপেল ও বারনেট মন্তব্য করেন, আমরা বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলোতে পড়াশোনা ও কাজ করি তা এমন জায়গায় অবস্থান করে যেখানে মার্কিন বিজ্ঞানসম্মত পুঁজির রাজত্ব ভ্যালির গবেষনা স্পষ্টভাবে কানাডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের স্মরন করিয়ে দেয় এবং একই সাথে এর বিপন্ন প্রজাতি ও বৈরী পরিবেশ।

কানাডা যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ কিন্তু দেশটির অনেক অধিবাসীর জীবন অসমতার জটিল জালে আবদ্ধ কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্তেও প্রায়ই এই অসমতাগুলো খুঁজে বের করতে চেষ্টা চালায়। এটি প্রাক্তন কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পার এর দৃষ্টির বাইরে ছিল না।

> কানাডা ও তার বাইরে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা

২০১৩ সালে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে ব্যর্থ সন্ত্রাসী হামলার প্রশ্নে প্রতি-ক্রিয়া জানাতে গিয়ে তৎকালীন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী, স্টিফেন হার্পার বলেন যে এখন "সমাজবিজ্ঞান চর্চার" সময় না। একইভাবে ২০১৭-এর শেষের দিকে ইউএস প্রধান বিচারপতি রবার্টস যখন এটাকে "সমাজবৈ-জ্ঞানিক দুর্বোধ্য পরিভাষা" দাবি করে যুক্তিটিকে উড়িয়ে দেন, তখন সমগ্র

>>

সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান শাখায় বিতর্কের ঝড় ওঠে। এ ধরণের আঘাত বিস্ময়কর কিছু নয়। যেহেতু আমরা সমাজবিজ্ঞানীরা প্রায়ই কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করি। আমাদের গবেষণা, শিক্ষকতা ও সামাজিক কর্মে আমরা ক্ষমতা, উৎপীড়ন ও অবিচারের মতো বিষয়গুলোর সম্মুখীন হই।

তাই হার্পারের "এখন সমাজবিজ্ঞান চর্চার সময় নয়" উক্তিটির প্রতিত্তুরে আমরা সম্মানের সাথে ভিন্নমত পোষণ করি। দাঙ্গাপূর্ণ সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশগত অনিশ্চয়তা মূলত বর্তমানের পৃথিবীকে সংক্রমিত করেছে। আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা (আইএসএ) ও কানাডিয়ান সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা (সিএসএ) বিশ্বাস করে যে আমরা তথাকথিত বৈশ্বিক মাপকাঠিতে ভাল অবস্থানে আছি। যেহেতু আমরা আপনাদের মতো অন্যান্য সহস্রাধিক প্রতিনিধিদের ২০১৮ সালের জুলাই মাসে টরেন্টোতে সমাজবিজ্ঞানের ২১ তম আইএসএ ওয়াল্ড কংগ্রেসে স্বাগত জানাচ্ছি।

সমাজবিজ্ঞানের ২১ তম আইএসএ ওয়াল্ড কংগ্রেস-এর প্রতিপাদ্য হলো, ক্ষমতা, উৎপীড়ন ও ন্যায়বিচারঃ প্রতিফলন, প্রতিক্রিয়া ও দায়িত্ব। প্রতিপাদ্যটি নির্বাচিত করেছেন আইএসএ-এর অনুপ্রেরণীয় ও প্রশংসনীয় কঠোর পরিশ্রমী সভাপতি ড. মার্গারেট আব্রাহাম। তিনি সমগ্র বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানীদের এই বিশেষ দাঙ্গাহাঙ্গামাপূর্ণ সময়ের জন্য পদক্ষেপ প্রস্তাব করতে ও পরিবর্তন খুঁজতে একই মিলনস্থলে প্রত্যাশা করেন। এই মহাসমাবেশ ও তার সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য সমগ্র বিশ্বের সক্রিয় কর্মী ও বিদ্বানদের সংযুক্ত হতে এবং গবেষণা, তত্ত্বসমূহ, নীতি সুপারিশসমূহ বিনিময় করে সামাজিক পদক্ষেপ নিতে সুযোগ প্রদান করে।

> ২১ তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞান

২১ তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস সহ-আয়োজক হিসেবে কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের কানাডিয়ান পাণ্ডিত্য ও সহযোগিতা প্রদর্শন করতে এক অনন্য সুযোগ করে দিয়েছে। পাশাপাশি কানাডিয়ান শত শত সমাজবিজ্ঞানী যারা সক্রিয়ভাবে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য আইএসএ কানাডিয়ান থিমেটিক সেশনের অধীনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্ধারিত সময় ও প্রাসঙ্গিকতা, সেগুলোর আলোচকের কানাডিয়ান প্রেক্ষাপটে এবং তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে সেশনগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। সেশনগুলোতে প্রায় বিশের অধিক বিশিষ্ট ও উদীয়মান কানাডিয়ান তাত্ত্বিকদের কাজের সন্নিবেশন থাকবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি তারা আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিদের কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানের "রসাস্বাদন" করাবেন। অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত এক বা একের অধিক কানাডিয়ান থিমেটিক সেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করুনঃ

- শরণার্থী শিশু ও তরুণদের পুনর্বাসন সমন্ধে সমাজবিজ্ঞান আমাদের কী পরামর্শ দিতে পারে?
- কিভাবে রাষ্ট্র সামাজিক আন্দোলনসমূহ তৈরি করে?
- অনিশ্চয়তার সময়ে কানাডিয়ান সমাজবিজ্ঞানঃ অতীতের অনুধ্যান/ভবিষ্যতের মোকাবিলা
- কানাডায় আদিবাসী নারী অপহরণ ও হত্যাঃ সমাজবিজ্ঞান কী অবদান রাখবে?

কানাডিয়ান স্থানীয় আয়োজক পর্ষদে রয়েছে সিএসএ-এর পরিচালক সেরি ফক্স, টেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জিম কনলি, সেইন্ট মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ইভই তাস্তসোগলু, ইয়ারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রার্থী মার্গারেট বেনসাজ, মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মার্ক স্টোডার্ট, লাভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সিমন ল্যাংলোইস, লেথব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সুসান ম্যাকডেনিয়েল, ব্রিটিশ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রিমা উইলকেস এবং গুলেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইরনা ডাওসন। তারা সবাই বিশ্বাস করেন যে ক্ষমতা, উৎপীড়ন ও অবিচারকে আলোচনায় নিয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ। যা মূলত আমাদের দেশের আদিবাসী জনগণের সংগ্রাম ও সমষ্টিগত অস্থিরতাকে প্রকাশ করে। আমরা ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের লোগোর মাধ্যমে এই ক্ষমতাশালী বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলতে কাজ করছি। লোগোটির নকশা করেছেন কানাডিয়ান আদিবাসী চিত্রকর লাইডিয়া প্রিন্স।

২১ তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস চিন্তার বিনিময় এবং ক্ষমতাহীন, নিপীড়ন ও অবিচারের প্রতিক্রিয়া জানাতে একত্র হবার এক সুবর্ণ সুযোগ। এখনই সময় সমাজের অধিক মঙ্গল আনতে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বিতর্ক, চিন্তার চর্চা, সংযোগ ও পরিকল্পনা করা। এখনই সময় আমরা কে এবং সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমরা কী করি তা প্রকাশ করা। আমাদের সাথে যোগ দিন। জুলাই মাসে টরেন্টোতে আপনাদের আগমনের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
প্যাট্রিজিয়া আলবানেসি <palbanes@soc.ryerson.ca>

> কানাডীয়ান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বদেশী ও বিশ্বতার মধ্যে মিলিত প্রচেষ্টা

ফ্রাঁসোয়া লাসাপেলে ও **পেত্রিক জন বারনেত্ত**, ব্রিটিশ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

পিএইচডি প্রোগ্রামের সংযুক্ততা। বিস্তারিত দেখতে http://www.relational-academia.ca/canada-network.html.
চিত্রগ্রহণে রিলেশনাল-একাডেমিয়া।

সম্প্রতি বছরগুলোতে বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাক্রমে কানাডার সেরা গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার জন্য প্রসংসা করেছেন। যেখানে দেশটির সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গর্বিতভাবে সবচেয়ে ভালো যোগ্য প্রার্থীকে নেবার জন্য বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধান করার ঘোষণা দিয়েছেন। আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের সম্প্রতি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ট্রাম ও ব্রেক্সিট-এর চতুরতার অন্তঃপ্রবাহ সাগ্রহে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এছাড়াও বৈশ্বিক খ্যাতি ও শ্রেষ্টতার জন্য তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

দি রিলেশন একাডেমীয়া প্রকল্প (www.relationalacademia.ca) ১৯৬০ সালের পরও বর্তমান সময়ের মধ্যে কানাডায় "ভালো মানের" বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যে পরিবর্তন তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ১৯৬০-এর পরে এবং ১৯৯০ এর মাঝামাঝি সময়ে কানাডাতে জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময়কাল এবং আমেরিকার কতৃত্ব উপলব্ধি করা হয়। একটি "ভালো মানের" বিশ্ববিদ্যালয় কানাডিয়ান অধ্যাপক নিয়োগদান ও কানাডিয়ান বিষয়বস্তু শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর অধিবাসীদের অর্থনৈতিক, নৈতিক নাগরিক সুবিধা (কানাডীয়ান আন্দোলন) অপরদিকে গত দুই দশকে "ভালো মানের" বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়েছে। এটি এখন শিক্ষার্থী, কর্মচারী, শিক্ষক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা এবং ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক উপস্থিতি ও মর্যাদা সম্পর্কে নির্দেশ করে। স্বদেশী থেকে বিশ্বতার দিকে এই পরিবর্তনেরঃ প্রমাণ দেখতে ৪৯৩৪ জন সামাজিক বিজ্ঞানীদের শিক্ষাগত প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেছিলাম, যারা কানাডার সেরা ১৫ টি গবেষণা প্রাধান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিল (ইউ ১৫ দল নামে পরিচিত) ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত।

অনুষদের ডক্টরেট প্রসংসাপত্রের জাতীয় উৎস যাচাই করে আমাদের ফলাফলে স্পষ্ট হয় যে কানাডিয়ান নিযুক্ত প্রশিক্ষিত নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত বাস্তবিকই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা নিম্ন ও মধ্যবর্তী সারির ইংরেজী বলার ইউ ১৫ দলে গত ৪০ বছরে, তাদের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে কার্যত কানাডিয়াকরণ বা বি-আমেরিকাকরণ।

যাহোক, এই সময়ে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগগিল বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চরমভাবে প্রভাবশালী ইউএস-এ তে প্রশিক্ষণ দিতে (শতকরা ৭০ ভাগের বেশি) ১৯৯৭ থেকে ২০১৭-এর মধ্যে ইংরেজি ভাষাভাষী ৩ টি জাতি- কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য দাবি করেছেন যে ৯০% এর বেশি শিক্ষকের পিএইচডি-এর জাতীয় উৎস পৃথিবীর দক্ষিণাংশের ধারার সাথে সাবেক বৃটিশ উপনিবেশের দুটি দেশের দ্বারা পরিচালিত। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা (৬ষ্ট স্থান) ও ভারত (৪র্থ স্থান) মাত্র ১৯টি পিএইচডি-ই কেন্দ্র থেকে (যা ০.০১ শতাংশের কম)।

পৃথিবীর উত্তর অর্থনীতির রাজনীতিকে পরিবর্তনের বাইরে গবেষণা প্রাধান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর অনুপাত বাড়াতে আগ্রহী। বাস্তবিকই কেউই কি ইউ ১৫ দল "আন্তর্জাতিক শিক্ষক" সম্পর্কে বলতে পারবে? শিক্ষকদের প্রথম সনদ অর্জনের জাতীয় উৎস দেখলে বোঝা যায় যে গত বিশ বছরে উচ্চ স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাত্ত্বিকদের অনুপাত প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে ৯% থেকে ১৮%। যারা কিনা অ্যাংলো অ্যামেরিকান দেশের বাইরে তাদের স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছে। ২০১৭ সালের মধ্যে তাদের অর্ধেক শিক্ষক-ই ছিল বৈশ্বিক দক্ষিণাংশের ৩৪ টি দেশ থেকে। যারা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছে।

কানাডার শিক্ষায়তনে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আন্তর্জাতিকরনের দুটি দিক আছে। হয় আমেরিকাকরন এর ভিন্ন শব্দ হবে অথবা যুক্তরাষ্ট্র দালালী ভিত্তিক আন্তর্জাতিকরণ। আমাদের গবেষণা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান, শিক্ষার্থী ও তাত্ত্বিকদের অসম প্রচারের ক্ষেত্রে আমেরিকার মূল অবস্থানকে নির্দেশ করে। জাতীয় প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এটি কানাডিয়ান স্কুলগুলোকে অধীন কর্তৃত্বপূর্ন অবস্থানকে প্রদর্শন করে। যা সামাজিক বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার কর্তৃত্ব রাখতে অবদান রাখে। যখন একই সাথে স্বদেশী অবস্থানকে অধীন করে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র পুঁজি ভিত্তিক আদিপত্য।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ফ্রাঁসোয়া লাসাপেলে <f.lachapelle@alumni.ubc.ca>
পেত্রিক জন বারনেত্ত <pjb@sociologix.ca>

> কানাডীয়ান নবীন স্নাতকদের শিক্ষা ঋণের বাস্তবতা

মিতশেল ম্যাক্লোভার, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

চিত্র গ্রহণে কুইন দমব্রস্কি, ২০১৭,
https://www.flickr.com/photos/quinnanya/37230366906.
সিসি বিওয়াই-এসএ২.০

অনেক জাতির মধ্যেই মাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষা শ্রম বাজারের উন্নতির সমার্থক হয়ে গেছে এবং উচ্চ শিক্ষাকে শ্রেণীভেদের মাঝে বিশিষ্ট সমতাবিধায়ক বলে মনে করা হয়। যেখানে উচ্চশিক্ষা সর্বদাই উন্নতির মতই গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, ক্রমবর্ধমান টিউশন ফি শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য ঋণের ভার বাড়িয়ে তুলেছে। এই বিষয়টি ভালভাবেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু শিক্ষার্থী ঋণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন স্নাতকদের কিভাবে প্রভাবিত করে সেটা গবেষকগণ নির্ধারণ করতে পিছিয়ে রয়েছেন। বিশেষ করে একটি প্রশ্ন উত্তর পাওয়ার দাবি রাখেঃ শিক্ষার্থী ঋণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন স্নাতকদের শ্রমবাজারে ধাবিত করতে কিভাবে প্রভাবিত করে? কানাডার জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্য ব্যবহার করে স্নাতক শেষ করে ৩ বছর অতিক্রম করেছে এমন ২০১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থীকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, শিক্ষার্থী ঋণের প্রভাব তাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রশমিত হয় কিনা। এই প্রশ্নই আমার পিএইচডি গবেষণার মূল বিষয়।

প্রথম প্রজন্মের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় প্রজন্মের তুলনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শেষ করার পর নির্দিষ্ট চাকরীতে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের খুবই সামান্য সামাজিক যোগাযোগ, জীবন বৃত্তান্ত লেখার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রগুলোর সন্ধান করার জন্য স্বল্প জ্ঞান এবং পারিবারিক আর্থিক সহায়তাও খুব কম থাকে যা তাদেরকে আরও বেশি শিক্ষার্থী ঋণের দিকে নির্ভরশীল করে তোলে। সুতরাং এটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নয় যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের তুলনায় প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শ্রম বাজারে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থী ঋণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এডভান্সড রিগ্রেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমি দেখেছি যে উচ্চ মাত্রার শিক্ষার্থী ঋণ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সাথে যুক্ত। যা নির্দেশ করে যে স্নাতক শেষ করার পর তারা প্রত্যাশিত চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে পারত না এবং তাই তাদের বর্তমান চাকরি তাদের প্রত্যাশিত চাকরি নয়। এবং কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য তাদেরকে শহরগুলোতে অথবা গ্রামগুলোতে স্থানান্তরিত হতে হয়। একইভাবে, দ্বিতীয় প্রজন্মের স্নাতকদের তুলনায় প্রথম প্রজন্মের ঋণগ্রস্ত স্নাতকদের সাময়িকভাবে কাজের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্নাতক শেষ করার তিন বছরের মধ্যে বেশি চাকরি পাওয়ার সুযোগ, চাকরিতে স্বল্প সুবিধা এবং স্নাতক শেষ করার প্রথম ২-৩ বছর পর্যন্ত স্বল্প আয় থাকে। এটি আশ্চর্যজনক নয় যে, স্নাতক শেষ করার পর তাদের চাকরি খোঁজার ব্যাপক হতাশা এবং শ্রম বাজারে তাদের কাজের সুযোগের অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখতে পাই, ঋণগ্রস্ত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের চাকরির ব্যাপারে স্বল্প সন্তুষ্টি, জীবনের ব্যাপারে কম তৃপ্তি। এবং বলতে গেলে তারা পুনরায় ডিগ্রিও হয়তো নিত না যদিও তারা আবার ঋণসহ প্রথম প্রজন্মের ছাত্র অথবা ঋণসহ বা ছাড়া দ্বিতীয় প্রজন্মের ছাত্রদের মত সময় পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক মূল্যায়নের জন্য বিশিষ্ট সমতাবিধায়ক হিসেবে এই ফলাফলগুলোর তাৎপর্যময় অর্থ রয়েছে।

এই ফলাফলগুলো সুপারিশ করে যে, যখন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থী ঋণ ব্যবহার করা হয়, এটি বৈষম্য বাড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বাতিল করে দেয়। প্রথম প্রজন্মের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ঋণ হতাশা সৃষ্টি করে এবং এই হতাশা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। যা মানসম্মত চাকরি ও আয় কমাতে প্রভাবিত করে। গবেষণার ফলাফল হলো যে, ঋণগ্রস্ত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা বলেন যে, তারা যদি আবার আগের জায়গায় যেতে পারত, বিশেষ করে সচেতনভাবে, তাহলে তারা এই শিক্ষা অর্জন করত না। মোটকথা, এই গবেষণা সরকারি নীতিকে শিক্ষার্থী ঋণ পরিবর্তন করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার পক্ষে এবং সরকারি অনুদান ও টিউশন ফি কমানোর মাধ্যমে অধিক সুযোগ সৃষ্টি করার পক্ষে মতামত দেয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মিতশেল ম্যাক্লোভার <mitchell.mcivor@mail.utoronto.ca>

> মানানসই একজন নাগরিক বিজ্ঞানী

মিকি ভ্যালি, আথাবাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

চিত্রাঙ্কনে আরবু।

যখন আমি লেখালেখি করতে গিয়ে আটকে যাই, তখন আমি হাটতে বের হই। আমি কানাডার একটি প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করি। যে এলাকাটি খাঁড়ি, নদী, পর্বত ও বন থেকে হাঁটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। হাটতে গিয়ে আমি পাখির কলকাকলি শুনতে ভালবাসি। লাল ডানা বিশিষ্ট কালো পাখি, নিশাচর পাখি, দাঁড়কাক, কাক, হলুদ গায়ক পাখি তাদের কলকাকলিতে মুখরিত করে। পাখির কলকাকলি গাছপালার সাথে মিশে চোখে দেখার চেয়ে কানে শুনতে অধিক শ্রুতি মধুর হয়ে যায়। চলমান এই সংগীতের কিছু অংশ ধরে রাখার সংকল্পে সম্প্রতি আমার আই ফোনের জন্য "সং স্লেইথ" নামক একটি অ্যাপ্লিকেশন নামিয়েছি। যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাখির কলকাকলি শনাক্ত ও স্মৃতিতে ধারণ করতে পারে। ম্যাসাচুয়েট-এর বস্টন ভিত্তিক ওয়াইল্ড লাইফ একুইস্টিক কতৃক অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি। এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে আমি পাখিদের ডাক ধারণ করি, শনাক্ত করি এবং ধারণকৃত সুরগুলো (জিপিএস-এর সহায়তায়) ইমেইল ও বার্তার মাধ্যমে অন্যদের পাঠাই।

>>

এই দৈহিক ও অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে জৈব শ্রবনেন্দ্রীয় সংক্রান্ত গবেষক ও আমার মতো সৌখিন পাখির সুরের শ্রোতার বৈশ্বিক সংযোগকে সাথে যুক্ত করে।

অ্যাপটি ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যা, অভিবাসনের ধরণ, সঙ্গী নির্বাচনের চালচলন সম্পর্কে "বৃহৎ দৃশ্য" পেতে সহজ করেছে। এভাবে স্থির হয়ে ও আপনার চারপাশে শব্দ বিবেচনা করে বলা যায় শ্রবনের সহজ কাজ হলো পেশাগত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বর্তমান ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব রাখা।

জৈব শ্রবণ সংক্রান্ত গবেষণা দলে জৈব শ্রবণ সংক্রান্ত শিক্ষায়তনিক ও পেশাগত গবেষণা দল অনেকগুলো গবেষক নিয়ে গঠিত। যারা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে থাকে এবং তাদের গবেষণা নাগরিক বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক অবদানকে অগ্রাহ্য করে, তারা গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সুবিধার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।তারা বিস্তৃত এলাকায় হাটতে যায় এবং বিভিন্ন জীবসত্তাকে দেখার, শোনার ও স্মৃতিতে ধারন করার সুবিধা উপভোগ করে থাকে। যেসমস্ত জীবসত্তার অস্তিত্ব হুমকির মুখে এবং যাদের উপস্থিতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশেষ করে যে সমস্ত শিশুদের প্রকৃতির সাথে গভীর সম্পৃক্ততায় অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং প্রাপ্ত বয়সে তাদের অবসরের অধিক সময় শারীরিকভাবে কর্মক্ষম হয়ে কাটায়। এভাবে নাগরিক বিজ্ঞান অআসীন জীবন ধারণে অবদান রাখে।

ভাল স্বাস্থ্য ছাড়াও পরিবেশ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন বোধ জাগ্রত করতে অবদান রাখায় কিছু গবেষক নাগরিক বিজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। অন্য গবেষক যুক্তি দেখান যে যেহেতু সচেতনতা নাগরিক বিজ্ঞানের একটি আদর্শ প্রতিফলন এটি পরিমাপ করা আপাতবিরোধী ভাবে প্রতিকূল। যাইহোক বিভিন্ন গবেষণার প্রমান করেছে যে জৈব শ্রবনেন্দ্রীয় সংক্রান্ত গবেষণার মতে শব্দ ভিত্তিক গবেষণা বিশ্লেষণ পদ্ধতি স্থানের অর্থপূর্ণ সচেতনতার সাথে জড়িত। এইভাবে জৈব শ্রবনেন্দ্রীয় সংক্রান্ত গবেষণায় নাগরিক বিজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত করন। বৈশ্বিক ও স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভূক্ত করার মতো একটি কার্যকর ও ব্যয় সক্ষম এমন পদ্ধতি যা জায়গায় সচেতনতা গড়তে অবদান রাখে।

আমরা কি হাটার সময় জীব বৈচিত্রের ক্ষতি কমাতে অবদান রাখছি। আমাদের স্মার্টফোন কি ধারন করতে পারে ও সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে সেটা সম্পর্কে কি আমরা সচেতন অথবা প্রকৃতির জীবসত্তার সাথে নড়বড়ে সম্পর্কের মধ্যে আমরা কি এ রকম দায়িত্ব গ্রহন করতে অনিচ্ছুক। অনেকগুলো নতুন সম্ভাবনার মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ব্যবহার করা অন্যতম একটি কারণ। এটি জীবনী, ইতিহাস, সামাজিক কাঠামো ও প্রযুক্তির পতিচ্ছেদের পরিবর্তনে ভুমিকা রাখে এমন সুযোগ খোজার জন্য।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মিকি ভ্যালি <mjvallee@gmail.com>

> কানাডায় অভিন্ন বৃত্তি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

এলিসি মাইওলিনো, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

বিগত পাঁচ বছরের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল কানাডার রাজনীতিতে অভেদ রাজনীতি এবং নতুন প্রার্থী বিবেচনার জন্য উপযুক্ত সময়। এই সময়ে কানাডার তিন জন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ দেশের তিনটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দপ্তর পরিচালনা করতো যারা নির্বাচনী শর্তে যোগ দেয় যেটার জন্য তাদের সার্বজনীন পরিচয় তৈরিতে জটিল আলোচনার দরকার ছিল। যখন বহুমুখী প্রদর্শিত গতিশক্তি সমাজবিদ্যাগতভাবে পরিচিত তখন কর্মক্ষমতার পরিচয়ের স্কেল এবং সুযোগ সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য নতুন জ্ঞান উদ্ভাবনের সাক্ষ্য বহন করে কানাডার এবং বিশ্বের অন্যান্য জায়গায়ও।

জাস্টিন ট্রুডও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথটিকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়। কানাডার লিবারাল পার্টির নেতা হওয়ার কয়েকমাস আগে জাস্টিন ট্রুডো একজন রক্ষণশীল সিনেটের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিলো। সংবাদপত্রের ২২২ টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আলোচনা বিশ্লেষণ করে আমার গবেষণা দাবি করে যে জাস্টিন ট্রুডো নরম রকমের পুরুষ থেকে উপযুক্ত মাপের মানুষে পরিণত হয় যেটা তাকে নেতৃত্বে কাঙ্ক্ষিত উপযোগিতা প্রদান করে। ট্রুডোর ঘটনাটি একটি সংশোধনীমূলক লিঙ্গ কৌশল উদ্ভাবন করে এবং ব্যাখ্যা করে কিভাবে রাজনৈতিক নেতারা তাদের সার্বজনীন ব্যক্তিত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ট্রুডোর মনের জোর ও সাহসিকতা দেখার এক বছর পরে, ক্যাথলিন অয়াইনি অন্তারিয়ান্সদের জিজ্ঞেস করেছিলো যে, তারা সমকামী প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রস্তুত কিনা। তিনি ইতিহাস গড়লেন যখন তিনি প্রকাশ্যে অন্তারিয়র প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন। সরকারী কর্মকর্তাদের এবং নারীবাদী ও এলজিবিটিকিউ সংগঠনের সামাজিক আন্দোলনের আয়োজকদের দেয়া সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে, আমার গবেষণায় দেখা যায় যে এমনকি রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দের ক্ষেত্রেও একজন রাজনীতিবিদের পরিচয় এবং বক্তৃতার কাজ তৃণমূলদের কাছে অনুমোদনের নিশ্চয়তা দেয় না বরং সামাজিক আন্দোলনগুলোও রাজনীতিবিদদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কঠোর নীতি বাস্তবায়নের ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমি একটা শব্দকোষ প্রদান করি এবং ভিন্নমত পোষণ করি যে সামাজিক আন্দোলনের রাজনীতিবিদদের ঐক্য এবং কথা প্রচারের অনুগত্য তাদের বব্যক্তিত্বের পরিচয়, বক্তৃতা প্রদানের ধরন এবং কাজের উপর নির্ভরশীল।

একই সময়ে ঐ প্রধানমন্ত্রী অয়াইনি তার নিজের অদৃশ্য বাঁধাগুলো অতিক্রম করছিলো, অলিভিয়া চৌ একজন দক্ষ প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ যিনি কিছু একটা আশ্চর্যজনক এবং দৃশ্যমান পতনের সম্ভাবনা খুঁজে পেলেন একজন সংখ্যা লঘিষ্ট নারী হিসেবে একটা বড় শহরকে পরিচালনা করার জন্য। টরেন্টোর মেয়র পদের জন্য কেন্দ্রীয় রাজনীতির পদ ছাড়ার পরে চৌ আগের মেয়র রব ফর্ডোস রক্ষণশীল কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাঁধার যেমন ভয়ানক স্বজাতিকতা এবং পুরুষ প্রাধান্যতার সম্মুখীন হয় তার প্রচারণা চালানোর সময়। ২০ টি মেয়রের বিতর্কের অংশগ্রহণমূলক পরীক্ষণের উপর ভিত্তি করে আমার গবেষণা প্রচারণা চালানোর উপর ব্যক্তি পরিচয়কে চ্যালেঞ্জ করে সবার দৃষ্টিগোচর করে ভিন্নমত পোষণ করে যে চৌ একজন সংখ্যা লঘিষ্ট প্রার্থী হিসেবে তার নিজের পরিচয় সম্পর্কে মধ্যস্থতা এবং সংহত করা দরকার ছিল এমন ভাবে একটি উপায়ে যা কিনা তার শ্বেতাঙ্গ পুরুষ প্রতিযোগীর থেকে ভিন্ন হত।

বিভিন্ন প্রার্থীর আগমন এবং একটা ভিন্ন পরিচয়ের জন্য বর্ধমান রাজনৈতিক এবং প্রকাশ্য জ্ঞান পরিচয়ের কর্মক্ষমতার আধিক্য বাড়িয়েছে যেটা শাসনকার্যের এবং নির্বাচনী ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আমার গবেষণা ঐ উচ্চ দপ্তর খোঁজার জন্য বাঁধাগুলো ব্যাখ্যা করার আশা করে তথাপি প্রধান কর্তাদের পরিকল্পনার প্রতিচিত্রের সূচনার যোগান দিতে পারে যাতে করে বাঁধাবিপত্তিগুলো সুযোগে পরিণত হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
এলিসি মাইওলিনো <elise.maiolino@mail.utoronto.ca>

> অভিবাসীরা কি কানাডার অতি আস্থাভাজন সংস্কৃতিতে আস্থা অর্জন করতে পারে?

কারি উ, ব্রিটিশ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

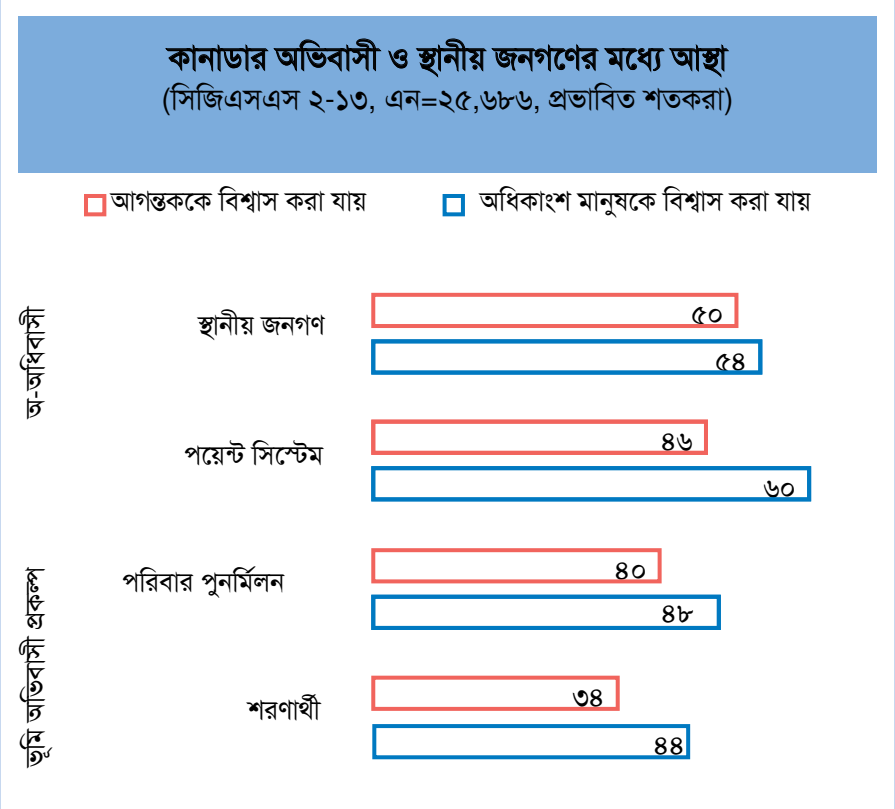

চিত্র ১।

আস্থা একজন মানুষের অপরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি লালনের প্রতিফলন ঘটায়। প্রত্যেকের একে অপরের প্রতি আস্থাভাজন থাকা কেবল প্রত্যেকের ভালোর জন্যই দরকার নয়। বরং সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রের জন্যেও এর গুরুত্ব রয়েছে। আস্থা প্রধানত অভিবাসীদের এবং সামাজিক একাত্মতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বড় পরিসরের একটি দেশের বাইরে জন্মানো জনসংখ্যা ধরে রাখার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ।

কানাডা হল তুলনামূলকভাবে অতি আস্থাভাজন সংস্কৃতির দেশ। কানাডার পরিসংখ্যানের ২০০৩, ২০০৮ ও ২০১৩ সালের জেনারেল সোশ্যাল সার্ভে (জিএসএস) ধারাবাহিকভাবে দেখায় যে, অর্ধেকের বেশি কানাডীয় বিশ্বাস করে যে, "অধিকাংশ লোকজনকে বিশ্বাস করা যায়"। এই একই প্রশ্ন বৈশ্বিকভাবে করলে শতকরা ৩৭ ভাগের অপরের প্রতি এরকম আস্থা রয়েছে বলে জানা যায় (ওয়ার্ল্ড ভ্যালুস সার্ভে ২০১০-২০১৪)।

কানাডা অভিবাসীদের দেশ। বাইরে জন্ম নেওয়া পাঁচ ভাগের একভাগ জনসংখ্যা অথবা বলতে গেলে শতকরা ২১ ভাগ কানাডার জনসংখ্যা বিভিন্ন দেশের হিসেবে এখানে বাস করে। কানাডার পয়েন্টস সিস্টেমে ক্ষেত্রে আস্থাভাজন অভিবাসীদের নির্বাচন করতে সহযোগিতা করে। অনেকে যারা শরণার্থী কিংবা পরিবারের সঙ্গে একত্রিত হতে আসেন, তাদের সেখানকার স্থানীয়দের চেয়ে আস্থার পরিমাণ কম থাকে দেখা যায় (দেখুন চিত্র- ১)।

যে সকল অভিবাসীদের স্বল্প আস্থা রয়েছে, তারা কি কানাডায় বসবাস করতে করতে পারস্পরিক আস্থাভাজন হয়ে ওঠে, যেখানে সেখানকার লোকজন তুলনামূলকভাবে অধিক আস্থা রাখছে? আস্থা তৈরির প্রশ্নে তাত্ত্বিকভাবে দুইটি মতামত রয়েছে। একটি হল সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অপরটি পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিকরা মনে

>>

চিত্র ২ক ও ২খ: শিশু/কিশোর অভিবাসী এবং বয়স্ক অভিবাসীর মধ্যে আস্থার বৈসাদৃশ্য অনুমান (ওডস রেশিও)
(জিএসএস ২০১৪; প্রভাবিত তথ্য, বুটস্ট্র্যাপ পরিসংখ্যান)

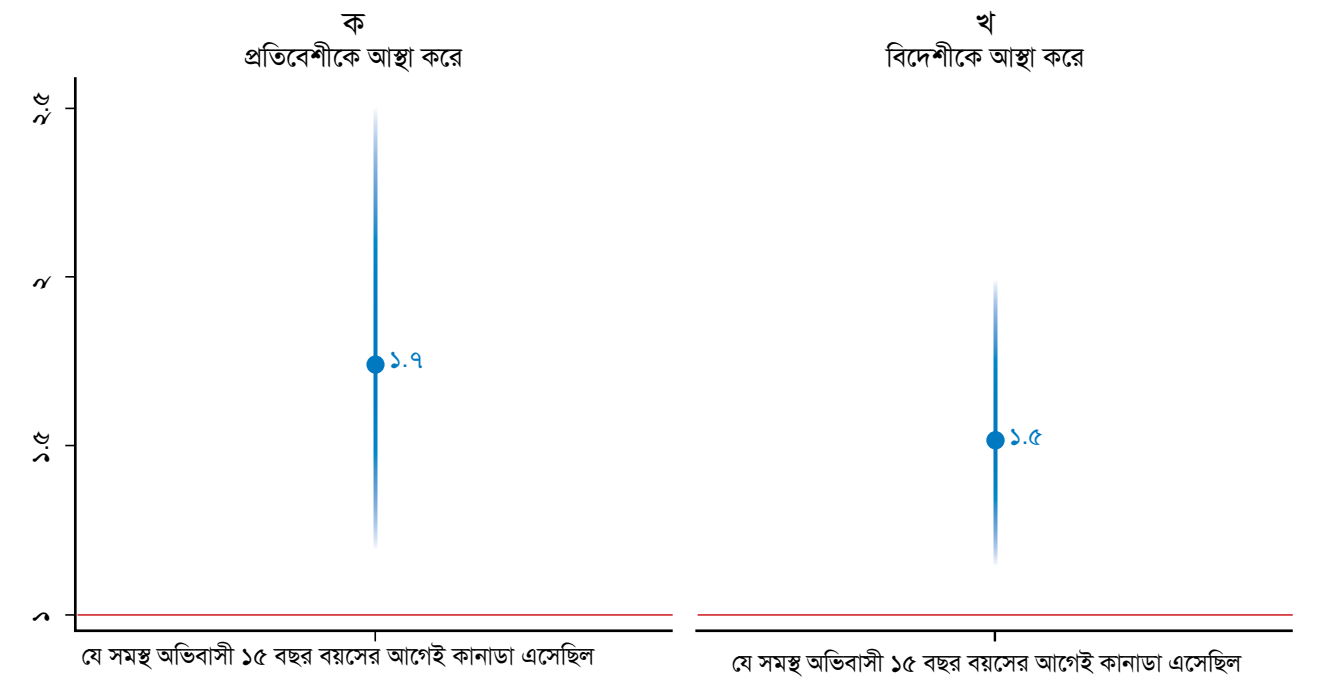

চিত্র ২ক, ২খ।

করেন যে, মানুষ জীবনের প্রারম্ভকালে প্রাথমিক সামাজিকায়নের শুরু থেকে আস্থা সম্পর্কিত ধারণা অর্জন করে। এটা পরিণত বয়সে কিংবা বাকি জীবনে খুব কমই পরিবর্তিত হয়। আর পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ আস্থার সিদ্ধান্তে আসে বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ফলে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় আস্থা পরিবর্তিত হয়। এই মতভেদের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে- কখন মানুষ আস্থা সম্পর্কে বোধ অর্জন করে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই আস্থা পরিবর্তিত হয় কিনা।

এ অনুযায়ী কানাডার অতি আস্থাভাজনতার সংস্কৃতি অভিবাসীদের ওপর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য করা জরুরী। তা হল- যে সকল অভিবাসী পরিণত অবস্থায় সেখানে বাস করতে শুরু করে আর যারা শিশু কিংবা কিশোর হিসেবে প্রাথমিক সামাজিকায়নের প্রক্রিয়ায় সেখানে বাস করতে শুরু করে। আস্থা যদি একটি সাংস্কৃতিক বিষয় হয়, আমরা ধারণা করতে পারি যে, যারা অল্প বয়সে এখানে এসেছে এবং এখানে কানাডার অতি আস্থাভাজন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে, তারা অধিক আস্থাভাজন হয়। এক্ষেত্রে যারা একটু অধিক বয়সে এসেছে এবং ইতোমধ্যেই বাইরে তাদের প্রাথমিক সামাজিকায়ন সমাপ্ত করে এসেছে, তাদের আস্থা কম থাকে। তারা তাদের নিজ দেশের আস্থাগত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে দেখা যায়। আর যদি আস্থা পরীক্ষণমূলক হয়, তবে অভিবাসীরা কানাডীয় অভিজ্ঞতায় একইভাবে কাজ করে বলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে যে বয়সেই তারা কানাডায় স্থায়ীভাবে থাকতে আসুক না কেন। তবে এখানে তেমন কোন আস্থাগত পার্থক্যের ব্যাপার থাকে না।

কানাডীয় পরিসংখ্যানের ২০১৪ সালের জিএসএস বিশ্লেষণ করে আমি পাই যে, অভিবাসীদের যারা ১৫ বছরের নিচে কানাডায় এসেছে, তাদের শতকরা ৭০ ভাগের তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি আস্থা রাখতে সমস্যা হয়। আর অন্যান্য ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরের ওপর ভিত্তি করে দেখা যায়, যারা পনের বছর কিংবা তারপরে এসেছে, তাদের শতকরা ৫০ ভাগের অপরিচিতদের ওপর আস্থা রাখতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় (দেখুন চিত্র ২ক ও ২খ)।

সামগ্রিকভাবে, এই ব্যবধানটি কানাডার অতি আস্থাভাজন সংস্কৃতির একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তবে এই প্রভাবটি শিশু ও কিশোর অভিবাসী, যারা কানাডায় তাদের প্রাথমিক সামাজিকায়ন পর্ব শেষ করে এসেছে, তাদের ক্ষেত্রে কম। পুরো বিষয়টি আস্থার সাংস্কৃতিক তত্ত্বকে জোরালোভাবে সমর্থন করে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
কারি উ <carywooruc@gmail.com>

> আন্তবিভাজন, স্বদেশীয়তা, লিঙ্গ, এবং সহিংসতা

ম্যাগি ওয়াল্টার, প্রো-ভাইস চান্সেলর, আদিবাসী গবেষণা ও নেতৃত্ব, তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, **জোসেলিন বাল্ট্রা-উলোয়া**, তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, **জ্যাকব প্রেন**, প্রো-ভাইস চান্সেলরের দপ্তর, আদিবাসী গবেষণা ও নেতৃত্ব, তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া

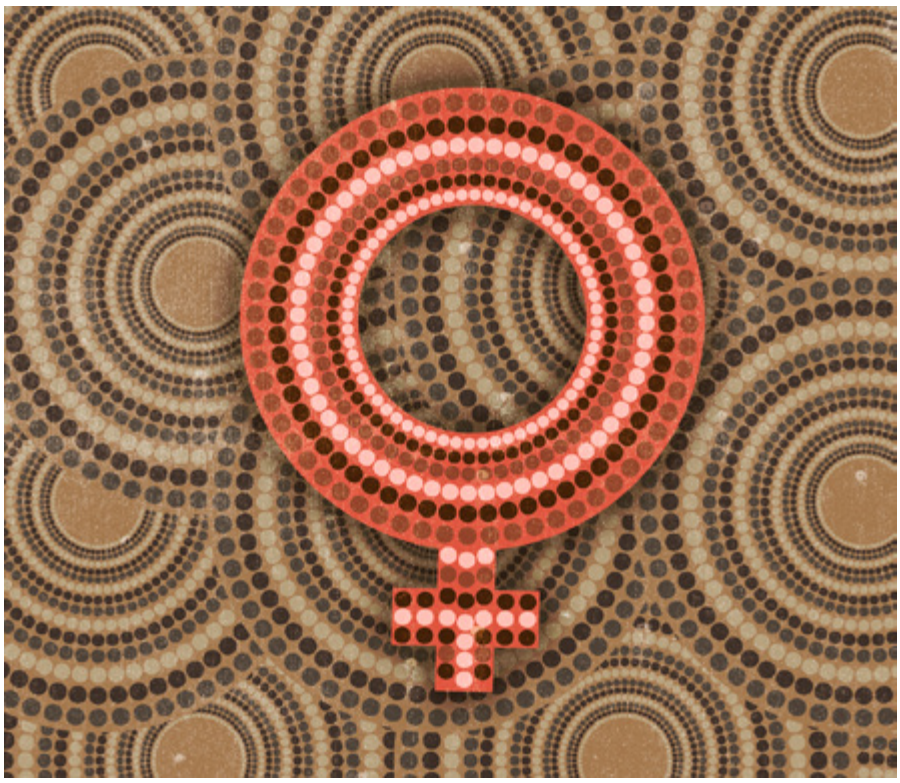

চিত্রাঙ্কনে আরবু।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং টরেস প্রণালী দ্বীপে বসবাসকারী নারীদের সাথে সম্পর্কিত লৈঙ্গিক সহিংসতার পরিসংখ্যান পড়তে ভয়ানক মনে হয়। জাতীয়ভাবে অন-আদিবাসীদের চেয়ে আদিবাসী নারী ও মেয়েদেরকে পারিবারিক সহিংসতামূলক নির্যাতনের কারণে ৩১ গুণ বেশি বার হাসপাতালে যেতে হয় এবং আদিবাসী নারীদের অর্ধেকের বেশি হত্যার ঘটনা পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রেই ঘটে। এই সহিংস যাপিত বাস্তবতার তীব্রতা গবেষণা গুলোতে নিশ্চিত হয়েছে যা খুঁজে পেয়েছে যে, গত ১২ মাসে আদিবাসী নারীদের প্রতিবেদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শারীরিক ও যৌন সহিংসতার সাক্ষ্য দেয়। রাষ্ট্রীয় ও এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যানে এই ভয়াভহ জাতীয় ঘটনার প্রতিফলন ঘটে। পারিবারিক সহিংসতার কারণে ভিক্টরিয়ায় বসবাসরত ৯৫% পর্যন্ত আদিবাসী শিশুকে পারিবারিক তদারকির বাইরে রাখা হয়েছিল। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী নারীরা অন-আদিবাসী নারীদের চেয়ে পারিবারিক খুনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা ১৭ গুনেরও বেশি। এটা আমাদের যুক্তি যে, এই সহিংসতায় আদিবাসিত্ব এবং লিঙ্গের অন্তর্চ্ছেদ নিরপেক্ষ, অনৈতিহাসিক, রাজনৈতিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে অপ্রতিষ্ঠিত নয়, জাতিগতভাবে আলাদাও নয়।

লৈঙ্গিক সহিংসতা পরিসংখ্যান দিয়ে তাদের অতি-প্রতিনিধিত্বকরণ অন্য এ্যাংলো-উপনিবেশকৃত জাতিরাষ্ট্রের আদিবাসী নারীদের কাছে জানা। নিউজিল্যান্ডের আওতেরোয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় আদিবাসী নারীরা অন-আদিবাসী নারীদের চেয়ে অধিক লৈঙ্গিক সহিংসতার শিকার। এই সহ-অবস্থান নির্দেশ করে যে, প্রধান ব্যাখ্যা আদিম এবং টরেস প্রণালী দ্বীপবাসী, মাওরি, স্থায়ী আমেরিকান, প্রথম প্রজন্মের মানুষের সাথে জড়িত নয়। ব্রিটিশরা চারটি আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চলের চারটি আলাদা গোষ্ঠির ওপর উপনিবেশ স্থাপন করে ঠিক তেমন দুর্ভাগা ছিলনা, যারা সবাই অন্যান্য মানুষদের চেয়ে নারীদের প্রতি প্রাকৃতিক ভাবেই অধিক সহিংস ছিল। শুধু আদিবাসী মানুষদের হাতেই আদিবাসী নারী এবং টরেস প্রণালীর দ্বীপে নারীরা লৈঙ্গিক সহিংসতার ঝুঁকিতে ছিল না; অধিক হারে বহিরাংশ, অপরাধীর একটি শক্তিশালী অংশ হল অন-আদিবাসী। বরং, পরিসংখ্যানগত অতি-প্রতিনিধিত্বকরণ হল লৈঙ্গিক ও জাতিগত শ্রেণীকরণের মধ্যে আদিবাসী নারীদের সহ-অবস্থানের একটি সমাজ-সাংস্কৃতিক সৃষ্টি। এ্যংলো গোষ্ঠী উপনিবেশের মধ্যে দিয়ে নির্ধারিত ও সীমাকৃত ক্ষমতার গোষ্ঠীগত সম্পর্ক প্রতিদিনের আদিবাসী নারীদের জন্য

>>

"আদিবাসী মহিলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ গত বার মাসে তাদের দৈহিক ও লৈঙ্গিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছেন"

একটি দ্বৈত সহিংসতা সৃষ্টি করতে ক্ষমতার লিঙ্গীয় সম্পর্কের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়।

আদিবাসী এবং টরেস প্রণালী দ্বীপের নারীরা সবসময় ঔপনিবেশিক সহিংসতার সম্পূর্ণ থেকে আসতেছে। ক্ষমতা হটানের সীমান্ত যুদ্ধের সময় হত্যাকান্ডের শিকারদের অন্যতম ছিল নারীরা। অন্যান্য নারীরা যেমন তাসমানিয়ার জাতিরা আক্রমণকারী শক্তির বিরোদ্ধে প্রতিবাদ প্রচেষ্টায় নেতৃত্বে দিয়েছে। যখন ঔপনিবেশিক ক্ষমতা হটানো বেড়ে গিয়েছিল, নারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে যৌন এবং শারীরিক সহিংসতার জন্য উন্মীলিত হয়ে গেল। গভীর প্রণালীর ফার্নে দ্বীপপুঞ্জে উদাহরণস্বরূপ, পদ্ধতিগতভাবে ১৮০০ সালের দিকে নারীরা ইউরোপীয় শিকারীদের হাতে অপহৃত হত এবং তাদেরকে উপপত্নী ও কর্মী হিসেবে রাখা হত; উপকূলীয় জেলাগুলোর আদিম গোষ্ঠীতে সন্তান জন্মদান সময়ে দ্রুত নারীদেরকে নগ্ন করা হত।

একবার অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ঔপনিবেশিকভাবে দখলে আসছিল, লৈঙ্গিক সহিংসতা- যৌন ও শারীরিক সহিংসতা শেষ হয়নি। এর রূপের পরিবর্তন হয়েছে। ২০ শতকের অধিকাংশ সময়ে আদিবাসী নারীদের সাদা চামড়ার ছেলেমেয়েদেরকে, প্রায়ই যারা নিজেরাই যৌন সহিংসতার শিকার, জোর করে কঠিন রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হত। "হারানো প্রজন্ম" নামে পরিচিত আদিবাসী সন্তানদের অপসারণ অনুমোদনকারী সরকারি নীতি আদিবাসী মানুষ এবং শ্বেত-সমাজকে অঙ্গীভূত করার প্রচেষ্টা করেছিল। ছেলেমেয়েদের জন্য তাদের সংস্কৃতি চর্চা, পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা অথবা নিজস্ব ভাষায় কথা বলা- ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। এটা আনুমানিক যে ১৯১০ ও ১৯৭০-এর মাঝে ১০ জন আদিবাসী ছেলেমেয়ের যথাসম্ভব ১ জনকে অপসারণ করা হত। এই নীতির প্রভাব বর্তমান পর্যন্ত তরঙ্গায়িত হয়। অন্যান্য আদিবাসী পরিবারের চেয়ে পরিবারের সদস্য অপসারণ সংক্রান্ত ইতিহাস সম্বলিত পরিবারে তাদের নিজেদের সন্তানদের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে রাখার প্রবণতা বেশি। এবং সমগ্র জাতি জুড়ে উপনিবেশিক সহিংসতার চলমান ধারাবাহিকতা হল আন্তঃপ্রাজন্মিক দারিদ্র্য এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রান্তিকীকরণ। পরিণতি স্বরূপ পারিবারিক কর্মহীনতা আদিবাসী এবং টরেস প্রণালী দ্বীপের নারীদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকির আন্তবিভক্ত জায়গার মধ্য দিয়ে নিঃশেষ করে।

সুতরাং কিভাবে অস্ট্রেলীয় সমাজ এর সমেত অস্ট্রেলীয় সমাজবিজ্ঞান আদিবাসী এবং টরেস প্রণালী দ্বীপের নারীদের ওপর লৈঙ্গিক সহিংসতার ধরনকে ব্যাখ্যা করে? দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপক উদাসীনতা। ঠিক যেভাবে অস্ট্রেলীয় সমাজ তার উপনিবেশ তথা ব্যাপকভাবে এ্যাংলো ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে, অস্ট্রেলীয় সমাজবিজ্ঞানও তাই করে। আদিবাসী নারীদের ওপর লৈঙ্গিক সহিংসতার সমাধান করার মত অস্ট্রেলীয় সমাজতাত্ত্বিক লেখার কেউ নেই; আসলে আদিবাসী সমাজবিজ্ঞান আদৌ নেই বললেই চলে। মনে হয় উপনিবেশবাদের সুবিধাভোগী এবং আরোপিত গোষ্ঠী ও লিঙ্গ ক্ষমতা সম্পর্কের সুবিধাভোগীদের ব্যাপারে তাদের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য প্রণোদক খুবই কম। অস্ট্রেলিয়ার উৎপত্তির অস্বস্তিকর ধারাবাহিকতার মধ্যে আদিবাসী এবং টরেস প্রণালী দ্বীপের মানুষজন একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে যারা তাদের ভূমি হারিয়েছে যা এখন জাতিরাষ্ট্র দখল করেছে এবং যা থেকে সে সম্পদ আর পরিচয় গ্রহণ করে। সাংগঠনিক পর্যায়ে একটি মর্যাদা হানিকর ভিন্ন ধারণা অথবা আদিবাসী নারীদের প্রতি সহিংসতা করার সাড়ায় লিঙ্গের ক্ষমতা সম্পর্কের সাথে এই সর্বোচ্চ বিদ্বেষ মিথস্ক্রিয়া করে। সাধারণত অপ্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য আদিবাসী সমস্যার সাথেও এই ঘটনাটি সমাজতাত্ত্বিকভাবে ব্যাপকভাবে অনুভাবিত থেকে যায়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ম্যাগি ওয়াল্টার
<Margaret.Walter@utas.edu.au>
জোসেলিন বাল্ট্রা-উলোয়া
<Joselynn.BaltraUlloa@utas.edu.au>
জ্যাকব প্রেন
<jacob.prehn@utas.edu.au>

> দক্ষিণ আফ্রিকায় যৌন সহিংসতা ও "সংশোধনমূলক ধর্ষণ"

ক্যামিলা নাইদু, জোহানেসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আইএসএ-এর সমাজে নারী (আরসি ৩২), জীবনী ও সমাজ (আরসি ৩৮) ও চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৪৬) শীর্ষক গবেষণা পরিষদের সদস্য

চিত্রাঙ্কনে আরবু।

> কুযোওয়াই-এর গল্প স্মরণে

২০০৫ সালে, একজন সমকামী নারী, ফেজাইল সুখেলা কুযোওয়াইও (যিনি সুপরিচিত ছিলেন "খেযী" তার ছদ্ম নামে), জ্যাকব যুমাকে ধর্ষণের জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। যিনি পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের পরবর্তী তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। ২০০৬ সালে ধর্ষণের বিচারের ফলে জুমার রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল না হয়ে বরং জুলু প্রথার প্রয়োজনীয় সংস্করণকে জনপ্রিয় করার জন্য চিরাচরিত পুরুষ শাসিত একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল। তিনি সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে, খেযীর পোশাক পরিচ্ছদে যৌনতার কামনা ছিল। খেযী তার অভিযোগ লঙ্ঘনের অভিযুক্ত মানুষের অভিযোগ চার্জ এবং আনয়ন করার প্রচেষ্টা তার যৌন ইতিহাস, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনধারা, এবং নির্যাতনের আগের অভিজ্ঞতা আদালতের থিয়েটার এবং তীব্র জনসাধারণ এবং মিডিয়া তদন্ত ফোকাস হয়ে উঠছে তার নিন্দা আদালতের বাইরে, জুমা সমর্থকরা সমকামী বিরোধী, নারীবাদী ও নারীবাদী মনোভাব প্রকাশ করে, প্রায়ই খেযী সমর্থকদের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু করে, যারা এক-ই-নাইন নামে একটি মহিলা দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঋণ সহায়তার পাশাপাশি এই গ্রুপটি তুলে ধরেছে যে তাদের দক্ষিণ আফ্রিকার ৯ জন নারীর মধ্যে তাদের জীবদ্দশায় ধর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকের জন্য আদালতের মামলার ফলাফলটি হতাশাজনক ছিলঃ জুমা নির্দোষ এবং খেযী দেশ থেকে পালিয়ে যেতে এবং মৃত্যুর হুমকি হ্রাস পাওয়ার পর নির্বাসনে যেতে হয়। ছদ্মবেশে ও একান্তে বসবাসের বছর পর তিনি ২০১৬ সালে মারা যান।

কুযোওয়াই-এর বিবরণ সমস্যাযুক্ত বাস্তবতা যে একটি সংখ্যা প্রকাশ করে.. সমকামীদের ধর্ষণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনকারী মানুষ ভীতির বক্তৃতা; এবং একটি প্রবীণতম সংবিধান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার ও লিঙ্গ সমতা বজায় রাখার জন্য বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি মাতামাতি, বিশৃঙ্খল সংস্কৃতির চিরস্থায়ীকরণ। নারীর প্রতি ধর্ষণ এবং সহিংসতার সমস্ত পাঠে, আন্তঃসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বিভিন্ন পরিচয়ের প্রভাব এবং বিশেষ প্রসঙ্গে নারীদের একাধিক অসুবিধা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়- দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে, জাতি, জাতিগত, যৌনতা, বয়স, শরীর, শ্রেণীতে এবং রাজনৈতিক অবস্থান। এই প্রতিফলন এইভাবে আইএসএ প্রেসিডেন্ট মার্গারেট

>>

অব্রাহামের প্রেক্ষাপটে ভাগ করা হয়েছে যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অন্তর্দ্বন্দ্বী সহিংসতার উপর একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ব্যবহৃত।

> সহিংস আগ্রাসন

হিংসাত্মক মৃত দক্ষিণ আফ্রিকায়, অপরাধীদের গ্রেফতার ঘন ঘন নয় এবং দোষী সাব্যস্ত হার সাধারণত খুব কম। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ সার্ভিসের ২০১৬-এর অপরাধ পরিসংখ্যান জানায় যে ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সাউথ আফ্রিকার পুলিশ স্টেশনে ৪৩ হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

যদিও খুব উচ্চ কিছু বিশ্লেষকরা বলে যে ১৩ জন দক্ষিণ আফ্রিকান নারীর মধ্যে মাত্র একজন অ-অংশীদার দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে এবং ২৫ জনকে একটি পার্টনার দ্বারা ধর্ষণ করেছে, এই মামলার রিপোর্ট করুন। বিচারক ও জুমার আইনজীবীদের হাতে কুযোওয়াই-এর রুক্ষ চিকিৎসা নিরীহ ধর্ষণের শিকারদের জন্য, বার্তাটি স্পষ্টঃ একটি অত্যাচারী গ্রহণ মানে আপনি অপরাধী বিচার করা হবে এবং আপনার ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য ইতিহাসের সব দিক হবে পরীক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদের।

এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক মাতৃমৃত্যু সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যে প্রতিবেদনহীন প্রচারে অংশগ্রহণকারী এবং এটি প্রচার মাধ্যম এবং সামাজিক বক্তৃতাগুলিতে ধর্ষণের স্বাভাবিককরণের দ্বারা সমর্থিত। এটা কোনও বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, বেশ কয়েকজন পুরুষ জরিপের মধ্যে স্বীকার করেছেন যে তারা ধর্ষণের ঘটনাগুলিতে কিছুটা জড়িত ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকান তত্ত্বগুলো মারাত্মক রোগের সংকটকে প্রতিফলিত করে সহিংস মৎস্যগোষ্ঠীর প্রাধান্য ব্যাখ্যা করে। তবে প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর পুরুষের উপর অপরাধীদের মত মনোযোগ প্রদান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং সেইসাথে লিঙ্গীয় সমতা রক্ষার মাধ্যমে ঐতিহ্যগত পুরাতন আদর্শ এবং নিয়মগুলি বিঘ্নিত হয়েছে যা পুরুষদের মর্যাদায় নিবিষ্ট এবং তাদের (তাদের জন্য) একটি লিঙ্গ পরিচয় সংকটকে উজ্জ্বল করেছে। জনসাধারণ এবং আর্থ-সামাজিক প্রান্তিককরণে সংঘটিত গোষ্ঠী গঠনে, নিষ্ঠুর আচরণের বিচ্যুতির ঘটনা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নিঃশর্ত পুরুষ যারা স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তাদের ধারাবাহিক সহিংসতার পুনরুজ্জীবনে অবদান রেখেছে। এই পটভূমির বিরুদ্ধে, নারীর দেহের যন্ত্রগুলি যন্ত্রের মত বলে মনে করা হয় যার মাধ্যমে মৃত্তিকা শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করা যায়। এই যুক্তি বর্তমান যুগে নবীনতা প্রমাণিত হয়েছে হিসাবে সমকামিতা এবং লেসবিয়ানদের সমকামী সহিংসতা মোকাবেলার সংগ্রাম। বিশেষত "সংশোধনমূলক ধর্ষণ" দক্ষিণ আফ্রিকায় সৃষ্ট একটি অদ্ভুত ধারণা লেসবিয়ানদের ধর্ষণ বোঝায়, যা কুখ্যাতি অর্জন করেছে।

> "সংশোধনমূলক" ধর্ষণ

২০০০ সাল থেকে প্রায় ৪০ জন সমকামী নারীর হত্যার ঘটনা ঘটে এবং প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ জন সমকামী ধর্ষণের শিকার হয়, যারা এই নারীর যৌন নিপীড়নকে "সংশোধন" করে দেখায়। গুণগত সমীক্ষায় অপরাধীদের দাবী করা হয়েছে যে ধর্ষণগুলি "নিরাময়" লেসবিয়ানদের (তাদের সমকামীতা) এবং তাদের যৌনসম্পর্ক করা হবে।

উপরন্তু গবেষণায় কিছু পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে ধর্ষণ পুরুষের আত্মরক্ষামূলক কর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা "পুরুষের মতো হতে চেষ্টা করে" যারা পুরুষকে আক্রমণ করে এবং পুরুষের কর্মগুলি ন্যায্য হয় কারণ তারা তাদের "সত্যতা" রক্ষা করছে। গত দুই দশকে সমকামীদের ধর্ষণের প্রতিবন্ধকতা অতীতের দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের আত্মার সাথে সমন্বয় সাধন করেছে যেখানে নারীর মুক্তির দাবি অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী সংবিধান যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে বর্ণবিদ্বেষকে নিষিদ্ধ করার জন্য বিশ্বের প্রথম পদক্ষেপ। দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল সমকামী বিবাহের অনুমোদনকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ। এইভাবে রাষ্ট্রের শক্তিশালী পুরুষদের সহ কিছু লোকের দ্বারা পরিচালিত এই মতামতগুলি যে "লঙ্ঘনকারী" যৌনতা এবং নারীবাদীতা যা তাদের কর্তৃত্বের হুমকি দেয় এবং সংশোধনের প্রয়োজন হয়, নারীদের বিপর্যয়মূলক মানুষ ভীতি ও নারীর-নারীবাদীদের প্রতিক্রিয়াগুলির অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে আজ।

> উপসংহার

বিপর্যয়, ধর্ষণ এবং অন্যান্য লিঙ্গ ভিত্তিক অপরাধ এবং সহিংসতার ঘটনা একটি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেক্ষাপটে ঘটছে যেখানে লিঙ্গ ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সাম্য রাজ্যের জন কর্মসূচি দৃঢ়ভাবে হয়। আসলে শক্তিশালী লবি গ্রুপগুলি সম্প্রতি ২০১৯ সালে একটি মহিলা রাষ্ট্রপতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

যৌন সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে আনতে তবে সংগঠিত এবং সংগঠিত করার যৌক্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে; এটি সাহসী কর্মের প্রয়োজনীয়তাও বজায় রাখবে, যেমন চারজন নারীর দ্বারা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যারা ২০১৬ সালে রাষ্ট্রপতি জুমার বক্তব্যকে নীরব প্রতিবাদ ও "স্মরণ খেযী" পড়ার প্ল্যাকার্ড দিয়ে বিঘ্নিত করেছিল। এটি একটি সমালোচনামূলক ও শক্তিশালী নারীবাদী নেতৃত্বের পুনর্নবীকরণ ও পুনর্নবীকরণের প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সুশীল সমাজে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ক্যামিলা নাইদু <kammilan@uj.ac.za>

> পোল্যান্ডে পারিবারিক সহিংসতাকে দৃশ্যমানকরণ

মাগদালিনা গ্রিজাইব, জাগেইলনিওন ইউনিভার্সিটি, পোল্যান্ড

> পাইসেকি মামলা

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষমতাসীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও বিচার প্রতিষ্ঠা দলের একজন স্থানীয় রাজনীতিকের স্ত্রী এর মাধ্যমে ইউটিউবে একটি রেকর্ডিং প্রকাশিত হওয়ার ঘটনায় পোলিশ জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। রেকর্ডিং এ পারিবারিক সহিংসতার একটি ঘটনা দেখিয়েছেন যে বাইগোসজস্কেজ-এর একজন রাজনীতিবিদ রাফাল পিয়াসেকি, যিনি বিবাহিত জীবন জুড়েই তার স্ত্রী ক্যারোলিনার উপর নির্যাতন করেছেন।

রাফাল এবং ক্যারোলিনা কৈশোর বয়সে গির্জাতে মিলিত হয় তারা উভয়ই ক্যাথলিকদের অনুগত ছিল। ছবিতে তাদের একটি সুন্দর পোলিশ পরিবার মনে হয়। তরুণ এবং সুখী দম্পতি যাদের দুটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান রয়েছে। ২০১৩ সালে প্রথম ক্যারোলিনা পাইসেকা তার স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক নির্যাতন করে বলে থানায় রিপোর্ট করেন তবে পুলিশ কর্মকর্তাগণের কোন পরোয়া করেন নি এবং পরবর্তীতে রাফাল ক্যারোলিনাকে অভিযোগ প্রত্যাহার করতে সম্মত করেন।

কেরোলিনা পাইসেকের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ পেলে দুইটি বিষয়ে মাইলফলক ভূমিকা রেখেছে। প্রথমত, স্বামীর হাতে নির্যাতনে শিকার হওয়ার ও ভুক্তভোগী হওয়ার উপর তার সাক্ষ্য, পোলিশ সমাজে পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে এবং এর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল প্রভাব, তবে সাধারণ অনুভূতিকেও চ্যালেঞ্জ করে যে, পারিবারিক নির্যাতন শুধু শারীরিক সহিংসতার মাঝেই সীমিত থাকে না এবং শুধুমাত্র দরিদ্র বেপরোয়া পরিবারে এবং দুর্গত সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঘটে না। দ্বিতীয়ত, এটি আইন ও বিচার বিভাগের অতি-রক্ষণশীল ডানপন্থী রাজনীতির কপটতা এবং স্পষ্টতই অস্বাস্থ্যকর রাজনীতির প্রকৃত রূপের বিবৃতি দেয়।

> অতীতের দিকে ফিরে দেখাঃ বিগত দশকে নারীর অধিকার

২০১৫ সালে আইন ও বিচার বিভাগ দলের ক্ষমতায় আসার পর নারীর অধিকার এবং জেন্ডার সমতার বিষয়গুলির একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ্য প্রতিবাদ হয়েছে (জিডি ৭.১-এ জুলিয়া কুসিবার নিবন্ধটি দেখুন)। এমনকি ক্ষমতায় আসার আগেই এই দল নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতা নিরোধ ও প্রতিরোধের উপর অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় কনভেনশন কাউন্সিলের সনদ স্বাক্ষর করার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে বিরোধীতা করেছিল; ২০১২ থেকে, তারা পোলিশ ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা "জেন্ডার মতাদর্শ"-এর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে যুক্ত হন। যা পোলিশ পরিবারের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ, ও জাতীয় পরিচয়ে একটি হুমকি বলে মনে করা হয়েছিল।

অন্তর্নিহিত ধারণাটি ছিল ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার কাঠামোগত কারণগুলির উপর বিবৃতি দেয়া হয়েছে যেন, সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা সৃষ্টিকারী জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষতিকর চরিত্রকে নির্মূল করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ধরনের বাধ্যবাধকতা পোলিশ সংস্কৃতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে। পিতা মাতাদের নিজেদের মূল্যবোধ অনুযায়ী শিশুদের গড়ে তোলার অধিকার খর্ব হবে।

আইন ও বিচার পার্টির রাজনীতিবিদ পোল্যান্ডের পারিবারিক সহিংসতার তীব্রতা অস্বীকার করে এবং দাবি করেন যে পোলিশ পুরুষ নারীদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ নারীর মত ব্যবহার করে এবং পোলিশ আইন নারী নির্যাতন থেকে নারীদের রক্ষা করে। তারা বলছেন যে এই ধরনের অপব্যবহার কদাচিৎ ঘটে এবং শুধুমাত্র যখন মানুষ অ্যালকোহলের প্রভাবে নিমজ্জিত থাকে।

২০১৫ সালে সরকার সেইসব এনজিওদের অর্থায়ন কমিয়ে দেয় যারা নির্যাতনের শিকার নারীদের সাহায্য করার জন্য কাজ করে। সরকারের অভিযোগ ছিল যে নারীদের সাহায্যের জন্য তাদের সেবা বৈষম্যমূলক ছিল। এবং ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালে বর্তমান রাষ্ট্রপতি, আন্দ্রেজ দুদা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে ইস্তানবুল কনভেনশনের বিবৃতি কোন পাবলিক প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হবে না।

পোল্যান্ডে একটি শক্তিশালী ক্যাথলিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং রাজনীতির মধ্যে কমিউনিজমের পতনের পর থেকে ক্যাথলিক চার্চের একটি প্রধান আদর্শগত প্রভাব রয়েছে। ১৯৪৫-১৯৮৯ এর কমিউনিস্ট যুগের জেন্ডার সমতা সত্ত্বেও যখন নারীদের শ্রম, শিক্ষা এবং প্রজনন অধিকারের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ঐতিহ্যগত জেন্ডার ভূমিকা বিশেষত পারিবারিক সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে- এবং নারী পুরুষের তুলনায় নিচু অবস্থান পেয়েছে। ক্যাথলিক চার্চ অফ হাইরোর্চ দ্বারা ২০১২ সালে সমকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে "জেন্ডার মতাদর্শ" ধারণাটি মূলত উদ্দেশ্য ছিল যাজকদের পিডিওফিলিয়া স্ক্যান্ডাল থেকে জনসাধারণের মনোযোগকে সরানোর উদ্দেশ্যে এবং ক্যাথলিক চার্চকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে ধরে রাখার দাবিতে।

এটি এমন রাজনৈতিক পরিবেশে ছিল যে ক্যারোলিনা পায়াসেকি তার নিজের গল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে যেতে এবং সমস্যাটি জনসাধারণ কিভাবে অস্বীকার করতে পারে তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেকর্ডিং প্রকাশের পর রাফাল পায়াসেকি তার স্ত্রীকে মারধর করে বলেছিলেন যে তিনি একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে বড় হয়েছেন, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করেন এবং পরিবারে ঐতিহ্যগত জেন্ডার ভিত্তিক ভূমিকাতে বিশ্বাস করেন। এবং সে তার

>>

"মামলাটি কথা বলার বিরুদ্ধে দৃঢ় সামাজিক নিষিদ্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়েছে"

মতামত দেয় না যে তিনি ছিলেন না একটি ভাল স্ত্রী ঐতিহ্যগত ভূমিকা পর্যাপ্তরূপে পালন করেন না বিধায় তার স্ত্রীকে ভাল স্ত্রীর ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে বলেন ।

> পোল্যান্ডে পায়াসেকি মামলার প্রভাব

পায়াসেকি মামলা হল পোল্যান্ডে পারিবারিক সহিংসতার প্রথম হাই প্রোফাইল কেইস। সর্বাধিক আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন পায়াসেকি। আইন ও বিচার বিভাগের বিশিষ্ট রাজনীতিক যিনি তার পরিবারের মূল্যবোধ এবং তার মানুষ ভীতির বিবৃতির সমর্থনের জন্য পরিচিত ছিলেন। এই ক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতনের গুরুতর মাত্রা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি রূপরেখা হিসেবে এই মামলাটি অগ্রগণ্য।

সাধারণভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আদালতের মাধ্যমে সহিংসতার একটি রূপ হিসাবে মানসিক নির্যাতনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যদিও পায়াসেকির আচরণ চরম ছিল। অনেক নারী তাদের নিজস্ব পরিবারে এই আচরণ দেখতে পান যেটি অগত্যা অস্বাভাবিক বা অগ্রহণযোগ্য হিসাবে তারা স্বীকার করে না।

এই মামলাটি গণমাধ্যমে (স্বাধীন গনমাধ্যম এবং সামাজিক গণমাধ্যম) উভয় মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে প্রচারণা পেয়েছে। পারিবারিক সহিংসতার শিকারদের সাহায্যের জন্য জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াগুলির ব্যর্থতা নিয়ে মিডিয়াতে ক্রোধের সঞ্চার হয়, তর্ক ও বিতর্কের ঝড় উঠে। এটা আওয়াজ তোলা নিষিদ্ধ বলে যে শক্তিশালী সামাজিক ট্যাবু প্রচলিত ছিল তা ভেঙ্গে দিয়েছে। ক্যারলিনা পায়াসেকি জনসাধারণের কাছে তার নির্যাতিত হওয়ার কথা উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন যে, যেসব নারীরা পারিবারিক নিরযাতনের শিকার হয়েও বলতে পারছেনা তাদের জন্য তিনি কাজ করবেন বলে তার আকাঙ্ক্ষা আছে। তাদের অপমানজনক সম্পর্ক ত্যাগ করতে উৎসাহিত করবেন এবং তিনি এটিও উন্মোচন করতে চেয়েছেন যে পারিবারিক সহিংসতাগুলি শুধু নিম্নশ্রেনীর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়।

> কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়ঃ পারিবারিক নির্যাতন এবং আইন ও ন্যায়বিচার পার্টি

যদিও পায়াসেকি মামলায় ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে রাজনৈতিক ঝড় উঠছে না। তবুও প্রকৃত রাজনৈতিক প্রভাব এখনো দেখা যায়নি। পায়াসেকিকে আইন ও বিচার বিভাগ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং ২০১৭ সালের মে মাসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তবে দলের রাজনীতিবিদরা সমস্যাটিকে চেপে যান।

আইন ও বিচারের মুখপাত্র, বিতা মজুরেক বলেন যে, পরিবারের বিরুদ্ধে নির্যাতন (ওপরে) সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য। যেমন কোনও সহিংসতা নয়! পার্টির সহকর্মীরা পারিবারিক নির্যাতনকে নিন্দা জানিয়ে বলেছিলেন যে, একটি রাজনৈতিক নাটক রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাফাল পায়াসেকির মামলাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক হলেও আইন ও বিচার বিভাগের একজন রাজনীতিকের প্রথম ও একমাত্র মামলায় তার স্ত্রীকে মারধর করে নির্যাতন করা হয়। ২০১৬ সালে একজন এমপি লুকাস জবনিকোউস্কি তার স্ত্রীকে নির্যাতন করার দায়ে স্ত্রীর মাধ্যমে অভিযুক্ত হন। যদিও মামলাটি এত বেশি জনসাধারণের মনোযোগ পায় নি।

পরবর্তীতে ২০১৭ সালে আরেকজন এমপি ওয়াল্ডেমার বোনাকোস্কি-এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী অপহরণ, হুমকি এবং তথাকথিত "গ্যাসলাইটিং"-এর জন্য অভিযুক্ত করে- তিনি বারবারে বলে যাচ্ছিলেন যে তার স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। যখন একটি অতি-রক্ষণশীল, ঐতিহ্যবাহী এবং চার্চ সমর্থক রাজনৈতিক দল পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রদর্শন করে এবং প্রকৃতপক্ষে একই শ্রেণীর পুরুষদের ক্ষেত্রে সহন করে, যারা তাদের পরিবারকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে। তখন এটি দেশ শাসন করার জন্য নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈধতা দাবী করে। এটি রক্ষণশীল ও ডানপন্থী রাজনীতির অহংকার এবং সত্যিকারের মুখপাত্র প্রকাশ করে যা কেবলমাত্র পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা ও মাতৃভুমির বিশেষাধিকারকে সমর্থন করে।

যদিও ২০০৫ সাল থেকে পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আইন রয়েছে, তবে পারিবারিক মূল্যবোধ সুরক্ষার প্রচলিত আলোচনাতে পারিবারিক সহিংসতা সম্পূর্ণভাবে বৈধ। আইন ও বিচার বিভাগ পারিবারিক সহিংসতা নিজেই বৈধতা দেয় না, তবে আইনী ব্যবস্থা এবং সরকারি বক্তৃতা, ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠন এবং প্রাইভেট জায়গায় নারীদের বন্দী রাখার মাধ্যমে এটি প্রয়োগ করে থাকে ।

বিষয়টির উপর আরো বেশি সামাজিক সচেতনতা দেখা দেয় যে, কার্লোনা পায়াসেকি মামলাটি অপ্রতিদ্বন্দ্বিত অর্জিত হয়েছে, গৃহীত সহিংসতার দিকে ক্ষমতাসীন দলটির দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যান্য খোলাখুলিভাবে নারী-বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে (যেমন প্রজনন অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে), দীর্ঘমেয়াদে দলটিকে হয়তো তার পিতৃতান্ত্রিক এবং সংকীর্ণ মতাদর্শের জন্য আরও বেশি অসম্মান করা হবে।

এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে যে সমাজবিজ্ঞানীদের কি করা প্রয়োজন, তারা পরিবারের কাঠামোতে যেসব ত্রুটিপূর্ণ প্রচলন থাকে সেগুলো জিজ্ঞাসা ও সমালোচনা করে তুলে আনবেন এবং মধ্যে কাঠামোর নিন্দা করে জনতা এবং ব্যক্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পথ নির্দেশ করবেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মাগদালিনা গ্রিজাইব
<magdalenaagrzyb@gmail.com>

> সহিংসতার মাত্রা শুণ্যের দিকে?

সিলভিয়া ওয়ালবাই, ইউনিভার্সিটি অফ জেন্ডার রিসার্চ ইউনেস্কো চেয়ারম্যান, ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটি, ইউকে, বোর্ডের সদস্য ও আইএসএ-এর অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২) শীর্ষক গবেষণা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি (২০০৬-২০১০)

লন্ডনে মিলিয়ন ওমেন রাইজ-এর পথসভা, ২০১৪।

২০৩০ সালের জন্য জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অন্তর্ভুক্ত ১৬.১: "সহিংসতা ও সম্পর্কিত মৃত্যুর হারগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা" এবং ৫.২: "নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা নির্মূল করা"।

এই লক্ষ্যগুলো কি কল্পবিজ্ঞান মনে হয়? পৃথিবী কি বিপরীত দিকে যাচ্ছে? বিশ্বের একটি লক্ষ্য আছে, জাতিসংঘের এসডিজি এর লক্ষ্যগুলি নির্ণয় করা হয় দেশীয়, আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলির দ্বারা চিহ্নিত বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য। সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য জ্ঞানভান্ডার উন্নয়নের কাজ করা প্রয়োজন হয় এবং এই জ্ঞান উৎপাদনে সমাজ-বিজ্ঞান অতাবশ্যকীয়ভাবে জড়িত থাকে।

এই লক্ষ্য আত্মস্ত করার জন্য একটি পরিবর্তনের তত্ত্ব প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এর জন্য সমাজে সহিংসতার তত্ত্ব এবং জেন্ডার ও সমাজ-তত্ত্ব প্রণয়ণ করা জরুরী। এই তত্ত্ব পরীক্ষা এবং পরীক্ষা করার জন্য সহিংসতার দৃঢ় ধারণা এবং পরিমাপ প্রয়োজন।

> সহিংসতা বৃদ্ধি বা হ্রাস কিভাবে ঘটে?

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি কোন পরিবর্তন আনে? অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগনের জন্য কি সহিংসতার ঝুঁকি বেশী হয়। জেন্ডার সমতার মাধ্যমে সহায়তা বৃদ্ধি কি সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীর সক্ষমতা তৈরি করে? কিভাবে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন হয়? অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়তো এটিকে অগ্রসর করতে পারে না, বরং এটি আরো নব্য-উদার বা অধিক সামাজিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কার্যক্রম এবং সহায়তা প্রদানের পরিসেবাগুলির মাধ্যমে কি পরিবর্তন ঘটে দেখা প্রয়োজন? নারীবাদীরা আশ্রয় প্রত্যাশীদের কাছ থেকে শুরু করে এবং সাহায্যের লাইনগুলির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ, পরামর্শদাতা ও আদালতের জন্য একাধিক উদ্যোগ উদ্ভাবন করেছেন। বর্ধিত পরিসেবা সহিংসতা কমানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে কারণ তারা সহিংসতার শিকার এবং সম্ভাব্য সহিংসতার শিকার মাঝে স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু তারা ব্যয়বহুল এবং তাদের জন্য সংগৃহীত সম্পদ আরো ব্যাপক পরিসরে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সংযোগ করে দেয়া হয়।

অপরাধীর বিচার ব্যবস্থা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? নারীদের প্রতি সহিংসতা সংঘটনের দায়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আইন কানুনে পরিবর্তন করা হচ্ছে। তবে বর্ধিত আইন কানুনের দ্বারা নারীরা এখন পর্যন্ত ন্যায় বিচার পাচ্ছে না।

গণতন্ত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ? বৈষম্য ও বৈষম্যতার ক্ষেত্রে আমার নিজের কাজ, বিশ্বায়ন এবং বৈষম্য পাওয়া গেছে যে, যেখানে পার্লামেন্টে নারীদের উচ্চতর অনুপাত রয়েছে সেখানে নারী হওয়ার কারণে শোষনের হার নিম্নমুখী হয়। জেন্ডার সংবেদনশীল গণতন্ত্রের গভীরতা একটি পার্থক্য সৃষ্টি করেঃ জেন্ডার সংবেদনশীল গণতন্ত্র বৃদ্ধি পেলে নারীদের প্রতি কম সহিংসতা ঘটে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতার বিষয়গুলির পরিব-

>>

র্তন, অর্থনৈতিক সমতা বৃদ্ধিকারী নয়।

সাম্প্রতিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটটি উত্তর বিশ্বের উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি এবং কঠোরতর রাজনীতিতে সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের বিধি কমে গেছে। সম্ভবত এই সময়টুকু একটি নতুন জ্ঞানের পরীক্ষামূলক পর্যায়, সেটি হলো জেন্ডার বৈষম্য এবং কঠোরতা বৃদ্ধি এবং পরিসেবা হ্রাসে জেন্ডার সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

এই রকম তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করার জন্য, এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সহিংসতা বাড়ছে নাকি কমছে এবং স্থান ও সামাজিক গোষ্ঠী ভেদে সহিংসতার মাত্রা কতটা ভিন্ন হয়। এর জন্য সহিংসতার হারের জোরালো পরিমাপ প্রয়োজন, এর জেন্ডার মাত্রাসহ যা সহজে পাওয়া যায় না।

> কিভাবে সহিংসতা পরিমাপ করা হয়?

পরিমাপ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাগরিক সমাজের কার্যক্রম সত্ত্বেও সরকারী পরিসংখ্যানগুলিতে নারীদের প্রতি সহিংসতার তথ্য প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। জাতিসংঘের ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম অফ দ্যা ডেভেলপমেন্ট দ্বারা তৈরি স্ট্যাটিস্টিকাল উদ্দেশ্যসমূহের নতুন আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগে সহিংসতার শিকার যৌনতার তথ্য সংগ্রহ করা হয় না। জেন্ডারকে একটি অপ্রধান ও ঐচ্ছিক ট্যাগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার শিকার অধিকাংশ ঘটনা তাদের অভিজ্ঞতায় পুলিশকে রিপোর্ট করা হয় না।

এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য অপরাধ জরিপগুলি তৈরি করা হয়েছেঃ সহিংসতার শিকার নারীরা পুলিশদের তুলনায় জরিপ পরিচালনাকারীদের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাচ্ছন্দবোধ করবে ধারণা করা হয়। যদিও এই ধরনের জরিপের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার ব্যক্তির লিঙ্গ কি সেই তথ্যটি নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়। তবে সহিংস ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তির সংখ্যা সবসময় রেকর্ড করা হয় না। এমনকি যদি রেকর্ড করা হয় তবে সর্বদা সহিংসতার আনুমানিক হিসাব করা হয় না। ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ ন্যাশনাল অপরাধ জরিপ সংস্থা জাতীয় পরিসংখ্যানগুলিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত অপরাধের সংখ্যা সংগ্রহ করেছে। এই পরিসংখ্যান একটি জেন্ডার পক্ষপাত সৃষ্টি করে, যেহেতু পারিবারিক সহিংসতা, যা নারীদের প্রতি অপ্রত্যাশিতভাবে সংঘটিত হয়, এতে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের ক্রাইম সার্ভের পুনর্ব্যবহারের জন্য আমরা (জুড টাওয়ারস, ব্রায়ান ফ্রান্সিস ও আমি) দেখেছি যে যখন বাঁধা নিষেধ অপসারণ করা হয়েছিল এবং অপরাধের সাথে জড়িত সমস্ত প্রতিবেদনের হিসাব করা শুরু হয়েছিল। তখন শুধু সামগ্রিকভাবে সহিংস অপরাধের হার শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল তাই নয়, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক দ্বারা সহিংসতা ৭০% বৃদ্ধি পায়।

এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে, ওয়ালবি, টাওয়ার্স, এবং ফ্রান্সিস দেখিয়েছেন যে ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হওয়ার পর ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে সহিংস অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বেড়েছে, কিন্তু পুরুষদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নয়। এই পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধির সাথে যুক্ত ছিল, যা শুধু নারীদের প্রতি একপেশেভাবে হয়।

পুরানো পদ্ধতি ব্যবহার করে এই পরিবর্তনগুলি দেখা যায় না। যা বারংবার সহিংসতার তাৎপর্য অপ্রতুলভাবে কমিয়ে দেয়। যখন সহিংস অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে (নারীদের প্রতি অপ্রত্যাশিতভাবে) দৃশ্যমান হয়, সহিংস অপরাধের বৃদ্ধি পায়; যখন পুরাতন পদ্ধতি- যে একই বিরুদ্ধে ক্রমাগত সহিংস অপরাধের পুনরাবৃত্তি- ব্যবহার করা হয়, কোন বৃদ্ধি পাওয়া যায় না। সহিংসতার পরিবর্তন জেন্ডার পরিমাপক ছাড়া বোঝা যায় না। ইউকে থেকে এই পদ্ধতিকে সমর্থন করে সহিংসতার সাথে অর্থনীতির সংযোগ করা হয়েছে ফলে জেন্ডার সংবেদনশীল অর্থনীতির সঙ্কট পরিমাপ করা যাচ্ছে।

সময়, স্থান ও সামাজিক গোষ্ঠী সহিংসতার হারের বৈচিত্র্যের তুলনা করার জন্য একটি বিশাল পরিমাপের কাঠামো তৈরি করা, সহিংসতার একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং তার পরিমাপের বিভাগগুলির পাশাপাশি এই বিভাগগুলি ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি প্রয়োজন। দুইটি বিপরীত দিকের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে (যা এসডিজি ১৬ এবং ৫ এ চিত্রিত করা হয়েছে), যেগুলি সহিংসতার জেন্ডার মাত্রায় তথ্য সংগৃহীত হয় না: এক সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু সহিংসতার শিকার নারী বা পুরুষ কি না তা নয় আবার অপরাধী এবং সহিংসতার শিকার মধ্যে সম্পর্কের উপরও নয়; অন্যরা শুধুমাত্র নারীদের প্রতি সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ করে (নারী ও পুরুষ নয়)।

মূলধারার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জেন্ডার পরিমাপক তথ্য (শিকারের যৌন, অপরাধী যৌন, অপরাধী এবং শিকারের মধ্যে সম্পর্ক, সহিংসতার একটি যৌন উপাদান আছে কিনা তা অন্তর্ভুক্ত করার সময়) অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এক ডজন পণ্ডিতদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলে আমাদের সাম্প্রতিক কাজের মাধ্যমে নারীদের এবং পুরুষদের প্রতি সহিংসতার জন্য একটি নতুন পরিমাপ কাঠামো প্রস্তাব করেছি, যা এই উন্নয়ন সমর্থন করবে এবং যার ফলে বিশাল তথ্যভান্ডারের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহজতর করবে।

> সঙ্কট এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি

যুক্তরাজ্যে আর্থিক সঙ্কট থেকে অর্থনীতি অর্থদণ্ডে পরিণত হয়েছে; এটা এখন সহিংসতার মধ্যে ক্যাসকেডিং সহিংসতার এই বৃদ্ধি সাধারণ নয়, তবে বিশেষ করে নারীদের বিরুদ্ধে, যাদের সাথে জড়িত অপরাধীদের দ্বারা সহিংস অপরাধের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক সঙ্কট গণনা জেন্ডার সংবেদনশীল করা হয়, তার আর্থিক প্রভাবও জেন্ডার সংবেদনশীল করা হয় এবং তাই সহিংসতাগুলির প্রভাবও জেন্ডার সংবেদনশীল হয়।

একটি নতুন সমালোচনামূলক সামাজিক বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ যা নাকি নিরাপত্তা দ্বারা বোঝানো হয়; নিরাপত্তা মধ্যে নারীদের প্রতি সহিংসতার অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হল সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে সহিংসতার সহিত কীভাবে তা পরিমাপ করা যায়। এটি জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান সব ধরণের সহিংসতা হ্রাসের ধারা অব্যাহত রেখে উন্নয়ন লক্ষ্যগুলিতে অবদান রেখেও। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সিলভিয়া ওয়ালবাই
<s.walby@lancaster.ac.uk>

> মার্ক্সের ২০০ বছর

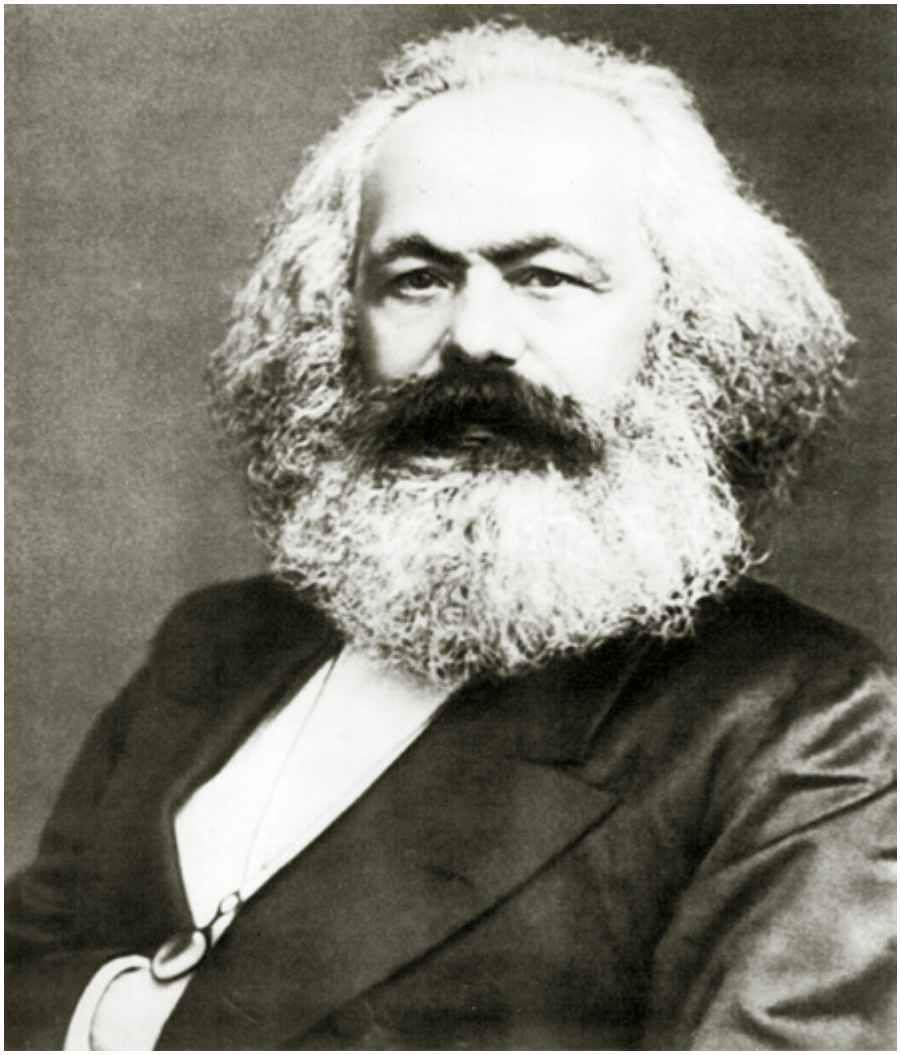

১৮৭৫ সালে কার্ল মার্ক্স। উইকিমিডিয়া কমন্স / সর্বজনীন ডোমেইন।

বিশ্বের কিছু অংশে ২০০৮/৯ অর্থ সঙ্কটের ফলে কার্ল মার্কস ও তার সহানুভূতিশীল অংশীদার ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস-এর লেখনী নতুন উদ্দীপনা ছড়িয়েছে। বিশেষ করে, *দি ক্যাপিটাল* পুঁজিবাদের সঙ্কটের প্রাদুর্ভাব এবং সমসাময়িক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং এর প্রভাব যেমন সামাজিক বৈষম্যসমূহের বৈশ্বিক বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, নিরবিচ্ছন্নতা ও দারিদ্রতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের পাক্ষিক অলোচনা করেছে। কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলি সমাজবিজ্ঞানী পাশাপাশি সমাজের গণমাধ্যম বা বৃহত্তর অংশকে পুঁজিবাদের পুনঃবিশ্লেষণের উৎসাহী করে, মার্কসীয় তত্ত্বটি বিসংবাদিত এবং বিশ্বব্যাপী মার্কসের উপর সমৃদ্ধশালী গবেষণা রয়েছে। কার্ল মার্কস-এর ২০০ তম জন্মদিন মার্কস, মার্কসবাদ এবং মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব, অতীত ঐতিহ্য এবং আজকের তাদের প্রাসঙ্গিকতার সাথে এই সম্মেলনে অবদান রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী সহকর্মীদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে *গ্লোবাল ডায়ালগ*কে অনুপ্রাণিত করেছে। মার্কসীয় তত্ত্বের সাথে কীভাবে কাজ করা যায় বা তার মধ্যে কি অনুপস্থিত তা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে, এই আলোচনাটি দার্শনিক শিকড়ের দিকে ফিরে তাকায়। এটি দেখায় যে আমরা মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে শ্রম, রাষ্ট্র, আইন, সামাজিক অসমতা এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে কিভাবে পর্যালোচনা করতে পারি।■

> ২০১৮ সালে মার্ক্স ও সমাজবিজ্ঞান

জি. এম. টমাস, সেন্ট্রাল ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হাঙ্গেরি

চেক প্রজাতন্ত্রের কারলভি ভ্যারিতে কার্ল মার্ক্সের ভাস্কর্য।

ম্যাক্স ভেবার তার *সার্বজনীন অর্থনৈতিক ইতিহাসে* (১৯১৯-২০) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে দৈনন্দিন মানুষের চাহিদা পূরণের একটি ব্যাপক তন্ত্র হিসাবে পুঁজিবাদ পশ্চিমের জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক ছিল, তার পূর্ব শর্তগুলি ছিল সমস্থ বৃহত্তর উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি প্রথাসিদ্ধ আচরণ হিসাবে মূলধনের যুক্তি-যুক্ত হিসাব (রীতিমত দোহারা হিসাবরক্ষণ) এবং বিশেষ করেঃ ১. সব উৎপাদনের উপায়গুলিকে অবাধে নিষ্পত্তিযোগ্য সম্পত্তি হিসাবে স্বাধীন বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে বিতরণ করা উচিত; ২. জাত (স্ট্যান্ডই) প্র-ভেদের মত "অযৌক্তিক" সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে একটি মুক্ত বাজারের প্রয়োজন আছে; ৩. এছাড়াও উৎপাদন, বাণিজ্য ও পরিবহনের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত, অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গণনসাধ্য যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রয়োজন আছে; ৪. একটি যুক্তিসঙ্গত আইনি ব্যবস্থা উপস্থিত থাকা আবশ্যক, যেটা হবে ভবিষ্যদ্বাণীযোগ্য এবং স্বচ্ছ; এবং ৫. বিনামূল্যে শ্রম পাওয়া আব-শ্যক, অর্থাৎ যারা আইনত তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করার অধিকারী এবং অধিকন্তু অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা নিগৃহীত হয়ে বাজারে এটি বিক্রি করতে বাধ্য তাদের প্রয়োজন।

মার্সেল মাউস (১৯০১ সালে পল ফাওকনেটের সাথে লিখিত একটি এনসাইক্লোপিডিয়া নিবন্ধে) একইভাবে বক্তব্য করলেন যে, কেউই উদা-হরণস্বরূপ কোন একক কর্মী বা ব্যবসায়ী ধার, সুদ, মজুরি, অদলবদল অথবা টাকার মত তাদের মানসিক প্রক্রিয়ার বহি:স্থ সামাজিক জীবনের ধরনগুলি উদ্ভাবন করতে পারে না। এমনকি পশ্চিমা পুঁজিবাদের সামাজিক ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হল অধ্যবসায়, মিতব্যয়িতা, রুচি, জাঁকজমক বা বিপজ্জনক কর্মপ্রচেষ্টা, দীনতার ভয় এবং "উদ্যোগের সাহসের" মত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপাদানগুলিও ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে মানসিক নয় বরং সাধারণত "সামাজিক সংস্কৃতির" নৈর্ব্যক্তিক পণ্য।

এই সবের মধ্যে বেশি কিছু নেই যেসবে একজন সমসাময়িক মার্কস-বাদী (বা সেই বিষয়ে মার্ক্স নিজেই) ভিন্ন মত পোষণ করবে। যদিও মার্কস পরবর্তী সমাজবিজ্ঞান তার প্রভাব বয়ে বেড়ায়। এটি আংশিকভাবে তার উত্তরাধিকারের প্রতিকূলে নির্দেশিত হচ্ছে।

> আধুনিক সমাজের "বুর্জুয়া" বিশ্লেষণ নাকি মার্কসীয়?

তাহলে আধুনিক সমাজের "বুর্জোয়া " সমাজবিজ্ঞানীয় (এবং প্রয়োগিক সামাজিক গবেষণা থেকে রাজনৈতিক দর্শন পর্যন্ত সামাজিক অনুসন্ধানের সমস্ত শাখা) এবং মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের সাথে এনলাইটেনমেন্টের বিবাদের মত সম্ভ-বত ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী এই ঝগড়ার ব্যাখ্যা কি?

সরলভাবে ভাবে বললে; মুক্তির মূল উপাদান হিসেবে ইচ্ছাশক্তির প্র-ভুত্বের সূত্রপাত করে এনলাইটেনমেন্ট অ্যারিস্টটলীয়, অগাস্টিনীয় এবং টমাসীয় সৃষ্টিসংক্রান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে বস্তুগত মানসিকতায় পরিনত হয়। ফ্রান্সে যেটাকে বলা হয়েছিল *(নৈতিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞান)* সেটা ছিল সেই গ্রীক কাল থেকে পাশ্চাত্য (বাইজেন্টাইন, ইহুদি ও ইসলামী সহ) চিন্তাধারাতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করা প্রাচীন ধর্মতত্ত্বের সুবিশাল তোরণের সমালোচনা কর্মের চূড়ান্ত কাণ্টিয়ান রূপের ফল।

স্পিনোজীয় এবং কান্টীয় নৈতিক দর্শন উভয়ই তাদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নির্বিশেষে প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে মানুষকে মাছ ও পাথরের মত কার্যকারণ সম্বন্ধীয় মীমাংসার শর্তাধীন হিসেবে স্বীকার করবে এবং তাদের চেতনাকে- প্রচন্ড আবেগ এবং বিশেষ করে নিজেদেরকে নিজেরাই সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত- নীতিমূলক বাছাইয়ের দায়ি-ত্বমুক্ত কিন্তু সর্বাঙ্গীণ, নৈর্ব্যক্তিক, পক্ষপাতশূন্য এবং ব্যাপক জ্ঞান ও বো-ধশক্তি ধারণে অক্ষম, যৌক্তিক ও মানসিক উভয় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান, যেটাকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়, যদি মানসিক হয়ে থাকে- গসপেলে যেটাকে "ঈমান" বলা হয়েছে- তাহলে "নৈতিক বিজ্ঞানগুলো"ও মানুষের মানস নির্ভর হতে বাধ্য। রেনেসাঁ, রি-ফর্মেশান ও এনলাইটেনমেন্টের সাধারণ অন্তর্দৃষ্টি হতে পারে যে, জ্ঞান ও স্বাধীনতা উভয়ের মানদন্ডই হল যুক্তির পাথরে পরখ করে নেওয়া মান-সিকতা, দ্বিতীয়টি চূড়ান্ত রকমভাবে যুক্তিবিজ্ঞান ও গনিত দ্বারা গড়া। এর পিছনে লুকানো বিশ্বাস ছিল অবশ্যই, যে নিরীক্ষিত "বাস্তবতার" অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধ, পরবর্তীতে যুক্তি দ্বারা পুনঃপরীক্ষিত এবং দ্বান্দ্বিকভাবে উদ্ভা-সিত। অর্থাৎ এর অসঙ্গতিগুলো প্রকট হওয়ার মাধ্যমে উদ্ভাসিত।

হেগেলের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল এটা দেখানো যে, যেটাকে মানসিক

>>

হিসেবে গণ্য করা হত, সেই "আত্মা" আসলে ছিল নৈর্ব্যক্তিক এবং এটা দেখানো যে, কান্টের বর্ণিত মনের নিজেই প্রত্যয় তৈরী করার বিষয়টি (বাহ্যিক জগত থেকে পেড়ে আনে না) চূড়ান্ত রকম অবধারিত ভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং অজ্ঞতার অভিশাপে পোড়া আমাদের মানসিক দক্ষতা ছিল না বরং পক্ষান্তরে জ্ঞান ও স্বাধীনতা উভয়েরই একমাত্র প্রকৃত উৎস (বা পদার্থ বা স্তর)।

বিষয়গুলোকে আরো জটিল করে তুলতে হেগেল আরো প্রস্তাব করেছিলেন যে, নৈর্ব্যক্তিকতার দু ধরনের বেশভূষা রয়েছেঃ একটি হল- আজকে আমরা যেটাকে "প্রতিষ্ঠান" বলছি- সেই পুরাদস্তুর "নৈর্ব্যক্তিক আত্মা"- যেটাকে তিনি তরুণ বয়সে আরেক নামে ডেকেছেন "মেকী বস্তুনিষ্ঠতা" (আরো সহজ করে বললেঃ পরাধীন যুক্তি) এবং অন্যটি হল "পরমাত্মা" (আজাদীর জন্য যুক্তিঃ দর্শনশাস্ত্র)।

এটা সেই "নৈর্ব্যক্তিক আত্মা" সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এমিল ডুর্খেইম যেটাকে "সমাজ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্য কথায় মানুষের অভিলাষ, পছন্দ, আকাঙ্ক্ষা, ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বেমানান একটি মানব সমাজ, যে সমাজের সমস্ত কাঠামোগুলো পুনরাবৃত্তিমূলক বা স্থায়ী ফল প্রদান করে। কারণ সমস্ত মানবিক আকাঙ্ক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে গড়ার চেয়ে বরং প্রতিফলিত বা প্রকাশ করে। এইসব কাঠামো- যেগুলোকে "প্রকৃত অবস্থা" বলা হয়- এগুলো বাতায়নহীন কীটাণুর মত অচিন্তিতপূর্ব রাসায়নিক সংযোগ বা বহিস্থ ঘটনাবলীর কারণে তাদের রুপান্তরগুলো হয় আকস্মিক।

মার্ক্সের বেলায় যিনি হেগেল থেকে এগিয়ে হাটছিলেন। কিন্তু আবার কান্টের কাছেও ফিরে যাচ্ছিলেন ভূয়োদর্শনের এবং অতীন্দ্রিয়ের দ্বৈততা পুনরাবির্ভুত হয়। যেটাকে "বাস্তব সত্য", "অবয়ব" অথবা "বস্তু" হিসেবে উপস্থাপন করা হয় সেটা আদতে বাহ্য রুপ, যার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হল মূল্যের (পুঁজি ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক মন্ত্র) পেছনে লুকিয়ে থাকে শ্রম (মানুষের উৎপাদনশীল কাজকর্ম); "পণ্য" নামক ফেটিশে শ্রমকেই প্রস্তরীভূত করে রাখা হয়। বস্তু নয় বরং মানুষের আত্মপ্রকাশক কর্মকান্ড।

বস্তু, প্রাতিষ্ঠানিক "নৈর্ব্যক্তিক স্বত্ত্বা" হল আসলে বাহ্যিক বহিরাবরণ, আর একারণেই সমাজের গোটা প্রাতিষ্ঠানিক তর্কটি (যেখানে অর্থনীতি, রাষ্ট্র এবং "সুশীল সমাজ" আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়) আসলে একটি বহিরাবরণ। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিকতা ও আত্মপ্রকাশকতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এমনকি শ্রমও বিভাজিতঃ মূর্ত ও বিমূর্ত শ্রম এক জিনিষ নয়। যেটার চেহারা সামনে থাকে সেটা সর্বদা মরীচিকা, সারাংশ থাকে- সত্তার যেমনটি হওয়া উচিত- গোপনে (ধনতন্ত্রে, মেকি রুপগুলো নৈর্ব্যক্তিকতার সাজ ধারণ করে)। মানবিক আত্মপ্রকাশক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব কোনটিকে বলব সেটি অর্থমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে না। সেই মানবিক আত্মপ্রকাশক ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবিকতাকে পুনরুদ্ধার করতে এই লুকায়িত চেহারাকে উন্মুক্ত করা উচিত (মেকি চেহারাকে ধারণাগতভাবে ধ্বংস করতে হবে) তত্ত্বের মাধ্যমে (সমালোচনামূলক রাজনৈতিক অর্থনীতি, দর্শন যাই হোক না কেন)।

চিরায়ত সমাজবিদ্যাগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে পর্যবেক্ষণ করলে আসল বিষয় মনে হচ্ছে: "পরম আত্মা" কীভাবে "নৈর্ব্যক্তিক আত্মা"-কে পরিচালনা করে। যেমন অর্থমূল্য কী ধরণের আচরণ করে বা জাতের উৎপত্তি, ইতিহাস এবং কাজের ফলাফল হিসাবে কি ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে? কারণ সমাজবিজ্ঞান মানব গোষ্ঠীটিকে "জিনিস" (স্থায়ী বা অন্তত টেকসই বিমূর্তায়ন) হিসাবে ব্যবহার করে। এটি কিভাবে মানব গোষ্ঠীগুলো গড়ে ওঠে ও বন্টিত হয়, গোটা সমাজের বৃহত্তর ক্যানভাসে তাদের স্থান কোথায় এবং রাষ্ট্রের সাথে আন্তর্জাতিক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের অকুস্থলের সাথে তাদের সম্পর্ক কী সেটা জানতে আগ্রহী।

> মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ: শ্রেণী এবং শোষণ

গুণগতভাবে মার্ক্স প্রভাবিত হন না। গোড়ার দিকের কমিউনিস্ট ইস্তেহারের বিপরীতে তিনি এবং তার পদচারণায় যেটাকে "পশ্চিমা মার্ক্সবাদ" বলা হয় সেটা মনে করে না যে ধনতন্ত্রের আগে শ্রেণী বলে কিছু ছিল এবং এর পরে কিছু থাকবে। (শ্রেণী ঐতিহাসিক) শ্রেণী হল মূল্য এবং পুঁজির উদ্বৃত্ত প্রপঞ্চঃ "শ্রেণী কৃষ্টি", "শ্রেণী জীবনধারা" এবং "শ্রেণী সংগঠন" হল আবার শ্রেণীর উদ্বৃত্ত প্রপঞ্চ।

মার্ক্সের কাছে গুরুত্ববহ একমাত্র শ্রেণী হল সর্বহারা শ্রেনী। যেটা হেগেলীয় ধারায় এমনভাবে নির্মিত হয় যেন এটি সমাজের (নিজের?) অংশ নয়। (একটি বিশেষ ভাগে যা সমগ্রের অংশ নয়।) এটা হল "বুর্জোয়া" সামাজিক বিজ্ঞান (অর্থনীতি, রাজনীতি) বর্ণিত সমাজ মধ্যস্থিত সার্বজনীন মানবতা শেয়ার করা মানুষের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া হিসাবে ঘটমান অনুমিত প্রণালীগুলোর বাইরে অবস্থিত শ্রেণীকে অগ্রাহ্য করা। কিন্তু রিইফিকেশন (অবস্তুকে বস্তুতে পরিনত করার প্রক্রিয়া) এটাকে মেনে নেয় না।

কারণ রিইফিকেশন হল সর্বহারার প্রধান কার্যকলাপ যেটা তাকে একটি বস্তুতে পরিনত করে তোলে, তাই এটি শ্রেণীসমূহের ভেতরকার কোন মিথস্ক্রিয়তা নয় বরং পুঁজির একটি চরিত্র। শোষণ এমন কিছু নয় যেটা বুর্জোয়ারা ইচ্ছাকৃতভাবে করছেনঃ মূলধন পুঞ্জীভূত করতেই উদ্বৃত্ত মূল্যকে আত্মসাৎ করা হচ্ছে, শ্রমিকদের ক্ষতি করতে না। শোষণ এমন কোন কিছু না যেটা রাষ্ট্র চাইলে দমিয়ে রাখতে পারে অথবা প্রতিকার করতে পারে, সুতরাং এটা কোন "রাজনৈতিক সমস্যা" ও নয় যেমনটি সমাজবাদী ডেমোক্রেটরা মনে করে থাকেন। এটা অসাম্যও নয়।

অসমতা একটা সমাজতাত্ত্বিক বিষয়। কিন্তু শোষণ তেমনটি নয়। একজন মার্ক্সবাদীর কাছে তাই রিইফিকেশন, পণ্য আসক্তি, শোষককে অসমতায় (অতঃপর ক্রমাগত উন্নতি করা যায় এমন "রাজনৈতিক সমস্যায়") রুপান্তরিত করার কাজটি হাস্যকর। এবং একারণেই সমাজবৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলোকে মার্ক্সবাদ দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয় এবং, উল্টোটিও সত্য। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
জি. এম. টমাস <gmtamas@gmail.com>

> পুঁজিবাদের প্রসারতায় মার্কসবাদী ঐতিহ্যের ধারাবাহিক প্রাসঙ্গিকতা

এরিক অলিন রাইট, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাডিসন, ইউএসএ

মার্ক্সের জন্মের ২০০ বছর পর থেকে উত্তর খোঁজা হচ্ছে।
চিত্র গ্রহণে মার্কো গোমেজ, সাও পাউলো, ব্রাজিল।

পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা এমন একটি বিতর্ক ধারন করে যেটা শেষ পর্জন্ত এটাকে স্ব-ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এমন দাবির সাথে মার্ক্সের কাজের কোন ধারণাই আরো ঘনিষ্টভাবে জড়িত নয়। এবং আরো বলা যায় যে, এসকল গতিশীলতা আপনা-আপনি এমন অবস্থা তৈরি করে যেটা মানব উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক সামাজিক কাঠামো তৈরীতে কাজ করে। পুঁজিবাদের ভাগ্য সম্পর্কে একটি দৃঢ় ভবিষ্যদ্বাণী যুক্তিবাদের প্রথম অংশঃ দীর্ঘমেয়াদী, পুঁজিবাদ একটি অস্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থা এবং অনিবার্যভাবে শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অংশ কম নির্ধারক: পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে এমন নতুন গতিবিধি যা নতুন ঐতিহাসিক সম্ভাবনার (বিশেষ করে উৎপাদন ও মানবিক উৎপাদনের শক্তির বিকাশের জন্য) উদ্ভব করে এবং একই সময়ে একটি সমষ্টিগত এজেন্ট তৈরি করে- যা শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের মুক্তির বিকল্প নির্মাণের জন্য সেই সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই বিকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকৃতপক্ষে এই সামর্থ্য নির্ভর করবে কিনা তা আরও পরিসরের প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভর করেঃ বিপ্লবী মতাদর্শের প্রচার, দৃঢ় সংহতির উত্থান, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের গঠন উন্নয়নের মাধ্যমে সংগ্রামে সহনশিলতা দিতে সক্ষম এবং অন্যন্য অনেক। সার্বিকভাবে ধরতে গেলে, তথাপি এই তত্তটি পুঁজিবাদের অনিবার্য হস্তান্তরের ব্যাপারে নির্ধারক দাবিসমূহের সাথে পুঁজিবাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনির্ধারক দাবীর পারস্পরিক ক্রিয়াগুলোর একটি বাস্তব রুপ দান করে।

এই নির্ধারক ও অনির্ধারক দাবিসমূহের দ্বৈততা হচ্ছে একটি অংশ যেটি মার্ক্সের তত্ত্বগত চিন্তাধারাকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বাধ্য-কারি ভিত্তি হিসেবে তৈরি করেছে। অনির্ধারিত উপাদানগুলো উদ্দেশ্যে ভরা সমষ্টিগত গ্রুপকে এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যেকের উন্নত বিশ্বের দাবীতে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার গুরুত্বকে যথার্থতা দান করে। নির্ধারক উপাদা-নগুলি আশার কারণগুলো দেয়ঃ এমনকি যখন বিপ্লবের বাধাগুলি মনে হচ্ছিল তখন পুঁজিবাদী শক্তিগুলি বিশ্বাস করতে পারে যে "ইতিহাস আমাদের দিকে রয়েছে" এবং অবশেষে একটি বিপ্লবী যুগোপযোগীতার জন্য পরিস্থিতি "উপযুক্ত" হবে।

আমরা এখন এমন এক জগতে বাস করছি যা থেকে মার্কস তার তা-ত্ত্বিক ধারণা তৈরি করেছেন। মার্ক্সের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরা হয়েছেঃ পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে যা বিশ্বের দূরবর্তী স্থানে

>>

পৌঁছেছে; উৎপাদন যন্ত্র বিস্ময়কর উপায়ে উন্নত হয়েছে; পুঁজিবাদী বাজার গভীরভাবে জীবনের বেশিরভাগ অংশকে অতিক্রম করে; গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট পুঁজিবাদী সমাজের একটি ক্রমাগত বৈশিষ্ট। কিন্তু অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী পুঁজিবাদের ঊর্ধ্বে উঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এগুলি তুলে ধরা হয়নিঃ স্থায়ীভাবে আরো সমজাতীয় হওয়ার পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণি সব সবদিক থেকেই আস্তে আস্তে বিভক্ত হয়ে পরছে এবং বৈষম্যমূলক হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সুসংহত সমষ্টিগত পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় সংহতি প্রকাশ করে।

পুঁজিবাদ সংকট প্রতিক্রিয়ায় আরও দৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে সাথে নতুন নতুন ধরন আহরণ দ্বারা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জনপ্রিয় দাবি শোষণকারী অনেক বেশি নমনীয় প্রমাণিত হয়েছে। প্রয়োজনে কার্যকর দমন করার সময়; এবং অবশেষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পুঁজিবাদের বিকল্প নির্মাণের প্রচেষ্টার দুঃখজনক ইতিহাসে আশঙ্কা যে বিপ্লবী রাজনৈতিক বাহিনীকে একটি ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক বিকল্প গড়ে তুলতে সুযোগ সৃষ্টি করে।

অতএব একুশ শতকের মধ্যে পুঁজিবাদের প্রসারকে অনিবার্যভাবে ধ্বংস করার জন্য "পুঁজিবাদের গতিপথের আইন" হিসাবে এটি আর গ্রহণযোগ্য নয়। যখন একযোগে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটানো এবং তার মুক্তিসংগ্রামের জন্য উত্তম অবস্থার সৃষ্টি করে। এর মানে এই নয় যে, মার্কসবাদী ঐতিহ্য তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। বিশেষ করে মার্কসবাদী ঐতিহ্যের চারটি কেন্দ্রীয় প্রবর্তন সমসাময়িক সমাজের বৈজ্ঞানিক বোধগম্যতা এবং উন্নততর বিশ্বের সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার জন্য অপরিহার্যঃ

১. পুঁজিবাদ মানবীয় বিকাশের জন্য অবস্থার সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে বাধা দেয়- এই তীক্ষ্ণতম সূচকটি ততটা তীব্র মধ্যপন্থী দারিদ্র্য হয়। কিন্তু পুঁজিবাদের ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুগত অবমূল্যায়ণে মানবিক উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মূল্যবোধের বাইরে প্রসারিত হয়ঃ সমতা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সম্প্রদায়। পুঁজিবাদের এই ক্ষতির উৎসটি তার সব শ্রেণীর কাঠামোর ঊর্ধ্বে। পুঁজিবাদের শ্রেণির সম্পর্ক বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শোষণ; আধিপত্য; রাজনৈতিক ক্ষমতায় রাজনৈতিক ক্ষমতা রূপান্তর; প্রতিযোগিতার ধ্বংসাত্মক ধরন; এবং যেসব উপায়ে সমাজ ও কুসংস্কারকে দুর্বল করে দেয় তা বাজারের বিস্তার। মার্কসবাদী ঐতিহ্যবাহী প্রচারাভিযান চলাকালে এই ক্ষতিগ্রস্তদের নথিভুক্ত করা হয়।

২. পুঁজিবাদের গতিশীলতা অভ্যন্তরীণভাবে পরস্পরবিরোধী হয়- পুঁজিবাদ একটি দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করতে পারে না যা সবকিছুই একটি কার্যকরীভাবে সমন্বিত সমগ্রের সাথে একত্রিত করে। এমনকি পুঁজিবাদী অসন্তোষের মতো পুঁজিবাদী অসঙ্গতির জন্য এমন কোন তীব্রতা না পৌঁছানোর জন্য কোন সহজাত প্রবণতা নেই, তবে তারা বারবার নতুন সম্ভাবনা ও রূপান্তরমূলক সংগ্রামের জন্য স্থান খোলেন।

৩. অন্য একটি বিশ্বে সম্ভব- সম্ভবত মার্কসবাদী ঐতিহ্যের সবচেয়ে মৌলিক ধারণা হলো পুঁজিবাদের একটি মুক্তিকামী বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আকারে সম্ভাব্য। যার মধ্যে পুঁজিবাদী শ্রেণী বিনিয়োগ এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণ গতিশীল অর্থনৈতিক গণতন্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন। মার্কসবাদ কেবল পুঁজিবাদের সমালোচনা থেকে মুক্ত সমাজবিজ্ঞানে একটি পরিবর্তিত রূপ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে একটি মুক্তিপণ বিকল্প "সম্ভব" কেবল একটি বিকল্প কল্পনাযোগ্য যে তুলনায় আরো বলতে হয়; বিকল্পটি অবশ্যই উপভোগ্য, টেকসই এবং অর্জনযোগ্য হতে হবে। মার্কসবাদী দাবি এভাবেই যে পুঁজিবাদের চেয়ে গতিশীল অর্থনৈতিক গণতন্ত্র আরও পুরোপুরি উপলব্ধি করবে; এটি প্রতিষ্ঠিত হলে এটি টেকসই হবে; এবং যে ঐকান্তিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে আছে যা অর্জনযোগ্য হবে

৪. রূপান্তর শুধু প্রতিরোধের নয় নির্মাণের সংগ্রামেও প্রয়োজন- অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে রূপান্তরিত করার জন্য সমষ্টিগত পদক্ষেপের প্রয়োজন এবং নিম্নবর্গ থেকে জোটবদ্ধতা প্রয়োজন। যদিও অভিজাত জোটগুলি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মুক্তিপণযোগ্য সামাজিক রূপান্তর কেবল আলোকিত অভিজাতদের উদ্যোগের ফলাফল হবে না। আসল রূপান্তর শুধুমাত্র পুঁজিবাদের ক্ষতির বিরোধিতা ছাড়াও আরো প্রয়োজন; এটি মুক্তিকামী আদর্শের মূলে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রয়োজন। মার্ক্সের মূল তাত্ত্বিক সূত্রে পুঁজিবাদের বিপ্লবী বিচ্ছেদের পর নির্মাণের রূপান্তর প্রধানত ঘটে বলে মনে করা হয়ঃ শ্রমিক শ্রেণি একবার ক্ষমতায়, নতুন সমাজ গড়ে তুলবে। বিশ শতকের প্রথম দিকে এটি আর একটি সুদৃঢ় কৌশলগত দৃষ্টি নয়। যদি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদের বাইরে ভবিষ্যত করা হয় তাহলে নির্মাণের কাজটি এখনও পুঁজিবাদের দ্বারা প্রভাবিত সমাজের ভিতরে শুরু করতে হবে।

এই চারটি প্রস্তাব বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুক্ত সমাজবিজ্ঞানের মার্কসবাদী ঐতিহ্যের চলমান উন্নয়নকে অগ্রাহ্য করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
এরিক অলিন রাইট <wright@ssc.wisc.edu>

> নারীবাদ-মার্ক্সবাদ মুখোমুখি

আলেকজান্দ্রা শেল, বিলেফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি এবং **স্টেফানি ভোল**, ফলিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় বিএফআই ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

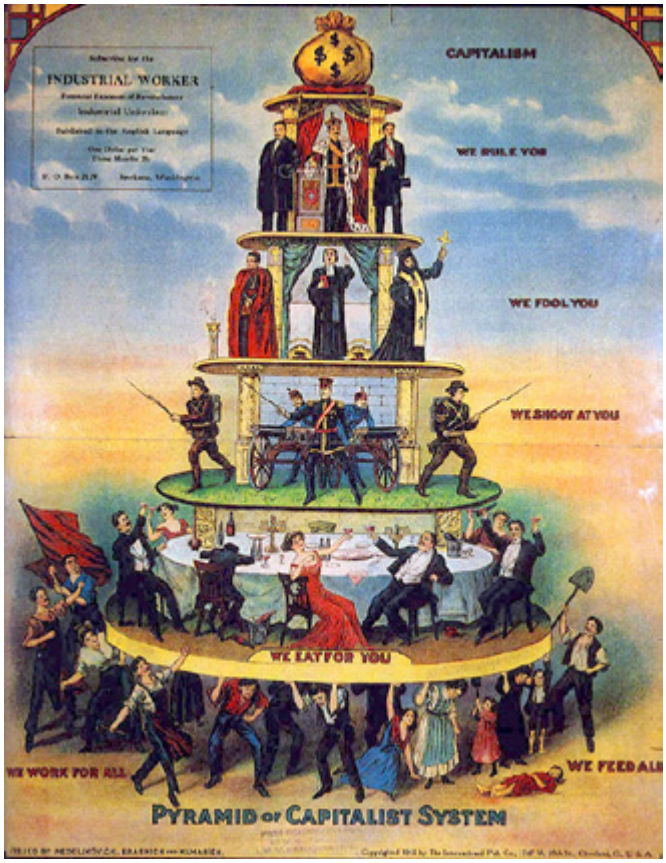

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পিরামিড।

কয়েক বছর ধরে, জার্মানি এবং অন্যত্রের গনমাধ্যম একধরণের "মার্ক্সীয় রেঁনেসার" কথা বলে আসছে যার অর্থ পুঁজিবাদ এবং আর্থিক সংকটের বিশ্লেষণে কার্ল মার্ক্সের রচনা হয়ত সঠিক ছিল। এটাকে প্রায়ই যে সত্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় সেটা হল, ২০০৮-এর আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখিয়েছিল যে, এই যে পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী জয়জয়কার তা সামাজিক অভ্যুত্থান, পরিবেশগত সংকট এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আত্মবিনাশের প্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই পটভূমির বিপক্ষে মার্ক্স-এর বিশ্লেষণ আবারও যুগোপযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

> মার্ক্সীয় রেঁনেসাসের মধ্যকার নারীবাদের শূণ্যস্থান পূরণ

যাহোক নবজীবন প্রাপ্ত মার্কস ও তার রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনাতে গণকৌতূহলে মার্ক্সকে নারীবাদীদের সাদরে গ্রহণের বিষয়টির উল্লেখ একেবারেই নেই বললেই চলে। এসব নারীবাদী বিশ্লেষণ কখনো মার্কস সম্পর্কে বামপন্থী আলোচনার প্রকৃত অংশ ছিল না। কারণ তারা এই তর্কযজ্ঞের কোন পাশেই অবস্থান করে না। এক হাতে নারীবাদী মার্কসবাদীরা একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ বিকশিত করতে চেয়েছিলেন যেটা লৈঙ্গিক ইস্যুগুলোকে বাদ না দিয়ে সামাজিক সমস্যাটি উপলব্ধি করতে পারে; একটি দৃষ্টিকোণ যা সম্পদগুলির পুঁজিবাদী শোষণ এবং তাদের বিশ্বব্যাপী প্রভাবে তৎসম্পর্কিত জীবিকার ধ্বংসকরণকে বিশ্লেষণ করে; এবং একটি দৃষ্টিকোণ যেটি কিনা কেবল সম্পদ আরহণের শাসনকাল হিসেবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-প্রনালীকেই বিশ্লেষণ করে না বরং একই সাথে তাদের পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিকেও সনাক্ত করে। অন্য দিকে, নারীবাদী-মার্কসবাদী দর্শনগুলি মার্ক্সের আগেকার এবং বর্তমান সমাদরের ব্যাপারে সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিল যেগুলোর অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল বৈষম্য এবং শোষণের সমস্ত পরিস্থিতির বদল করা। কিন্তু যেগুলো খুব কমই লৈঙ্গিক সম্পর্কগুলি যে এই পরিস্থিতির অংশ ছিল সেটা স্বীকার করে। উপরন্তু উৎপাদন এবং প্রজননের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রম বিভাগ- অন্তত যেটার উল্লেখ মার্ক্সে ছিল- সেগুলোকে অধিকতর বিশ্লেষণ তো করা হয় নাই বরং উপেক্ষা করা হয়েছে।

> নারীবাদী অবস্থানসমূহ

এই যুগল সমালোচনা বর্তমানে মার্ক্সের ২০০ তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালেও চালু রয়েছেঃ পিতৃতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্ক কী? পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কতটুকু মাত্রায় কেবল একটি লৈঙ্গিক অসমতামূলক ব্যবস্থাই নয় বরং সেই সাথে একটি বর্ণবাদী ব্যবস্থাও? নিপীড়নের সংস্কৃতি- প্রতিকী রুপগুলো রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এর অন্যান্য রুপের উপর কিভাবে ক্রিয়া করে? লেখার পরবর্তী অংশে আমরা এসব বিতর্কের চলতি ক্রমবিকাশকে সংক্ষেপে উপস্থাপণের চেষ্টা করেছি।

> উৎপাদন ও প্রজনন

উৎপাদন এবং প্রজনন মধ্যে সম্পর্ক নারীবাদী বিতর্কের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করছে। নারীরা এখনও বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ ও অভিভাবকত্বমূলক কাজের অধিকাংশ অবৈতনিক কাজ করে থাকেন। শ্রমের লৈঙ্গিক বিভাজনকে প্রকৃতিদত্ত শ্রম বিভাগ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার মাধ্যমে এর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত অংশ হওয়ার বাস্তবতাকে গোপন করা হয়। অথচ যেটা পদ্ধতিগতভাবেই বিভক্ত ও অবমূল্যায়িত। শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের সাথে শ্রমের বৈশ্বিক বিভাজনও নারীবাদী বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট। বিশ্বব্যাপী শোষন ও নিপীড়নের উত্তর-ঔপনিবেশিক ও সামাজিক নারীবাদী সমালোচনাগুলো নারীকে স্বাতন্ত্রমূলকভাবে দক্ষিণ বিশ্বের নিম্নবর্গের ভেতরে ফেলে দেওয়ার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে এবং বৈশ্বিক উৎপাদন ও তত্ত্বাবধান চেইনগুলোতে তাদের একীভূতকরণের সমালোচনা করে। এছাড়াও, সারোগেট মাতৃত্বকে কেবল প্রজনন প্রযুক্তির নতুন ধারা নয় বরং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন ও শোষণের নবরুপ হিসেবে দেখা হয়। এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দৃষ্টিকোণগুলি এছাড়াও রাষ্ট্র কিভাবে সামাজিক অসমতা জিইয়ে রাখার সাথে সাথে কাজ ও যৌনতার ক্ষেত্রে ক্ষমতা কাঠামোর অন্বয়গুলি চালু রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখে তা বিশ্লেষণ করে। তারা এটা ইঙ্গিত দেয়

>>

ওমেন'স ট্রেড ইউনিয়ন লীগ।
চিত্র গ্রহণে খিল সেন্টার, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়।

যে সামাজিক অসমতার পুনরুৎপাদনকে অবশ্যই এর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে কারণ এটি ঘনিষ্ঠভাবে বৈশ্বিক বাজার, অর্থ ও অভিবাসন ব্যবস্থার গতিময়তা বিজড়িত। এতদনুসারে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রক্রিয়া সেসব শর্তকে প্রভাবিত করে যেসব শর্তের অধীনে সামাজিক প্রজনন সেবাসমূহ প্রদান করা হয়। এটা ঘটেছে উদাহরণ স্বরূপ, যখন পরিবারগুলি সামাজিক অবকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ হারিয়েছে অথবা ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রাক্কালে যখন তাদেরকে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জোরপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। ন্যান্সি ফ্রেজারের সাথে আমরা অনুমান করি যে বর্তমন পুঁজিবাদী পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যসূচক "সংকট" সেটা মূলত তিনটি অসমাধিত সমস্যর দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ সর্বপ্রথম, উৎপাদনশীল এবং প্রজননমূলক শ্রমের মধ্যকার সম্পর্ক; দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির শোষণ; এবং তৃতীয়ত, বিশ্ব পুঁজিবাদে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন। রাষ্ট্র ক্ষমতা রূপান্তর সংক্রান্ত এই দ্বন্দ্বগুলি ছাড়াও পুঁজিবাদে সাবজেক্টিফিকেশনের ভাবাদর্শগত মাত্রা পিতৃতন্ত্র বিরোধী নারীবাদী বিশ্লেষণের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে কিভাবে এবং আদৌ সৃজনশীলতা ও সামাজিক প্রজননকে চিন্তা করা হয় কিনা সেই প্রশ্নটির আরও আলোচনা করা উচিত।

> অনুকল্প এবং অবশিষ্ট চ্যালেঞ্জ

যাহোক, বিতর্কিত প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছেঃ কিভাবে অনুকল্পগুলিকে বিকশিত করা যায়? কে আছে বা হবে সেই "বিপ্লবী প্রজা" (সেরকম না হলে এই ধরনের একটি ধারণা পরিত্যাগ করা উচিত) এবং মুক্তির সুপ্ত বাসনা কোথা থেকে আসে? উদাহরণ স্বরূপ মার্কসবাদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক ধারণাগুলো বর্তমান সমস্যা অনুধাবনে এখনও উপযুক্ত কিনা সেটা বিবেচনায় আনতে হবে। আমাদের কি সম্ভবত ইংরিদ কুজ-স্কার্ফ-এর প্রস্তাব অনুসারে অপণ্যায়িত বৃত্তির কর্মক্ষেত্রকে দৃশ্যমান করতে এক হাতে পুঁজিবাদকে মনোযোগ সহকারে বোঝা এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি ব্যাপক বোঝাপড়া করা প্রয়োজন? অবশেষে পুঁজিবাদী তর্কবিদ্যাকে ছাড়িয়ে অবস্থান করা এই পরিমণ্ডলগুলির পরিবেশ ও মানব শ্রমের শোষণের সমাপ্তি টানার ক্ষমতা রয়েছে। গাব্রিয়েল উইঙ্কার এবং অন্যান্যদের অনুসৃত "তদারকির পরিবর্তন" পদ্ধতি কেয়ার সেক্টরকে সমবেতভাবে সংগঠিত করতে চায়। সেই সুত্রে পুঁজিবাদী যুক্তিকে নির্মোচন করে এবং মজুরিযুক্ত ও মজুরিহীন বৃত্তির সীমান্তরেখা দূর করে দেয়। ঔপনিবেশিক ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আরো একটি ব্যাপক নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির দাবি করে, যেহেতু মার্ক্স যে পশ্চিমা, শ্বেতাঙ্গ, পুরুষ শ্রেণীর নাগরিকদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তারা আর কখনোই একটি পরিবর্তনকামী দৃষ্টিভঙ্গির বাহক হতে সমর্থ নয়।

> একাডেমিয়াতে সমালোচনা এবং নব্যউদারনীতিবাদ

যাহোক, নব্য-উদারপন্থী জ্ঞান উৎপাদনের এই যুগে মোটামুটিভাবে সমালোচনামূলক জ্ঞান উতপাদনের এবং বিশেষত নারীবাদী সমালোচনার ক্ষেত্র নির্মাণ করা আরো কঠিন হয়ে গেছে যেটাও প্রভাবিত করছে একাডেমিয়াকে। নব্য-উদারপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরোপের প্রক্রিয়ায় পরস্পর বিভিন্ন নাগরিকেরা কিভাবে পরিবর্তনের (বা এমনকি বিপ্লবের) একটি সমষ্টিগত ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারবে তা ক্রমবর্ধমানভাবে বিশ্বাসের অযোগ্য প্রতীয়মান হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নারীবাদকে পুরুষ কেন্দ্রীকতাকে ক্রমাগতভাবে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং এখন-অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় মুনাফা যোগ্যতায় এবং ব্যবহার যোগ্যতার মানদণ্ডের কাছে বেপরদা হয়ে পরেছে।

এই পটভূমির প্রতিকূলে নারীবাদী-মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণকে আরও বিকশিত করা হল চ্যালেঞ্জের বিষয়। যে বহুত্ববাদী সমালোচনার ভিত্তি মূলে এটিকে গড়ে তোলা হয়েছে সেটি একই সময়ে অধিকতর প্রান্তিককরণের একটি উৎসে পরিণত হয়েছে। এটাকে যেমন একাডেমীয়াতে দেখা যায় তেমনি দেখা যায় মার্ক্সের বামপন্থী সমাদরে, যা তাদের পুরুষ কেন্দ্রীক প্রবণতায় প্রতিফলিত হয় নি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
আলেকজান্দ্রা শেল <alexandra.scheele@uni-bielefeld.de>
স্টেফানি ভোল <stefanie.woehl@fh-vie.ac.at>

> মার্ক্স ও রাষ্ট্র

বব জেসপ, ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য

মার্ক্স শ্রেণী-শাসনের একটি অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রের এবং একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতার অনুশীলনের কখনো একটি ব্যাপক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেন নি। অধিকন্তু যদিও তার কার্যক্রম যতটা তাত্ত্বিক ততটাই রাজনৈতিক ছিল, সাংগঠনিক মূর্তি হিসাবে রাজনৈতিক দলসমূহ; জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং জাতি-রাষ্ট্রসমূহ; বিপ্লববাদী কৌশল এবং কার্যপ্রণালী (সমাজতন্ত্রের জন্য একটি সংসদীয় পথের ব্যাপ্তি নির্মাণ সহ); "সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের" ছাঁচ; বা রাষ্ট্রের "প্রাণশক্তি হারিয়ে মিলিয়ে যাওয়ার" প্রক্রিয়ার মত বিষয়গুলির তিনি কোন সম্প্রসারিত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ প্রদান করেন নি।

এর মানে এই না যে মার্ক্স (বা তার জীবনকালের সহযোগী, এঙ্গেলস) এই ধরনের বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন। উল্টো তারা বেজায় উপায়ে রাষ্ট্রকে বিশ্লেষণ করেছেন। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হল শাস্ত্রীয় ও প্রাকৃত রাজনৈতিক অর্থনীতির ভেতরকার অর্থনৈতিক শ্রেণি-বিভাগের সমালোচনার অনুরুপ মার্ক্সের রাজনৈতিক তত্ত্বের সমালোচনা; বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিছু রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র, বিকাশ এবং বদলশীল নির্মাণ শৈলীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ; বিশেষ রাজনৈতিক কাল এবং / অথবা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির সংকটকালের বিশ্লেষণ; রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ধরণের ধাঁচের বিশ্লেষণ, যদিও সেটা মুখ্যত পুঁজির পুঞ্জীভবনের ধাঁচ এবং যুক্তির সাথে এর সাজ্যুসের ক্ষেত্রে; প্রাক-পুঁজিবাদী শ্রেণী ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতির রাষ্ট্রের এবং ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সমসাময়িক সমাজে রাষ্ট্র কাঠামোর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (অথবা অন্যান্য তুলনীয় শাসন ব্যবস্থার) এবং আরো কৌশলগতভাবে ন্যস্ত, শ্রম আন্দোলনের রাজনৈতিক তর্ক গড়ে তুলবে যে বদলশীল সংকটকাল তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবরণসমূহ। তাদের বিশ্লেষণ এছাড়াও আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, উপনিবেশিকতা, ক্ষমতা-বলয়সমূহের আন্তর্জাতিক ভারসাম্য এবং যুদ্ধ এবং শান্তির রাজনীতি পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বিষয়টি সহজ করে বলতে আমরা মার্কসের কাজে রাষ্ট্রের প্রধান তিন রকমের বিবরণ চিহ্নিত করতে পারি। মার্কসের কাজকে একটি প্রোপাগান্ডামূলক প্রচেষ্টারুপে অধ্যয়ন করলে রাষ্ট্রকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণী দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে কমবেশি সফলভাবে চালিত শ্রেণী শাসনের অস্ত্র হিসাবে দেখব। এই পর্যবেক্ষণ কুখ্যাত- কিন্তু অকপট প্রচারগত এবং কৌশলগত প্রভাবের কারণে- কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে, যা ঘোষণা করে যে, একটি কমিটিই হল সেই নির্বাহী কলকব্জা যা পুরো বুর্জোয়াদের সাধারণ বিষয়গুলো পরিচালনা করে। তার প্রচারমূলক মর্যাদা ছাড়াও এই দাবিকে যর্থার্থ বলে প্রতীয়মান হয় ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সীমিত কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আলোকে। ১৮৭০-এর দশকে যখন এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিসর বড় হতে শুরু করল তখন বিষয়টি আর অত সরল থাকল না এবং এজেন্ডাতে সমাজতন্ত্রের জন্য একটি সংসদীয় পথের অবতারণা হল। মার্ক্সকে যদি আরো বিস্তৃত ঐতিহাসিক জ্ঞান নিয়ে পাঠ করা যায় তাহলে রাষ্ট্রকে শ্রেণী সংগ্রামকে জনস্বার্থে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে অথবা এমনকি রাজনৈতিক স্তরের একান্ত সুবিধার্থে নিপূণভাবে ব্যবহার করতে পারে এমন শক্তিশালী স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ দেখতে পাব। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সবচেয়ে বিখ্যাত- এবং উদ্দীপিত হয়ে মার্ক্সের ১৮৫০-এর দশকে লুই বেনাপার্তের শাসনাধীন ফ্রান্সের বিশ্লেষণে সম্মুখে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি একবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, বোনাপার্ট একটি প্রিটরীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে তৃতীয় বোনাপার্টের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পুরো সমাজের বিপরীতে নিজেদের চিত্রিত করতে শুরু করেছিল। সমাজের একটি অংশের হয়ে অন্য অংশের বিপরীতে নয় বরং কিছু মন্তব্যকারী এই ধারণা করেছেন যে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেণী সংগ্রামের স্বাভাবিক সময়ের প্রতীক এবং পরেরটা চিহ্নিত করে শ্রেণী সংগ্রামের অচলাবস্থার জন্ম দেওয়া এবং/বা সামাজিক বিপর্যয়ের হুমকি দেওয়া "অস্বাভাবিক" কালকে। তাদের এই ধারণা একটি গুরুতর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে প্রোপাগান্ডামূলক বিশ্লেষণ হিসেবে ভূলভাবে উপস্থাপণ করেছে যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে অবশ্যই পরবর্তীতে ঐতিহাসিক বি-

>>

শ্লেষণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পাঠ করতে হবে।

এই ধারণার সমস্যাটি দৃষ্টিগোচর হয় রাষ্ট্র সম্পর্কে একটা তৃতীয় ধরণের পাঠে যেটার শিকড় রয়েছে মার্ক্সের প্রথমদিককার হেগেল সমালোচনায়। যেটা মার্ক্সের সমস্ত জীবনব্যাপী পূনর্বিন্যস্ত হয়েছিল এবং যেটা ১৮৭১ এর প্যারিস কমিউন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র রাজনৈতিক সংগঠনের বিচ্ছিন্ন একটি মূর্তি যেটা শাসক ও শাসিতের পৃথকীভবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। এই পৃথকীভবন উৎপাদনের বিভিন্ন শ্রেণী-ভিত্তিক পদ্ধতিতে, বিভিন্ন সময়ের পুঁজিবাদের উন্নয়নে, এবং পুঁজিবাদের বিভিন্ন রুপ ধারণে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও মার্ক্স তার ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় খসড়াতে (১৮৭১) লিখেছেন, রাষ্ট্র ক্ষমতা হল "সর্বদা বিদ্যমান সামাজিক বিন্যাসের শৃঙ্খলা বহাল রাখার ক্ষমতা এবং যার ফলে শোষক শ্রেণী দ্বারা উৎপাদক শ্রেণীর অধস্তনতা ও শোষণ।" যাহোক ক্যাপিটালের তৃতীয় খন্ডে যেমনটা তর্ক করা হয়েছে, সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের রুপের সাথে শোষণের রুপ সম্পর্কিত। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণের উপর নৈর্ব্যক্তিক অধিপত্য জড়িতঃ এজন্য প্রভাবশালী শ্রেণী দ্বারা সরাসরি শাসনের প্রয়োজন নেই। এই ধরণের রাষ্ট্র সম্ভব কারণ শোষণকে শ্রম বাজারে রীতিসিদ্ধ অবাধ বিনিময়ের নামে চালিয়ে দেওয়া হয় (শ্রম প্রক্রিয়ার ভেতর স্বেচ্ছাতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও) যাতে শ্রেণী সমূহ অতিরিক্ত অর্থনৈতিক বাধ্যতা বা বাধ্যতামূলক সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত উৎপাদন সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের এবং বাজারের সম্পর্কের সীমার মধ্যে সংগঠিত অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের সাথে শোষণ ও আধিপত্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুহূর্তের প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছেদকে সক্ষম করে।

এটি একটি ভঙ্গুর সম্পর্ক এবং একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর আপস প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সে ১৮৪৮-১৮৫০ সালের শ্রেণী সংগ্রামে লিখে মার্কস গণতান্ত্রিক সংবিধানের একটি সর্বাঙ্গীণ অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করেছিলেন। যদিও সর্বহারার কৃষক ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্য এটি সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করে। এটি পুঁজিপতির সামাজিক ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার দ্বারা বজায় রাখে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষদের রাজনৈতিক থেকে সামাজিক মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত না এবং বুর্জোয়াদেরকে রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের উপর জোর দেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতী থেকে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছেদ এবং এর ফলশ্রুতিতে উৎপন্ন স্ববিরোধ ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শাসনকালের বিকাশ অথবা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতিগুলির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে কেন মার্ক্স খুব কমই অর্থনৈতিক যুক্তির শরণ নিয়েছেন।

কারণ এইগুলি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলির পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট অগ্রসরমান রাজনৈতিক সংগ্রামের ওপর নির্ভর করে। তদনুসারে যদিও তিনি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংকট ও অসঙ্গতিগুলি আবিষ্কার করেছিলেন মার্ক্সের অধিকতর বাস্তব বিশ্লেষণ এছাড়াও রাষ্ট্রের গড়ন, রাজনৈতিক শাসনামল, রাজনৈতিক বয়ান, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসম্যসহ আরো অনেক কিছুকে সযত্নে বিবেচনায় নিয়েছিল।

মার্ক্সের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পন্থা বর্তমান গবেষণা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ এবং সবচেয়ে উপযোগী। স্পষ্টতই দীর্ঘ নিবন্ধে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিগুলি এবং বিশ্ব বাজারের ক্রমবর্ধমান একীকরণ সম্পর্কিত মার্ক্সের মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী অভিমতগুলি কিভাবে মার্কস-এর বিশ্লেষণগুলির উন্নতিসাধন করতে হবে সেটা দেখানোর জন্য যথেষ্ট। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
বব জেসপ <b.jessop@lancaster.ac.uk>

> পুঁজিবাদের ভূ-অধিগ্রহণ আইনের একটি নতুন মার্ক্সসীয় পদ্ধতি

গুইলহারমে লেইতে গনসাল্ভেজ, রিও ডি জেনিরিও স্টেট ইউনিভার্সিটি (ইউইআরজে), ব্রাজিল

মূল চিত্র কর্ম (২০ x ৩০ চিত্রন টেবিলের উপর জলরং, ২০১১)। এঁকেছেন ফিলিপাইন চিত্রকর বয় ডমিনগুজ। "সবুজ দখল" জেপিএস বিশেষ সংখ্যা, ৩৯(২) এপ্রিল ২০১২। সম্পাদনা করেছেন জেমস ফেয়ারহেড, ম্যালিসা লিস ও ইয়ান স্কোপ্স।

> মার্ক্সবাদ ও আইন

মার্ক্সের আইন সম্পর্কীয় ধারণার যতটুকু আমরা জানতে পারি, তা মূলত ইবজেনি বি. পাসুকানিস-এর আইনী রূপের সমালোচনা হতে আবির্ভূত। এর সূচনা মূলত মার্ক্সের যুক্তি থেকে যে, পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক অবস্থান মূল্যের ধরণ অর্জন করে। যেখানে মূর্ত শ্রম নিষ্পন্ন হয় পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ের মাধ্যমে। এটি প্রত্যেক পণ্যের মালিককে স্বশাসিত ও সম অভিপ্রায়ে অন্তর্ভুক্ত করে। এই ধরণের অভিপ্রায় অস্তিত্বশীল হয় আইনী রূপ হিসেবে। এই আইনী রূপ বিভিন্ন ধরণের মূর্ত শ্রমের মাঝে এক ধরণের বিমূর্ত সমতা তৈরি করে, যা অসমতার স্বপুনরাবৃত্তিকে ঢেকে দেয়। আইন এভাবে প্রতিমা চরিত্র অর্জন করে।

আইনী রূপের প্রচলিত সমালোচনা আইন-কাঠামো ব্যাখ্যা করে, যখনই টাকা পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় এবং উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদিত হয়। এটি ব্যখ্যা করে, কেন আধিপত্য বিমূর্ত আধিপত্যের আকারে আবির্ভূত হয়, কিভাবে বর্তমান উৎপাদকের শ্রমের আত্মসাৎ অদৃশ্য থেকে যায় এবং সমতার বিনিময়ে অসমতা পুনরুৎপাদিত হয়। কিন্তু পুঁজিবাদ কি এই চক্রের মাধ্যমে হ্রাস পায়?

> পুঁজি সঞ্চয় ও ভূ-অধিগ্রহণ

পুঁজি সংগ্রহ চলমান রাখতে, পুঁজির দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রম নিযুক্ত করা হয়, যা উদ্বৃত্ত শ্রম তৈরি ও পুঁজি উৎপাদন করে। সৃষ্ট মূল্য নিরূপণের জন্য এই অপরিমেয় প্রক্রিয়াকে সম্ভাব্য সামাজিক অবস্থার সাথে লেনদেন করতে হয়। তখন সেখানে অতিরিক্ত সঞ্চয় দেখা দেয়, যা লাভজনকতার ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। এই পর্যায়ে, উদ্বৃত্ত মূল্যকে প্রবাহিত রাখতে, পুঁজি অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রসমূহ অনুসন্ধান করতে থাকে, যেটি একটি নতুন উচ্চ চক্রের সূচনা করে। এই গতিশীলতা সমমূল্যের পরিবর্তনশীলতার নীতির অনুরূপ না হয়ে বরং, (পুনঃ) উচ্চমূল্যের দাবির কারণে, সামাজিক ক্ষেত্রসমূহ অনুসন্ধানের সক্ষমতার অনুরূপ হয়। এটি আদি পুঁজি সঞ্চয়ের একটি চলমান রূপ।

মার্ক্সের কাজে আদি পুঁজি সঞ্চয়কে ধরা হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনা বিন্দু হিসেবে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা সামাজিক দলগুলোকে সহিংসভাবে দখলচ্যুত করার মাধ্যমে উৎপাদককে তার উৎপাদিত পণ্য হতে বিচ্ছিন্ন করে এবং এমন শ্রেণির ব্যক্তি তৈরি করে যারা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। রোসা লুক্সেমবার্গ বলেন, এটি পুঁজিবাদের নিজস্ব উন্নয়নের উৎপাদক; যেহেতু শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত মূল্যের সীমিত অংশ উৎপাদনের ভিত্তিতে বন্টিত হয়, তাই এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে, তা অপুঁজিবাদী বহির্ভাগ দৃষ্টিকোণে রূপান্তর করতে হবে। এই ধরণের প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা হয় স্পষ্ট সহিংসতা রূপে। ডেভিড হার্ভে বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে দেখেছেন, কিভাবে পুঁজি বঞ্চনার দ্বারা অতিরিক্ত পুঁজি সঞ্চয়ের সংকট নিরসন করে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই যুক্তিকে ক্লাউস দোরে ভূ-অধিগ্রহণ নামক উপপাদ্যে উন্নীত করেছেনঃ পুঁজিবাদী বিস্তার এখনও পর্যন্ত অপণ্যায়িত বহির্ভাগের স্থায়ী ও সহিংস পণ্যায়ন হিসেবে বিবেচিত।

ভূ-অধিগ্রহণ স্তরে আইনের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যা পাসুকানিস দেখিয়েছেন। যেমনটি লুক্সেমবার্গ-এর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, সমতুল্যতার পরিবর্তে, "শান্তি, সম্পত্তি ও সমতা, নিয়মের আকারে" যার অর্থ হল "অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ সম্পত্তি অধিকারে পরিণত হয়; শোষণ পরিণত হয় পণ্য বিনিময়ে; এবং শ্রেণি আধিপত্য সমতায়"। বিকল্প ভাবে, অপুঁজিবাদী ক্ষেত্রসমূহ বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে লুক্সেমবার্গ স্বীকার করেছেন যে, "ঔপনিবেশিক নীতি, আন্তর্জাতিক ঋণ প্রক্রিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ পন্থা এবং যুদ্ধনীতি; এখানেই সহিংসতা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার এবং লুণ্ঠন প্রকট হয়।" সংক্ষেপেঃ আইন স্পষ্ট বৈধ সহিংসতার মত কাজ করে এবং অসমতার নির্দেশ করে।

এভাবে ভূ-অধিগ্রহণ রাষ্ট্রের মধ্যে বিকশিত হয় বিদ্যমান সম্পদ সম্পর্কের সহিংস পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে। এই মডেলটি আইনী সংস্কারের ফসল যার লক্ষ্য যৌথ ও সাধারণ মালিকানার সম্পত্তি সম্পর্ককে ব্যক্তি মালিকানা সম্পত্তি সম্পর্ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা।

অধিকন্তু ভূ-অধিগ্রহণ স্থান সংক্রান্ত পুনর্গঠণকেও বোঝায়ঃ স্থানীয় জনগনের বহিষ্কৃত হওয়া তাদের সর্বসাধারণ ও সরকারী মালিকানার স্থান

>>

হতে বিতাড়িত করা, মুক্ত বেতনভুক্ত শ্রমিক হওয়া এবং উৎপাদনের অধীনতার নতুন নিয়মের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। এভাবে সরকারী ও সাধারণ ক্ষেত্রসমূহের মালিকানা দখলচ্যুতকরণের হাতিয়ার ছাড়াও, আইন দখলচ্যুতজনের নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক।

> ভূমি-অধিগ্রহণ ও আইন

ভূ-অধিগ্রহণ এর সামাজিক ও আইনগত পুনরুৎপাদন তিন ধাপে হয়ে থাকেঃ

১) বৈধ অপরতা

বৈধ অপরতা একটি প্রতীকী প্রক্রিয়া যা অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যায়নের মাধ্যমে অপুঁজিবাদী বহির্ভাগকে বিপথগামী ও নিকৃষ্ট অপরতা হিসেবে আখ্যা দেয়। এর প্রধান উপকরণ হল মানবাধিকার।

মানবাধিকারের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের উপস্থিতির পূর্বস্বীকৃতি দেয় যেটি দাবী করে যে, সকল মানুষকে সমান হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং এও দাবি করে যে, মানব মূল্যবোধের আইনগত সংরক্ষণ হল সার্বজনীন নীতি। এভাবে এটি যদি সত্যি হয় যে, ব্যক্তি নিজেই নিজের মধ্যে মানবতা ধারণ করে, কিন্তু তাদের কার্যাবলী অনিশ্চিত এবং নিজেরাই মানবাধিকারের বিরোধীতা করে, তাহলে মানবাধিকারের দয়িত্ব হল এই পথভ্রষ্টদের বাঁধা দেওয়া। এটিই ন্যায় বিচারের মানদন্ড প্রতিষ্ঠার সূত্র যেটি সামাজিক রীতিনীতি বিচারে ব্যবহৃত হয়।

বৈশ্বিক পুজিবাদে এই নিবন্ধ স্থানিক অনুক্রম তৈরী করেঃ যার একদিকে রয়েছে আধুনিক যৌক্তিকতা সম্পন্ন সভ্য স্থানসমূহ; অন্য দিকে, অন্যায়ের গহ্বর ও যুক্তিহীন আদর্শ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পার্থক্য সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ক প্রতিফলিত করে। এই অর্থে ন্যায্যতার মানদণ্ড হল শাসক শ্রেণীর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনীনতা, যারা এটিকে ব্যক্তি স্বার্থে আরোপ করে। এই মানবতাবাদী নিবন্ধ এভাবেই বাহ্যিক হস্তক্ষেপ এবং উপনিবেশায়ন এর চালক যন্ত্রে পরিণত হয়।

২) ব্যক্তিমালিকানাকরণের বৈধ দলিল

বহির্ভাগকে অপরতা হিসেবে চিহ্নিত করা হলে পণ্যায়নের সূচনা হয়। এই অবস্থাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আইন দলিল তৈরি করে যা সরকারী, যৌথ বা জনসাধারণের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে। এসব দলিল বিনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিমালিকানাকরণ এবং বৈশ্বিক বাজারে প্রদত্ত বিষয়ের সূত্রপাত ঘটানোকে সহজতর করে। এগুলো বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার অধীনে আবির্ভূত হয়ঃ সম্পত্তি বিক্রয়, সরকারী কোম্পানি বা অঞ্চল; সরকার ও ব্যক্তি মালিকানার অংশীদারিত্ব; ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানির কাছে সরকারী কোম্পানির সম্পদ বা প্রশাসনিক দায়িত্ব হস্তান্তর ইত্যাদি। এসব পরিকল্পনাগুলো বৈধ চুরি হিসেবে বিবেচিত, যেখানে রাষ্ট্র মূল্য সৃষ্টির জন্য, কার্যকর অগ্রগতির আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে জনগণকে তাদের ভূমি হতে অপসারিত করে এবং রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডকে পুনর্বিন্যস্ত করে।

৩) অপরাধ আইনের ব্যবহার

"নিষ্ঠুর আইন"-এর বিশ্লেষণে মার্ক্স অপরাধ আইনের ব্যবহারকে ভূমি বাজেয়াপ্তকরণের সমান বলে মনে করেছেন। যেহেতু চাষীদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং পুঁজিপতিদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রির ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন ছিল তাই তারা সম্পূর্ণরূপে শিল্পায়িত অর্থনীতি দ্বারা শোষিত ছিল না। এসব চাষীদের ভিন্ন রীতিতে সামাজিকীকরণ হওয়াই, তারা নতুন শ্রম-প্রক্রিয়া ও জীবনাদর্শের অনুরূপ হতে পারেনি। ভবঘুরেমির বিরুদ্ধে দমনমূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন শৃঙ্খলের সাথে খাপ খাওয়াতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়।

অপরাধ আইনের কার্যকর ধারণাটির পুনরাবৃত্তি ঘটে ভূ-অধিগ্রহণ এর প্রক্রিয়ায়। আইনী কৌশলসমূহ বারবার ব্যবহৃত হয় ক্ষেত্রসমূহের ব্যক্তিমালিকানাকরণ সহজ করার জন্য এবং সামাজিক দল ও স্থানীয় জনগণের সাম্প্রদায়িকতা ও যৌথ ব্যবস্থায় ভাঙন সাধনের জন্য- তাদেরকে শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে স্বাধীন করার জন্য। শ্রমিকরা একবার "স্বাধীন" হলে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরাধ আইন ব্যাহৃত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর অর্থ হল অপরের ইচ্ছাধীন ও সহজবশ্য কার্য সম্পর্কের সংযমন। এটি সংঘটিত হয় দারিদ্র্যের দূরবৃত্তায়ন নিয়মের মধ্য দিয়ে, যা জনগণকে অপরের ইচ্ছাধীন শ্রমবেতন ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে বাধ্য করে।

উপসংহার

পুঁজিবাদের সামাজিক ও আইনগত পুনরুৎপাদনের সাথে দুটি দিক জড়িত। সমচক্রের আদান-প্রদানে আইন কাজ করে বিমূর্ত সমতা ও স্বাধীনতা হিসেবে যেটি পণ্যপ্রীতির সাথে জড়িত। পুঁজিবাদের সম্প্রসারণবাদী চক্রে উপর্যুক্ত তিনটি পর্যায়ের মতো এটি সুস্পষ্ট বৈধ সহিংসতা রূপে দৃশ্যমান হয়। সমচক্রের আদান-প্রদানের বিবেচনা অতিরিক্ত পুঁজি গঠনের প্রবণতা দেখায়। যেটি সবসময় একটি মানসিক উত্তেজনার পর্যায়ে পৌছায়। এটি অপণ্যায়িত বহির্ভাগ এর উপর বাজেয়াপ্তকরণ দাবী করে। এভাবে পুঁজিবাদের সামাজিক-আইনী পুনরুৎপাদন বাস্তবায়িত হয় ভক্তিবাদী আইনী রূপ ও স্পষ্ট আইনী সহিংসতার মাঝে চলমান বিনিমের মাধ্যমে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
গুইলহারমে লেইতে গণসাল্ভেজ <guilherme.leite@uerj.br>

> মার্ক্স ও ভারতে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা

সতীশ দেশপান্ডে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

মোটামুটি বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে শুধু এ্যাংলো-আমেরিকান পাশ্চাত্যে একাডেমিক মার্ক্সবাদ রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ থেকে বেশি প্রসার লাভ করে। প্রায় সমগ্র বিশ্বে (শুধুমাত্র পূর্ব ইউরোপে অথবা পূর্বের সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়)। মার্ক্সবাদ একটা একাডেমিক প্ররোচনার চেয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা হিসেবে। আর এই কারনে পাশ্চাত্যের বাইরে তাকে নিয়ে লিখার সময় "মার্ক্স এবং সমাজবিজ্ঞান" বিষয়ক আলোচনা একটি বড় সামাজিক অনুষঙ্গে হওয়া দরকার।

১৯২০ থেকে ১৯২৫-এর মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কমুনিস্ট পার্টি (সিপিআই) ১৯৫২, ৫৭, ৬২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ৩ টি বড় নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ছিল। যদিও এটি বিজেতা ন্যাশনাল কংগ্রেস এর ৩৬০-এর বেশি আসনের বিপরীতে ৩০ টিরও কম আসন লাভ করেছিল। যদিও সিপিআই-এর ১৯৫৭ সালে দক্ষিন কেরালায় বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার গঠন করার অভিজ্ঞতা আছে। (বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ)। মার্ক্সবাদী সিপি আই অথবা সিপিএম (একবার ভেঙ্গে যাওয়ার পর গড়ে উঠেছিল) পশ্চিম বাংলার পূর্বপ্রদেশে প্রায় ৩৪ বছরের জন্য (১৯৭৭-২০১১) পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিল। (জনসংখ্যা প্রায় ৯ কোটি ১০ লক্ষ)। কিন্তু সাম্যবাদের নির্বাচনী গুরুত্ব হারিয়ে গেছে এবং বর্তমানে মধ্য ভারতের বন্য এলাকায়, ভারত সরকার এবং সংঠিত উপজাতীয় দল ভিত্তিক মাওবাদীদের মধ্যে চলমান সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রধানত ছত্তিশগড় প্রদেশে। (জনসংখ্যা ২ কোটি ৬০)। একটা সীমিত প্রভাব হল ছাত্র সংগঠনগুলোর মার্ক্সবাদী দল অথবা সংগ্রামের প্রতি আনুগত্য।

মার্ক্সবাদ ইন্ডিয়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু এটার প্রভাব সমাজবিজ্ঞানের চেয়ে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বেশি। সমাজবিজ্ঞানে ৩ জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাদের সবাই ভারতের সোসিওলজিকাল স্যোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। (অথবা পূর্বপুরুষ)

আর ৩ জনের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন প্রাসাদ মূখার্জী (১৮৯৪-১৯৬১), একজন শিক্ষানবিশ যিনি লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সংযুক্ত অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করতেন। তার প্রধান আকর্ষণ মার্ক্সবাদী মেথড বা পদ্ধতি, যেটা তার বই *On Indian History: A study in Method* (১৯৪৫)-এর বিষয় ছিল। তিনি নিজেকে মার্ক্সবাদী বলার পরিবর্তে "মার্ক্সোলোজিস্ট" বলতেন। কারণ তার মার্ক্সবাদ-এর প্রতি মনোভাব এবং মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক প্রবণতা যেটা এটাকে ভারতীয় নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে বিরত রেখেছিল।

তর্কসাপেক্ষে মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন দুর্জতী মুখার্জী। জাতীয়তাবাদী, মার্ক্সবাদী এবং সবার শেষে ট্রটস্কীবাদী রাজনৈতিক দলে (যেখানে তিনি আজীবন মেয়াদী সদস্য ছিলেন) পূর্ণ মেয়াদে সংগঠক হিসেবে কাজ করার পর একাডেমীক জীবনে তুলনামূলক একটু দেরীতেই প্রবেশ করেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়া সমাজবিজ্ঞানে তার ডক্টরাল থিসিস ১৯৪৮ সালে *The Social Background of Indian Nationalism* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এবং এটি ১২ বার পুনমুদ্রণ, ৬ বার সংশোধন, নানা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার পরও অন্যতম রচনা। তার বইটি সাম্রাজ্যবাদের কারনে সামাজ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনকে অর্থনৈতিক রূপান্তরের সাথে যুক্ত করতে বস্তুবাদী ইতিহাস মনন ব্যবহার করেছে। যেটা শেষে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। দেসাইয়ের যুক্তি ছিল যে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্রাজ্যবাদের সময়ে শুরু হয়ে গেছে, যেটা সিপিআই এবং সিপিএম-এর মতবিরোধী ছিল, যাদের মতামত ছিল যে ভারতীয় সমাজ তখনো অর্ধ-সামন্তবাদী।

জাতীয়তাবাদ ছাড়াও তিনি "ভারতে কৃষক এবং কৃষিভিত্তিক সংগ্রাম" নিয়ে একটি বই লিখেন। এছাড়াও আরেকটি দীর্ঘ বই লিখেন আইন এবং রাষ্ট্রীয় লঙ্ঘন নিয়ে। দেসাই বোম্বেতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ১৯৫১ সালে যোগদান করেন এবং সেখানে ১৯৬৯ পর্যন্ত ছিলেন। তার অবদান ছিল ভারতে একটি সুস্পষ্ট মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞান বিকাশের চেষ্টা এবং তার এই চিন্তা তার শিক্ষার্থীদের এবং তার অধীনস্থ শিক্ষানবিশ দের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।

দত্তরেযা নারায়ণ ধানাগ্রে (১৯৩৬-২০১৭) ব্রিটিশ মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী টম বটোমর-এর সাথে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং তার শিক্ষক জীবনের বেশিরভাগ সময় ভারতের পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছিলেন। ধানাগ্রের সামাজিক সংগ্রাম নিয়ে বিখ্যাত কাজগুলো হলঃ *Peasant movements in India* (১৯৮৩)

>>

"বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায়, মার্ক্সবাদ একাডেমিক চর্চার চেয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ"

and Populism and power (২০১৫)। তার লেখালেখি এবং তার ছাত্রদের মাধ্যমে ধানাগ্রে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণী বিষয়ক আলোচনার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বগুলো ইতিহাস (যেখানে এটা প্রভাবশালী) এবং অর্থনীতিতে (যেখানে এটা নগন্য বলা চলে) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত এই জ্ঞান শাখা তত্ত্বের উদাহরন পাওয়া যায় "উৎপাদনের উপায় বিতর্ক" এবং আরো কিছু তাত্ত্বিক দল-এর কাজের মধ্যে।

১৯৬০-এর শেষের দিক থেকে ১৯৮০-এর প্রথমদিকে পুরো একটা শিক্ষানবিস প্রজন্ম ভারতে সম্রাজ্যবাদী আমল থেকে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের উপায়কে ব্যাখ্যার একটি সুদুরপ্রসারী চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। (বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা)। ভারতীয় উৎপাদনের উপায় সম্পর্কিত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হল সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদের কৃষির একটা পরিবর্তন, যেটার ধারনা নেয়া হয়েছিল ডব-পল সীজি-এর ইউরোপের সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে পরিবর্তনের বিতর্ক থেকে। আর এটা পুঁজিবাদকে কৃষিভিত্তিক সমাজে নতুন তত্ত্বের আলোকে বর্ণনার ক্ষেত্রে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। যেমনঃ মজুরিভিত্তিক বনাম পারিবারিক শ্রম, উৎপাদনক্ষম বনাম উৎপাদনঅক্ষম উদ্বৃত্তের ব্যবহার, সাম্রাজ্যবাদী উৎপাদনের সম্ভাব্যতা এবং মার্ক্স-এর ক্যাপিটাল-এর ভিত্তিতে বৈধ এবং প্রকৃত ক্ষেত্রের পার্থক্য বাস্তবায়ন।

শিক্ষানবিশদের দল যারা সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ-এর বিধিতে ১৯৮০ এর শুরুর দিক থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যারা কাজ করছিলেন তারা একসাথে মাক্সীয় ইতিহাস বর্ণনা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদে-এর সম্পৃক্ততাকে সমালোচনা করেন। তারা বলেন, ইতিহাস অভিজাতশ্রেণীকে প্রাধান্য দেয় এবং সাব-অল্টার্ন শ্রেণিকে এড়িয়ে চলে। এটা গ্রামসিয়ান জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাকে ইঙ্গিত করে "আধিপত্য ছাড়া নিয়ন্ত্রণ"-এর অংশ হিসেবে যেটা প্রকাশ পায় "ভারতীয় বুর্জোয়াদের দেশের জন্য কিছু করতে পারার ব্যর্থতার মাধ্যমে এমনকি সাব-অল্টার্ন পরিবর্তনের দুর্বলতার কারণে। সাব-অল্টার্ন ইতিহাসবিদরা সামাজিক এবং সাংস্ক্রিতিক ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং স্থানীয় প্রতিরোধ এবং সংহতি। তখন থেকে একাত্মতা বিযুক্ত হয়, যদি তখন সদস্যরা একাডেমিকস এবং শিক্ষানবিশ ছিলেন।

সবশেষে, মার্ক্সবাদ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানে অবিচ্ছেদ্য অংশ। (অর্থনীতি বাদে সম্প্রতি)। মার্ক্সবাদী তত্ত্বসমূহ তাদের গুরুত্ব ধরে রেখেছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আরো প্রসারিত হচ্ছে বৈশ্বিক প্রবণতার কারণে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সতীশ দেশপান্ডে <sdeshpande7@gmail.com>

> একবিংশ শতাব্দীতে মার্ক্স

মাইকেল উইলিয়ামস[১], উইটওয়াটারস্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, আইএসএ-এর অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২) এবং গ্রাম আন্দোলন (আরসি ৪৪) শীর্ষক গবেষণা পরিষদের সদস্য

মার্ক্সীয় তত্ত্বে বর্ণ ও শ্রেণি বিভাজনের নতুন চিন্তা?

পুঁজিবাদের শোষণের বহুমুখী দিক এবং তা থেকে মুক্তির মার্ক্সীয় মতবাদগুলি সমগ্র বিশ্বব্যপী বিগত ১৫০ বছর ধরে বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ এবং সক্রিয়তাবাদীদেরকে অনুপ্রাণিত করে আসছে। এই পুরো পরম্পরাগত বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদটিই মার্ক্সবাদ নামে পরিচিত। অ্যাডাম স্মিথ, চার্লস ডারউইন, মহত্মা গান্ধী, যিশু খ্রিস্ট, নবীজী মোহাম্মদ এবং বুদ্ধ ব্যতীত খুব কম বুদ্ধিজীবী ও মূলধারার বক্তাদের বিশ্বব্যাপী এখনো এমন প্রভাব বজায় রয়েছে।

মার্কসবাদ একইসঙ্গে পুঁজিবাদকে বোঝার চেষ্টা করে এবং ব্যাখ্যা করে একইসাথে একে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে বিশ্বকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। অন্য ভাষায়, মার্ক্সবাদের অবদান দ্বিগুণঃ ১) পুঁজিবাদের গতিশীলতার বিশ্লেষাত্মক ধারণা। ২) রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শিক পথদ্রষ্ট। বিংশ শতাব্দী দল ও রাষ্ট্র ভিত্তিক এবং বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চল মার্ক্সবাদী আর্দশে প্রাচুর্যপূর্ণ ছিল।

> মার্ক্সবাদী চেতনার/ আর্দশের প্রভাব

আমি মার্ক্সবাদী আর্দশের প্রভাব নিয়েই বক্তব্য শুরু করতে চাই। তার চিন্তাধারা আধুনিক সামাজিক তত্ত্বকে প্রভাবিত করে, যেখানে সে পুঁজিবাদের আধুনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামাজিক অনুসন্ধানের প্রর্বতন করেন। তার মতবাদে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যেমন সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, গণমাধ্যম, দর্শন, নৃ-বিজ্ঞান এবং আন্তজার্তিক সর্ম্পকে প্রভাব রেখছে এমনি প্রাকৃতিক ও মূল ধারার বিজ্ঞান (ভূগোল ও তথ্য- প্রযুক্তি) এবং মানববিদ্যা (যেমন কলা, আলংকারশস্ত এবং সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বজায় রেখেছে। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পরে, মূলধারার অর্থনীতিবিদরা প্রকাশ্যে স্বীকার করে যে, পুজিবাদ সর্ম্পকে মার্কসীয় বিশ্লেষণ আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। মার্ক্সবাদ পুঁজিবাদের অন্যতম বাস্তবধর্মী ও বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দেয়। কিছু এটা পুঁজিবাদের শুধুমাত্র বিশ্লেষনই নয় বরং কিছুটা কল্পনা প্রসূত ও বটে। মার্কসীয় মতবাদ এবং আর্ন্তনিহিত পরামর্শ পুজিবাদ- পরবর্তী যে ভবিষ্যতের ধারনা দেয় তা বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক প্রসূত এবং তাত্ত্বিকভাবে অত্যাধুনিক সমাজতন্ত্রকে অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় একাবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের আগমন যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে ল্যাটিন আমেরিকা।

রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারনা মার্কসবাদের প্রভাবে অন্যপিঠ। বিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের ধারণার বাইরের যেসব ব্যতিক্রম ধর্মী চেতনাগুলো বিকাশ লাভ করছিল তারা মার্কসবাদ চেতনা থেকে ভবিষ্যৎ পুজিবাদ-উত্তর অনুপ্রেরণা পায়। ইতিহাস মার্ক্সবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত আন্দোলন উদাহরণ দ্বারা পরিপূর্ন। কিন্তু দূভাগ্যবশত বেশিরভাগ অভিজ্ঞতার কতৃত্বপরায়ণতা, অত্যাচার, শোষণ এমনকি গণহত্যার লজ্জাকর ইতিহাস ও বাস্তবিক অর্থে পুরুষ প্রধিকার, স্বজাতিকতা, উপনিবেশিক পোষকতার দোষে দুষ্ট। বর্তমানে আমরা দেখছি চীন এবং ভিয়েতনামে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের ছন্দবেশে পুঁজিবাদকেই উৎসাহিত করা হয়, আমরা এসব ইতিহাসে অবহেলা বা অস্বীকার করতে পারি না। এখন পর্যন্ত মার্ক্সবাদ অসাধারণ আন্দোলনের প্রেরণাদায়ক এবং সমগ্র পৃথিবী ব্যপী মানুষকে একত্রিত করে আসছে। রাশান বিপ্লবের সোভিয়েতরা উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন, আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে কিউবার সংহতি এবং তাদের এঙ্গোলা শাসনব্যবস্থা থেকে পৃথকীকরণের পাশবিক ও প্রাণঘাতী সংগ্রাম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, মার্কসবাদের উত্তরাধিকার অত্যন্ত

>>

গভীরভাবে সেই পথের প্রতিনিধিত্ব যে পথে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো মার্ক্স-বাদ দ্বারা অনুপ্রানীত হয় এবং মানুষের মানসিকতায় এমনভাবে রূপান্তর ঘটানো হয় যেন তারা পুঁজিবাদ "উত্তর বিশ্বের জন্য লড়াই করে- এমন একটা বিশ্বের স্বপ্ন দেখে যা অনেক বেশি সমমাত্রিক, ন্যায়সংত, শান্তিপূর্ণ এবং যেকোন ধরনের শোষণ ও নিপীড়নের থেকে মুক্ত। বর্তমানে উত্তর-আধুনিকতাবাদের উত্তরণের সাথে সাথে ক্ষমতা, সামাজিক বিভেদ অনি-শ্চিয়তা, অসমতা এবং প্রান্তিকতা মার্ক্সবাদের প্রয়োজনীয়তাকে পুর্নস্থাপন করে দিছে। সম্প্রতি মার্ক্সবাদের পুনঃপ্রবর্তন শুধুমাত্র উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর মার্ক্সবাদের কাছে ফেরা নয়। মার্ক্সবাদকে বোঝা নয়, মার্ক্সবা-দের টিকে থাকার জন্য প্রচলিত পুঁজিগুলীকে প্রাচীনপন্থা। গোড়া ও বিশু-দ্ধভাবে পড়ার প্রয়োজন নেই এবং রাজনৈতিক চর্চাকে ও প্রচলিত পথের বাইরে চিন্তা করতে হবে।

> প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবৈষম্য নীতি পরবর্তী সময়ে, জাতিস্বত্তা ও বর্ন-বাদের ভিড়ে মার্ক্সবাদকে মূলধারায় আনা সত্যিই কষ্টসাধ্য বিষয়। মার্ক্স-বাদের ব্যর্থতা এটাই যে একটি জাতিগত স্বকীয়বাদের নিরুপন করতে পারেনি বরং শুরুর দিকে জাতিসত্তা নিয়ে মার্ক্সবাদের ধারণা ছিল যে জাতিসত্তা একটি সামাজিক বাধা এবং ভ্রান্ত সচেতনতার প্রতিফলন। বিংশ শতাব্দীর পুরোটাই জুড়ে জাতিস্বতার বিষয়টি ক্রমাগত আলোড়ন তুলেছিল কেননা বিট্রিশ সম্রাজ্যবাদের পতন রাশিয়ান বিপ্লব। উপনিবে-শবাদ বিলুপ্তিকরণ, এবং বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রাম এর ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবাদী সত্তাটাই ফুটে ওঠে, মার্ক্সবাদ যখন থেকে জাতিসত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে শুরু করে তারা জাতি ও শ্রেণির মধ্যকার সম্পর্ক নিরুপনে উদ্যেগী হয় এবং প্রায়শই জাতিসত্তাকে শ্রেণি বৈষ্যমের কাছে এবং বর্ণবাদের কার্যকারিতাকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। মার্কসবাদ যুক্তি দেখায় যে বর্ণবাদ শ্রমজীবী শ্রেণিকে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং একে শ্রমজীবী শ্রেণীর সাম্যবাদের নীতি দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন। মার্ক্সবাদ শ্রমজীবী শ্রেণির অস্থিত্বের সর্বজনীনতা কী ভাবে বর্ণবাদের বিশেষত্ব অতিক্রম করে যায় তাই বোঝানোর চেষ্টা করে। অধিকতর বাস্তবধর্মী তত্ত্বগুলো জাতিসত্ত্বা এবং শ্রেণীর মধ্যকার প্রতিছেদকে ঐতিহাসিক অনিশ্চিত ঘটনা দ্বারা পরিস্ফু-টিত করার চেষ্টা করে এবং প্রাক-পুঁজিবাদ ও উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধ-তির স্পষ্টতাকে বিশ্লষণ করে থাকে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে, জাতিসত্ত্বা ও শ্রেণীর মধ্যকার স্পষ্টতা একটি যথাযথ প্রয়োজনীয়তার উপরে টিকে থাকে যেখানে রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক বর্ণ বৈষম্য নীতি জাতি ভিত্তিক রাজ-নৈতিক নিপীড়ন এবং পুঁজিবাদী শোষণ সবই একবিন্দুতে মিলিত হয়। যাইহোক বর্ণবৈষম্যের সমাপ্তি হলেও জাতিগত বৈষম্যের নির্দশনগুলো সমসাময়িক দক্ষিণ আফ্রিকাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাধ্যমে টিকে আছে যা বর্ণ বৈষম্যকে একই সাথে ক্ষয়িত করে পুনরুৎপাদন করে, বৈশ্বিক পুঁজি-বাদের প্রেক্ষাপটে বর্ণভিত্তিক নিপীড়নের ধারাবাহিকতাকে বুঝতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বিশ্বের আরও অনেক স্থানেরই নতুন মার্কসীয় বিশ্লে-ষণের প্রয়োজন, যার সূচনা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

> উপসংহার

মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদী ধারণা একাবিংশ শতাব্দীতে এসেও অনুরণন তুলতে পারে যদি আমরা মার্কসবাদকে বর্তমান সময়োপযোগী ব্যবহার রূপান্তরিত করে পুর্নপ্রণয়ণ করার মত সাহসী হতে পারি। নব্য পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলন ইতিমধ্যে এটির শুরু করে দিয়েছে মার্কসবাদ পরবর্তী অগ্রদূত এবং অন্যান্য পুঁজিবাদ বিরোধী ধারণা যেমন নারীদের, বাস্তুসং-স্থান, নৈরাজ্যবাদ, বর্ণবাদ- বিরোধী এবং গণতন্ত্র ও দেশীয় ঐতিহ্যসমূহ-কে একত্রিত করার মাধ্যমে। এই আন্দোলনগুলো সুসংগত আর্দশিক প্র-তিলিপি বা অভিজাত শ্রেণীর অগ্রদূত হিসাবে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা ভাবে না। বরং একটা বিশ্বাসকে অনুসরণ করে যে, অন্যরকম একটা পৃথিবী গড়া সম্ভব যা আসবে গণতান্ত্রিক, সমমাত্রিক, এবং পুঁজিবাদ পন্থা ব্যতিরেকে একটি নিয়মতান্ত্রিক, সমমাত্রিক পন্থায় আমজনতার হাত ধরেই, এটাই মার্ক্সবাদের নিজস্বতা।■

[১] উপর্যুক্ত যুক্তিগুলো দুইটি প্রবন্ধের প্রতিফলনঃ
Satgar, V. and Williams M. (2017) "Marxism and Class" in Kathleen Korgen (ed.) The Cambridge Handbook of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press;
Williams, M. (2013) "Introduction" in Michelle Williams and Vishwas Satgar (eds.) Marxisms in the 21st Century: Crisis, Critique & Struggle. Johannesburg: Wits University Press.

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মাইকেল উইলিয়ামস <michelle.williams@wits.ac.za>

> মার্ক্স ও দক্ষিণ বিশ্ব

রাজু দাস, ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কানাডা এবং আইএসএ-এর অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২) শীর্ষক গবেষণা পরিষদের সদস্য এবং **ডেভিড ফাসেনফেস্ট,** ওয়েনি স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ, আইএসএ-এর অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২) শীর্ষক গবেষণা পরিষদের কোষাধ্যক্ষ

কার্ল মার্ক্স ১৫০ বছর পুর্বে ইউরোপে বাস করতেন, যেখানে তিনি রাজনিতিতে সম্পৃক্ত হন এবং ইউরোপ সম্পর্কে লিখেন। তার লেখা হাজার হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে বিদ্বানরা হিসাব করেন যে মাত্র ৪০০ পৃষ্ঠায় নন ইউরোপীয় সমাজের কথা রয়েছে যার বেশিরভাগ অংশে বৃটিশ দেশীয় নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত, চীন এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের ওপর সাংবাদিকতা সম্পৃক্ত লেখা। কিভাবে তাহলে তার ধারণা সমসাময়িক দক্ষিণ বিশ্ব (পরবর্তীতে দক্ষিণ) ইউরোপ এবং শিল্পজাত দক্ষিণ দেশগুলোর চেয়ে আর্থিকভাবে বাস উন্নত দেশগুলোতে পৃথিবীর বেশীরভাগ জনসংখ্যা রয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত?

কোন সময়ে মার্ক্স লিখেছে, অথবা পুঁজিবাদী উন্নয়নের ভৌগোলিক কেন্দ্র এসব প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে রেখে আমরা মার্ক্স এর দক্ষিণ সম্পর্কিত আরো সুক্ষ্ম তারতম্যপুর্ন যৌক্তিক দৃষ্টি বিবেচনা করব। কিন্তু প্রথমে, দুটি বিপদ এড়ানো প্রয়োজনঃ বিশ্ব স্থানীয় অনন্যতা (উত্তরের নিদৃষ্টতা নিদৃষ্টকরন), ইউরোকেন্দ্রিক বিশ্ববাদ (যান্ত্রিক উপায়ে তার ধারণা ব্যাখ্যা করা যেন দক্ষিনের এলাকাগুলো একটি উচ্চতর ইউরোপ সাধারণভাবে একটি "পরবর্তি ইউরোপ")। আমরা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করি যে মার্ক্স এর প্রাসঙ্গিকতা তার নিজের সময় এবং জায়গার প্রতি সীমাবদ্ধ এবং একই কারণে দক্ষিনে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। উপনিবেশিক এবং আধুনিকোত্তর তাত্ত্বিকদের দ্বারা নেয়া একটি দর্শন যারা মানে যে দক্ষিনের এলাকাগুলো ইউরোপ থেকে অনেক ভিন্ন।

মার্ক্সের বিশ্লেষণ কেন্দ্র করেছিল ইউরোপের উপর যেহেতু জায়গাটিতে পুঁজিবাদ একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ভিত্তি স্থাপন করেছিল, বরং কোন অর্থ বহন করার চেয়ে যে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাগুলো কোনভাবে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অথবা অদ্বিতীয়। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে মার্ক্সের বিশ্লেষণ এবং লেখা এশিয়া এবং তৃতীয় বিশ্বজুড়ে অধিকতর বেশি অনুরক্ত এবং কার্যতঃ অগ্রসর ছিল।

ভৌগলিক ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মার্ক্সের ধারণাগুলোকে বিভিন্ন প্রকারে ফেলা যেতে পারে। প্রথম উদাহরণে শ্রেনী সমাজ হিসেবে তার মূর্ত ধারণাগুলোকে ধরা যেতে পারে যে তার শ্রেনী সংগ্রাম কি পুঁজিবাদী পন্থায় আছে নাকি সমাজ পুঁজিবাদীদের অগ্রসরতার নিচে পরেছে। দ্বিতীয়ত যেখানে তার কিছু ধারণা অগ্রসর পুঁজিবাদ নিয়ে নিদৃষ্ট করেছে যে, এটার আবির্ভাব হয়েছিল নব্বই এর দশকে ইউরোপে। আরো বলা যেতে পারে যে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল দক্ষিণে। ইউরোপে অগ্রসর পুঁজিবাদের ধারণাগুলোর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

মার্ক্সের সামগ্রিক ধারণাগুলো বুদ্ধিভিত্তিক কাজের একটি অংশ হিসেবে প্রতিফলিত হয় এবং শ্রেনী সমাজের সকল ধরণের গতিশীল পুঁজিবাদী সামাজিক পরিবর্তন প্রচারের চেষ্টা করে, যার মধ্যে যুক্ত থাকে নির্যাতিত দল যেমন নারী ও বর্নবাদি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পরিবর্তনশীল সমাজের গভীর কুসংস্কারগুলো এবং বস্তুবাদ চর্চা। মার্ক্সের পুঁজিবাদী সমাজের রাজনীতির অর্থনীতি বিবেচনা করে অর্থনিতি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও পরিবেশগত পরিবর্তনকে এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক অনুশীলন সম্পর্কে ধারণাগুলোকে সংরক্ষণ করে।

দক্ষিণ বিশ্বের জন্য মার্ক্স যে জীবনের উপর বস্তুবাদের প্রভাব দেখিয়েছেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক, যেখানে অধিকাংশ লোকের প্রয়োজন অসম্পূর্ণ থাকে। তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বিভিন্ন বৈষম্য, খাদ্যদ্রব্য, আশ্রয়, বস্ত্র ইত্যাদির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির (অভাব, আশ্রয়, বস্ত্র ইত্যাদি) শর্তাবলী অনুসারে দক্ষিণকে দেখতে দেয়। আরও বলা যায় দক্ষিণের এই গবেষণাটি উপনিবেশিকতা পরবর্তি বা উত্তর আধুনিকতাবাদ দ্বারা আকৃতিগত হয়েছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি মার্ক্সের সন্দেহজনক, দক্ষিণের উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি সমালোচনামূলক বিপ্লব এবং অবশ্যই মার্ক্সের নিজস্ব দার্শনিক ধারণাগুলির মধ্যে থাকা আবশ্যক। মার্ক্সের মতে প্রকৃতির একটি অংশ হিসাবে মানুষের বস্তুর যেমন প্রয়োজন আছে পাশাপাশি সংস্কৃতির ও প্রয়োজন আছে। এই চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য মানুষকে প্রকৃতির সাথে এবং একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তারা উৎপাদনের ভিত্তিতে তাদের শ্রমকে একত্রিত করে যা আসলে প্রকৃতি থেকে বের হয়ে আসে, উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কগুলোর দিক বিবেচনা করলে তারা তাদের প্রয়োজন গুলোকে সন্তুষ্ট করার উদ্দ্যেশেই বিভিন্ন জিনিস উৎপন্ন করে। উৎপাদন শক্তিগুলোকে উন্নত করলে একটি উদ্বৃত্ত উৎপাদিত হবে যা দ্বারা শ্রেণী বৈষম্য দূর করনে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। একটি শ্রেনী সমাজ সেটি উত্তর হক বা দক্ষিণ, সকল স্বাধীন বা পরাধীন শ্রমিকরা উদ্বৃত্ত শ্রমের যোগান দেয়। যেমন মার্ক্স তার ক্যাপিটাল এর ১ নম্বর নথিতে লিখেছেন-

> "সমাজের একটি অংশ যেখানেই হোক, উৎপাদনের মধ্যমগুলির একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। একজন শ্রমিক স্বাধীন হোক বা পরাধীন তাকে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রম-ঘন্টা দিতে হয় ও আরো অতিরিক্ত শ্রম-ঘন্টা দিতে হয় শুধুমাত্র তার উৎপাদন যন্ত্রের মালিকের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম তৈরি করতে, যেন এই মালিক একটি ক্রীতদাসের অধিপতি বা একজন আধুনিক জমিদার বা একজন পুঁজিপতি। (মার্ক্স, ভিন্টেজ প্রেস, ১৯৭৭ঃ ৩৪৪)"

যদিও মার্ক্সের অভিজ্ঞতাগত উদাহরণ ইউরোপ থেকে এসেছিল, তবুও পুঁজিবাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক। মার্ক্স যখন সর্বপ্রথম পণ্য উৎপাদন ও প্রচলন সম্পর্কে গুরুত্তারোপ করলো এবং যেন এটা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বানিজ্যের ভিত্তিতে

>>

"মার্ক্সের প্রাসঙ্গিকতা তার সময়ে ও স্থানে এমন কি দক্ষিণাংশে সীমাবদ্ধ আমরা এই দাবিকে মানি না"

আরো উন্নত হয়, তখনই বিশ্ব-বানিজ্যে পুঁজিবাদের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। পুজিবাদের আধুনিক ইতিহাসের দিনগুলি থেকে তৈরি হয়েছে বিশ্ব-বানিজ্য এবং একটি বিশ্ব-বাজার। এর প্রভাবে বিশ্ব-বানিজ্যের ভৌগোলিকতা একটি পুঁজিবাদের পূর্বশর্ত যেটি পরিবর্তিতে পুঁজিবাদের একটি বৈশ্বিক ঘটনায় পরিণত করেছে। মার্কসীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে দক্ষিণের দেশগুলিতে মৌলিকভাবে দেখা যায় যে, সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লব, কৃষি সাম্রাজ্যবাদ, বিপথগামী জাতীয় বিপ্লব, বিপ্লব বিরোধীতা, ব্যর্থতা বা ব্যর্থতা-বিরোধী বিপ্লবকে ঘিরে যেসব দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। দক্ষিণের পুঁজিবাদ গভীরভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও সহবস্থান দ্বারা সামাজিক গঠন দ্বারা প্রভাবিত হয় যার মধ্যে সামন্ততন্ত্র এবং পণ্য উৎপাদনের অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা বিদেশী-সমষ্টিগত ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত।

শেষের দিকে, সামাজিক পরিবর্তন ও পুঁজিবাদের প্রতিরোধে মার্ক্সের ধারণাগুলি দক্ষিণ বিশ্ব, সোভিয়েত পরবর্তী সমাজ এবং অন্যান্য উর্ধমুখী বাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আরও উন্নত হয়েছে। আঞ্চলিক মার্ক্সবাদ, এশীয় মার্ক্সবাদ, ল্যাটিন আমেরিকান মার্ক্সবাদ, ভারতীয় মার্ক্সবাদ, এবং চীনা মার্ক্সবাদের (যা বর্তমানে চীনের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মার্ক্সবাদের বিভিন্ন স্কুলগুলিতে উন্নীত করা হয়) বৈচিত্র রয়েছে এবং যে আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদ বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদ, কৃষি পরিবর্তন ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান হয়, প্রস্তাব দেয় যে মার্ক্স দক্ষিণের উদ্বেগের বিষয়গুলির সাথে প্রাসঙ্গিক। এই মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ দ্বারা দক্ষিণে প্রকাশিত মার্ক্সবাদী জার্নালগুলির আকারেও নির্দেশিত হয় বা সাধারণভাবে দক্ষিণের সাথে আচরণ করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ডেভিড ফাসেনফেস্ট <david.fasenfest@wayne.edu>
রাজু দাস <rajudas@yorku.ca>

> চীনের শ্রেনী বৈষম্য ও সামাজিক সংগ্রাম

জেনি চ্যান, হং কং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি, হংকং এবং আইএসএ-এর শ্রম আন্দোলন (আরসি ৪৪) শীর্ষক গবেষণা পরিষদের সদস্য

চীনে জিনিসপত্র পৌঁছে দেবার সেবা কর্ম। চিত্র গ্রহণে জেনি চ্যান।

২০১৭ সালের ১৮ই নভেম্বর রাতে বেইজিংয়ের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকণ্ঠে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল, সেখানে প্রাণ হারান ১৯ জন, তাদের মধ্যে ছিল আটটি শিশু। ঐ দ্বিতল ভবনটি একটি বেসমেন্ট সমেত অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত ছিল এবং সস্তা ভাড়ার ভাড়াটেদের দ্বারা ভরতি ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ও বেঁচে যাওয়া মানুষদের জরুরি সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে, সরকার হাজার হাজার "নিম্ন-আয়ের" জনগণকে রাজধানী শহর থেকে বের করে দেওয়ার কাজে সক্রিয় হন। সরকারী পরিভাষাতে নিম্ন আয়ের মানুষ একটি অপমানকর শব্দ। প্রাণঘাতী আগুনের কারণে শহরতলির নিরাপত্তা পরিদর্শনের প্রচারাভিযান-এর অজুহাতে সরকার বেআইনি ভাড়া বাড়ী, কারখানা, গুদাম, পাইকারি বাজার, স্কুল, রেস্তোরাঁ ও দোকানগুলির অবৈধ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার অভিযান শুরু করে। এর ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পারিবারিক জীবনকে ব্যাহত করে। এই গন উচ্ছেদ - যা প্রথম ছিল না এবং সম্ভবত শেষও না-সুশীল সমাজে একটি প্রতিবাদ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, যদিও বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠস্বর দ্রুত মূলধারার জাতীয় গণমাধ্যম থেকে আড়াল করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী চীনের উত্থানের সাথে, নিম্ন আয়ের নাগরিকরা "উচ্চ সমাপ্তি" শহরের পাশাপাশি থেকে একটি ভাল কাজের পরিবেশ এবং সুন্দর জীবনযাত্রার অবস্থার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। চীনের রাষ্ট্রকে অবশ্যই "চীনা স্বপ্ন" অর্জনের যে নিরলস প্রচেষ্টা এবং এর বিভিন্ন প্রচার তা জনগণের পীড়নের আলোকে নিরীক্ষণ করা হবে।

> চীনের গ্রামীণ অভিবাসীদের উৎপাদন ও সামাজিক পুনরুৎপাদন

গত চার দশক ধরে চীনের দ্রুত মূলধন গঠন মূলত গ্রাম থেকে আঞ্চলিক অভিবাসী কর্মীদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ২৮২ মিলিয়ন গ্রামীণ অভিবাসীরা সারা দেশ জুড়ে শহর ও শহরগুলির উৎপাদন, সেবা এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরে ৫০ মিলিয়নেরও বেশি লোকের যোগ হয়েছে যা কিনা চীনের মোট জনসংখ্যা এক পঞ্চমাংশের মত। নগরসরকারগুলি একটি "পয়েন্ট সিস্টেম" গ্রহণ করেছে যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট গ্রামীণ অভিবাসীদের, বিশেষ করে বড় উদ্যোক্তাদের, একটি শহুরে পরিবারের নিবন্ধন, যেমন একটি বাড়ির মালিকানা, বিশেষ কাজের দক্ষতা, এবং শিক্ষাগত অর্জনের মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে

>>

চীনে তৃনমূলে জিনিসপত্র সরবরাহ।
চিত্র গ্রহণে জেনি চ্যান।

নিবন্ধিত করা হয়। যাইহোক, শহরে অনেক বছর কাজ করার পরও বেশিরভাগ অল্প শিক্ষিত অভিবাসী এবং তাদের সন্তানরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হন এবং তাদেরকে গ্রাম্য আবাসিক অবস্থা বজায় রাখতে হয়। এজন্য তাঁরা গনশিক্ষার সমান সুযোগ পান না, ভর্তুকি দেওয়া স্বাস্থ্যসেবা এবং অবসরকালীন সুবিধার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং তাঁরা অল্প পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য হন।

নিম্ন আয়ের অভিবাসী শ্রমিকরা প্রায়ই ডরমিটরিতে থাকেন, যা নিয়োগকর্তার জন্য সুবিধাজনক। প্রথমত, এটি সাশ্রয়ী এবং শ্রমিকরা তাদের অবসর সময়ে পরবর্তী কাজের সময়কালের জন্য সদা প্রস্তুতি নেওয়া নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। কাজ এবং জীবনের মধ্যে সামাজিক-স্থানিকম সীমার ব্যবধান কমিয়ে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উতপাদন কাজ সম্পন্ন করা এবং দরকার হলে ওভারটাইম কাজ নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক হয়। সবকিছুর মধ্যে-এক, উৎপাদন কর্মশালা, গুদামঘর, এবং আবাসিক জায়গাগুলির বহু মাত্রিক স্থাপত্য প্রাথমিক যুগের শিল্পায়িত অঞ্চলের অনুরূপ ছিল এবং এখনও চীনের সমসাময়িক শহরগুলির মধ্যে এই বহুমাত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অভিবাসী শ্রমিকদের কাজে মনোনিবেশ করান হয়।

তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাধীনতা অনুসন্ধানের জন্য, যত তাড়াতাড়ি তারা ব্যয় ভার বহন করতে পারে তখনি বেসরকারী অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করার জন্য ব্যবস্থাপনা- আধিপত্য সমষ্টিগত ডরমিটরি ত্যাগ করে। প্রায়ই এইসব জানালাবিহীন বা শুধুমাত্র একচিলতে জানালা সম্বলিত সস্তা ভাড়ার ঘর বাইরের বিশ্বের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র যোগাযোগ। এসব আবাসন মশা, ইঁদুর এবং তেলাপোকার ভারে আক্রান্ত থাকে। বিদ্যুৎ, পানি এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ফি ও চড়া। বড় শহরগুলোতে বেসরকারি আবাসনের আকাশচুম্বী ভাড়াবাবদ শ্রমিকদের আয়ের একটা বড় অংশ বাড়ির মালিকদের পকেটে চলে যায়।

অভিবাসী শ্রমিকরা খাদ্য বিতরণ, প্যাকেজ বিতরন, গাড়িচালনা, এবং গৃহসজ্জা পরিসেবাতে তাদের শ্রম বিক্রি করছে। এ ধরনের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাঁরা চীনের জিডিপি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে এবং অর্থনীতিকে উৎপাদন থেকে সেবা পরিসেবাতে স্থানান্তরণ করতে সাহায্য করছে। ডিজিটাল অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান বিস্তারের সাথে, প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাপ্লিকেশানগুলির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নতুন "নমনীয়" বা অস্থায়ী কাজ তৈরি হয়। স্বাধীন ঠিকাদার ও অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে তারা জাতীয় শ্রম আইন দ্বারা পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত নয়; তাদের চাকরির নিরাপত্তা এবং উপার্জনের স্থায়ীত্ব কম। ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পর অপ্রচলিত কর্মস্থল এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মী তাঁদের পরিবার, ছেলেমেয়ে নিয়ে যে ধরনের অসহায় জীবন যাপন করছিলেন সেই পুরো ব্যাপারটি সবার নজরে আসে। অনেক কর্মজীবী মানুষকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অস্থায়ী বাসার জন্য চড়া দরে ভাড়া দিতে হতো, বাকিরা অন্য কোন উপায় না পেয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হন।

সরকারগুলোর "পরিষ্কার" অভিযান গুলোর লক্ষ্যবস্তু ছিলেন । গ্রামে ও শহরগুলিতে "উন্নয়ন" এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের নামে গ্রামাঞ্চলের ভূমি শহরগুলির দখলদারিত্বের প্রক্রিয়া তীব্রতর করা হয়েছে। এতে অনেক গ্রামবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছে, জমিটি পর্যন্ত ফেরত পাওয়া দূরে থাক চাষাবাদ করার অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছেন। ক্ষমতাহীন, ভূমিহীন শ্রমিকরা, যারা তাদের গ্রামগুলিতে জন্মগত প্রাপ্ত পরিবারের জমিগুলোর মালিকানা হারিয়েছেন, তাদের অতিরিক্ত বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নিয়োগকর্তারা জমি হারিয়ে ফেলেছেন এমন গ্রামবাসীদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করতে অনিচ্ছুক, কেননা এইসব নিয়োগকারীদের অতিরিক্ত মজুরি দিতে হয়। গ্রামীণ প্রজেক্ট ঠিকাদাররা, বিশেষত নির্মাণ শিল্পের আওতাভুক্ত ঠিকাদাররা স্থানচ্যুত ও ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিকদের নিয়োগ করা থেকে বিরত থাকে, কেননা এইসব শ্রমিকদের মৌলিক জীবিকা বজায় রাখার জন্য তাদের বেতন-ভাতা বেশী দিতে হয়। বেকারদের মধ্যে, ভূমিহীন অভিবাসীদের অবস্থান সর্বনিম্নে।

> সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন আন্তঃ-শ্রেণী একতা?

প্রকৃতি ও শ্রম উভয়ই পুঁজি গঠনের মূল অংশঃ পুঁজি গঠনের গতি যত দ্রুততর, প্রকৃতির শোষণ এবং শ্রমের অবমূল্যায়নও ততটা গতিশীল হয়। ভূমিবঞ্চিতের দল ও সর্বহারাদের সৃষ্টি বেইজিংয়ের ধনতন্ত্র আগমনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রাদেশিক এবং নিচু পর্যায়ের সরকারী তদারকির অধীনে, শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি আরো কৃষি জমি অধিগ্রহণ করছে এবং গ্রামীণ এবং শহুরে শ্রমকে নিজেদের মুনাফার জন্য ব্যবহার করছে। তৃণমূল পর্যায়ের শ্রমিকের সংগ্রাম যা স্থানীয় একটি আন্দোলন তাকে একযোগে বিশ্বব্যাপী পুঁজির ক্ষমতা এবং চীনের রাষ্ট্রীয় স্তরের সকল শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে হয়।

অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের তাতক্ষণিক ও স্থানীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষোভ গুলো, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষাপটে, আন্তঃশ্রেণী বিভাজন এবং শহর-গ্রামাঞ্চলে বিভক্তির পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। পণ্ডিত এবং সংগ্রামী হিসাবে, শ্রম অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করার জন্য আমাদের অসহায় শ্রমিক শ্রেণীর এবং অন্যান্য বঞ্চিত সামাজিক শ্রেণির সাথে শক্তিশালী একাত্মতা গড়ে তুলতে হবে। কঠিন সংগ্রাম ছাড়া একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং একটি উপযুক্ত আবাসনের অধিকার লাভ সম্ভব নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
জেনি চ্যান <jenny.wl.chan@polyu.edu.hk>

> ভারতের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তুলনামূলক গবেষণা

নীহারিকা জেইসাল, নয়া দিল্লি, ভারত

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যকরণ ভারতের এবং সমগ্র বিশ্বের সর্বজনীন শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ভারতের উদারনৈতিকতার রাজনীতির আবির্ভাবের জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়ন এবং বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা অন্তর্ভূক্তির মূল পরিকল্পনাকারী, বৈশ্বিক যোগাযোগ এবং বেসরকারী খাতগুলো "সম্পুরক জ্ঞানক্ষেত্র" তৈরীতে কী কী গুণাবলী প্রয়োজন তার নির্দেশনা তৈরীর ক্ষমতা লাভ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা যে একটি "জনকল্যাণমূলক সেবা" তার পরিবর্তে শিক্ষা ব্যবস্থা একটি "বেসরকারী পণ্য" এই ধারণাটিই জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চিহ্নিত হয় এক একটি "ব্র্যান্ড" যারা বাজার উপযোগী পাঠ্যক্রম নকশা করে। এই মতাদর্শের কারণে উদার-নৈতিকতাবাদকে "অনুৎপাদনশীল" হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং সমাজবিজ্ঞানের মত জ্ঞানের শাখাগুলোকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন করে নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে হচ্ছে।

যখন বাজারজাতকরণের পেছনে এই কালের হাওয়া বিস্তৃতভাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেল তখন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কম পরিচিতি পাচ্ছিল তবু সরকারী ও বেসরকারী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ই অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমকেন্দ্রিক ছিল। সমকেন্দ্রিকতার প্রশ্নে "সরকারী" বলতে একটি উদারনৈতিক, ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক, বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সমাজে "সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা" কে বোঝায়। আমার যুক্তিতর্কে আমি দুইটি সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয় ও একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের সমাজ-বিজ্ঞানের কাঠামো ও পাঠ্যক্রমের মধ্যকার গঠনতান্ত্রিক পার্থক্য তুলনা-মূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করব- সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় দুটি

>>

হল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (ডিইউ) এবং আম্বেকার বিশ্ববিদ্যালয় (এইউডি)" এবং একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় (এসএনইউ), যা দিল্লীতে অবস্থিত।

ডিইউ ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ২০১২ সাল থেকে এটি ক্রমাগত ত্রুটির শিক্ষাগত অনুষ্ঠানগুলোকে বার্ষিক ধারা থেকে পুনঃপরীক্ষা করা হয়, সেমিস্টার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, চার বছর ব্যাপী স্নাতক প্রোগ্রাম (এফওয়াইইউপি), এবং চুড়ান্তভাবে ২০১৫ সালে পছন্দ অনুযায়ী ক্রেডিট ব্যবস্থার ব্যাপারে।

এইউডি হল একটি সরকারী (সিবিসিএস) বিশ্ববিদ্যালয় যা ২০১০ শুধুমাত্র মানবিকতা এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে এসএনইউ ২০১১ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। যদিও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাত্রা শুরু করে এবং এদের শিক্ষাগত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এদের কার্যক্রম একরকম।

প্রথমত এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যাবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবকাঠামো তৈরি করে যা একইসাথে "নতুনত্ব", বৈকল্পতা এবং উন্নত চাকুরীর সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করে। এফআইইউপি এবং সিবিসিএসএ বর্ধিত অভিমত কে নির্বাচিতের কাঠামোতে উপস্থাপন করা হয় যা জনপ্রিয় বিষয়বস্তু যেমন উন্নয়ন, গনমাধ্যম, দৃশ্যমান সংস্কৃতি ইত্যাদির উপরে পাঠ্যক্রম পেশ করে। "ফলিত পাঠ্যক্রম" দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এফআইইউপি পরিকল্পনা, অথবা সিবিসিএস পরিকল্পনার মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা সহায়ক পাঠ্যক্রম, অথবা এইউডি এবং এসএনইউ এর মূল পাঠ্যক্রমের সাথে সহায়ক পাঠ্যক্রমের যে নকশা, সবকিছুই শিক্ষার্থীদের চাকুরীগত যোগ্যতা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতাকে সরাসরি উৎসাহিত করে।

দ্বিতীয়ত, পাঠ্যক্রমগুলোর আন্তঃসংহতি এবং তুলনামুলক প্রাসঙ্গিকতা দৃশ্যমান হচ্ছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এফওয়াইইউপি এবং সিবিসিএস-এর সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যসূচীর, আন্তঃশৃঙ্খলা পরিচিতি পাচ্ছে অন্যান্য বিভাগগুলোর পাঠ্যক্রম নির্বাচনের মাধ্যমে।

এসএনিউ'র 'সহায়ক' পাঠ্যসূচী এবং 'স্বাধীন পাঠ্যদল' নির্বাচন করার সুযোগ একই ধরনের পরিচিতি পর্ব তৈরী করার পরামর্শ দেয়। আন্তঃশৃনখলা সূচিত হয়েছে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা সাহিত্যর মত পাঠ্যক্রম থেকে যা নির্বাচিত, অথবা 'মৌলিক পাঠ্যক্রম' হিসাবে বিবেচ্য। যাইহোক, মূল সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের সাথে সাথে অন্যান্য অনুষদের উপস্থিতি শুধুমাত্র এইউডিতে উপযোজিত হচ্ছে তাও পাঠ্যক্রমের অধিভুক্ত বিষয় হিসাবে। এই কার্যসূচীর সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা পাঠ্যসূচীর এবং গবেষনার মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়। সিবিসিএস-এর এফওয়াইইউপি-এর 'নির্বাচিত' অথবা 'মৌলিক পাঠ্যসূচী' 'সমাজবিজ্ঞানের সংগ্রাম" নৃতাত্বিক চলচ্চিত্র নির্মান' ইত্যাদি নামের কতকগুলো নতুন নতুন ধারা তৈরী করেছে। এছাড়াও ১৯৯০ সালের পর থেকে যে সাহিত্য ও গবেষনাপত্র গুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলাও স্পশটতই বেশিরভাগ পাঠ্যসূচীর তালিকাকে প্রভাবিত করে। ধরা যাক, এইউডি'র 'জেন্ডার ও সমাজ' বিষয়ক পাঠ্যক্রমের ৩৫টির পাঠ্যের ভেতরে ৩০ টি প্রকাশিত হয়েছে। এভাবেই গবেষনার বিভিন্ন ধারাগুলোকে একীভূত করার জন্য প্রয়াস চালানো হয়েছে, যা জ্ঞান ও বৃত্তির উৎস। একইসাথে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তি ও দক্ষতা বৃত্তির পিছনে অনুঘটকের মত কাজ করে।

তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ যোগসূত্র সমস্ত কার্যক্রমগুলোকে গুরুত্ববহ করে তোলে। সিবিসিএস এ ক্রেডিট পদ্ধতির প্রমিতরুপ নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে মূল্যায়ন করে দেয়। 'সাংগঠনিক প্রকাশ' অথবা "অভিব্যাক্তির উপরে কর্মশালা " বিষয়ক পাঠ্যসূচী গুলো এইউডিতে, এবং "গবেষনা পরীক্ষামূলক এবং ফলিত বিদ্যা" বিষয়ক পাঠ্যসূচী এসএনিউ তে চালু হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ধরনের এনজিও ও গবেষনার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কর্মদক্ষ করে তুলেছে। এছাড়াও নৃতত্ব, বাস্তবমুখী গবেষনা, প্রবন্ধ লিখন কিংবা স্নাতক পর্যায়ের গবেষনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বের প্রতি আগ্রহের অনীহা, বাস্তবমুখী গবেষণা কে "পুঁথিগত" বিদ্যার তুলনায় অধিক উৎসাহিত করে। চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব তৈরী করে যা তাদের বাজারজাতকরণ কৌশলের একটি। যেমন এইউডি এবং এসএনইউ, ইয়েল, সায়েন্সেস পো, স্টামফোর্ড, বার্কলে ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একত্রিত হচ্ছে যাতে তাদের শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন করা যায়। এভাবেই সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা আন্তঃশৃঙ্খলিত, সমসাময়িক এবং সুসংহত অনুষদ হিসাবে একই মোড়কে আত্মপ্রকাশ করে যা তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং বৈশিক প্রসারত সুযোগ করে দেয়। যাইহোক, সমাজবিজ্ঞানের নির্যাস-এর সংকট পূরনতা ও সৃজনশীলতা সত্বেও আপোষহীনভাবে টিকে আছে। ডিইউ, এইউডি এবং এসএনইউ-এর মধ্যকার মিল একটা সুপারিশ করে যে, তারা নব্য-উদারনৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত সার্বজনীন জ্ঞানের উৎসকে উষ্ণ আভ্যর্থনা জানায়। এই পরিবর্তনটাই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা এবং অবস্থানের উপরে প্রভাব বিস্তার করে কেননা সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থার পোষকতা করার পাশাপাশি সামাজিক কল্যানকেও অগ্রসর করানোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বৈষিক বাজারে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনের চাহিদাগুলো এই বিষয়টিকেই ছোট করে দেখে। বাজার চালিত শিক্ষাব্যবস্থা কি আদৌ নিজেকে "কল্যানমূলক" দ্রব্য হিসাবে তুলে ধরতে পারবে? আমরা অনুশীলনকারীদের ভূমিকাকে কি হিসাবে মূল্যায়ন করব "শিক্ষার্থী" নাকি ভোক্তা? শিক্ষা ব্যবস্থার নব্যউদারনৈতিকতার- দৃষ্টান্ত "সর্বসাধারনের জন্য" ধারনাটির দশমিক ভাবার্থকে বিপন্ন করে ফেলেছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গুলো নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার শেকড় তাদের স্বত্ব পরিবর্তনের ভেতরে নিহিত নয়; বরং এই পরিবর্তন এনেছে জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত স্থান, জনগনের ভূমিকা, মূল্যবোধ ও প্রণোদনা পরিবর্তনের মাধ্যমে। সর্বসাধারণ পরিমন্ডলের বিশেষত্ব হল এর সদস্যদের মধ্যকার সাম্য আলোচনার সূক্ষাতিসূক্ষ বিশ্লেষণ, সর্বমতবাদের অংশগ্রহণ, এবং সাংবিধানিক অধিকার ও নাগরিকত্বের আইনগত সংগঠনের কার্যক্ষেত্র।

এভাবেই কল্যানমূলক রাষ্ট্র সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা, পানি, রাস্তাঘাট অথবা চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান করে জনসাধারনের জন্য। নতুন মতবাদ অনুসারে- "সরকারী" ও "বেসরকারী ' বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যকার সকল পার্থক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য "বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ের" ধারনাটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে যা সাম্যবাদের মূল্য, সমলোচনামূলক চিন্তাভাবনা কে বিলুপ্ত করে এবং গনতান্ত্রিক দেশগুলোর ঐতিহাসিক সীমারেখা কে অতিক্রম করে প্রবেশযোগ্যতা ঘটায়। ভারতে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারমুখী শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক আদেশ সর্বসাধারণের জন্য শূন্যগর্ভ তৈরী করছে। পরিশেষে, বিশ্ববিদ্যালয় গুলো হয়ত বৈশিক প্রতিযোগিতার বাজারে "বিশ্বজনিন পরিমিতি তৈরী করার সাফল্য লাভ করবে, যাকে আমরা "গুনগত শিক্ষা" বলে অভিহিত করব, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমতার রাজনীতিকে উপেক্ষা এবং "সর্বসাধারণের" গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপান্তর মূলত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল স্বত্বাতেই শূন্যতা তৈরী করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
নীহারিকা জাইসাল <niharika.27.j@gmail.com>

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এর

নতুন সম্পাদনা পরিষদ কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন নয়

চলতি সংখ্যার মধ্য দিয়ে *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর সম্পাদক পদের পরিবর্তন হচ্ছে। ব্রিগিতি অ্যালুনবাছের ও ক্লাউস দোরে মাইকেল বুরাওয়ে-এর কাছে থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। মাইকেল বুরাওয়ে-ই মূলত উৎসাহের সাথে এই সাময়িকীর যাত্রা শুরু করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে সমন্বয়কারীদের সহযোগিতায় ও ১৭ টি ভাষায় অনূদিত হয়ে *গ্লোবাল ডায়ালগ* সমগ্র বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ একাডেমিক ও একাডেমিক-এর বাইরের পাঠকের জন্য প্রকাশ করে। এমন বিস্তৃত ক্ষেত্রের লেখক, অনুবাদক ও সমর্থকদের সাথে কাজ করা একই সাথে সম্মানের ও প্রতিকূলতার। নতুন তবে সম্পুর্ণ নতুন নয় এমন পরিষদ গোটা বিশ্ব থেকে অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের সম্পৃক্ত করে এই তাৎপর্যপূর্ণ সাময়িকী-কে সমৃদ্ধ করতে উদ্যমী।

ব্রিগিতি অ্যালুনবাছের সমাজবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক, অষ্ট্রিয়ার লিঞ্জে জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওরি অফ সোসাইটি এন্ড সোশ্যাল এনালাইসিস বিভাগের প্রধান, ২০১৬ সালে ভিয়েনাতে তৃতীয় আইএসএ-এর সমাজবিজ্ঞানের সভার সহ আয়োজক হিসেবে স্থানীয় আয়োজক দলের সহ-সভাপতি ছিলেন। তার গবেষণার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ২৪ ঘন্টা তত্ত্বাবধান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বানিজ্যিকরন-এর উপর চলমান প্রায়োগিক গবেষনা সহ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, লিঙ্গ ও আন্ত-বিরোধী অধ্যায়ন, কর্ম ও যত্নের সমাজবিজ্ঞান।

ক্লাউস দোরে জার্মানির জিনাতে অবস্থিত ফ্রেড্রিক ছিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং একই সাথে তিনি শ্রম, শিল্প ও অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। তার গবেষনার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদের তত্ত্ব, আর্থিক সংক্রান্ত পুঁজিবাদ, অস্থায়ী ও নিরাপত্তাহীন কর্মসংস্থান, শ্রম সম্পর্ক ও কৌশলগত সংঘবাদ। বর্তমানে তিনি (হার্থমুত রোসা-এর সঙ্গে) জার্মান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত ক্রমবিকাশমান পরবর্তী সমাজ নিয়ে গবেষণা দলের সহকারি পরিচালক।

আগামী সম্পাদকদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে অপর্ণা সুন্দর নামের একজন সহযোগী সম্পাদক এবং জোহান্না গ্রুবনার ও ক্রিস্টাইন সিকার্ত নামের দুই জন সহকারি সম্পাদক। **অপর্ণা সুন্দর** কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি টরেন্টোর ইয়ারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভারতের ব্যাংগালরে অবস্থিত আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে ছিলেন। যেখানে তিনি এখন পর্যন্ত একজন পরিদর্শক শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন। **জোহান্না গ্রুবনার** সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। তিনি অস্ট্রিয়ার লিঞ্জে অবস্থিত জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক। তার গবেষণার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে অঙ্গ ও গুনগত পদ্ধতি অনুসরণ করে নারীবাদী তত্ত্ব ও জেন্ডার স্টাডিস। তার পিএইচডি গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে লিঙ্গ সমতা নিয়ে। **ক্রিস্টাইন সিকার্ত** আমেরিকা অধ্যায়নে পিএইচডি অর্জন করেন এবং অপ্রধান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান পড়েন। তিনি জার্মানির

ব্রিগিতি অ্যালুনবাছের।

ক্লাউস দোরে।

ক্রিস্টাইন সিকার্ত।

জোহান্না গ্রুবনার।

>>

অপর্ণা সুন্দর।

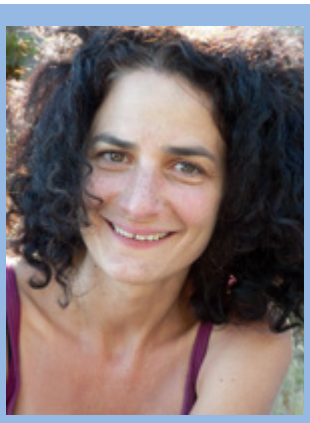

লোলা বাসুত্তিল।

অগাস্ট বাগা (একা আরবু)।

গ্লোবাল ডায়ালগ

জেনাতে অবস্থিত ফ্রেড্রিক ছিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ক্রমবিকাশমান পরবর্তী সমাজ নিয়ে গবেষণা দলের প্রশাসনিক প্রধান।

সৌভাগ্যবশত, *গ্লোবাল ডায়ালগ* দীর্ঘ সময় সমন্বয়কারীদের উপর নির্ভর করে। স্পেনের বার্সেলোনা ভিত্তিক *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক **লোলা বাসুত্তিল ও অগাস্ট বাগা** (একা আরবু) তাদের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং আঞ্চলিক সম্পাদক ও সমগ্র বিশ্বের অনুবাদক দলও তাদের কাজ করবেন। ২০১০ সালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ থেকে লোলা এবং আরবু মাইকেলের সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। একজন পেশাদারী অনুবাদক ও সম্পাদক লোলা প্রতিটি সংখ্যার সর্বাঙ্গীণ তদারকি করেন। একজন পেশাদারী চিত্র নকশাকর ও অঙ্কন শিল্পী, আরবু *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর নকশা করার দায়িত্ব পালন করেন।

সকল আঞ্চলিক সম্পাদক ও অনুবাদক দল যখন এই নতুন দলকে তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে, মাইকেল খুবই সহায়ক পরামর্শকারী হিসেবে রয়েছেন। এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনের নিশ্চয়তা ও ভবিষ্যতে *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর সফলতা নিশ্চিত করতে তিনি সাহায্য করে যাচ্ছেন। শেষ কিন্তু নুন্যতম নয়, আমরা আইএসএ-এর প্রকাশনা পর্ষদের সাথে ফলপ্রসূ সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো। নির্বাহি পর্ষদের সদস্যদের সাথে পরামর্শকারী সম্পাদক ও মাদ্রিদে আইএসএ-এর নির্বাহি সচিব ইজাবেলা বারলিন্সকা ও তার দলের সম্পৃক্ততার ফলেই *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর মতো প্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছে।

চারটি ভিন্ন দেশ থেকে সাত জনের মিলে সম্পাদনা পরিষদে কাজ করা এবং আঞ্চলিক সম্পাদকদের সাথে সমন্বয় করা এবং সতেরের অধিক দেশ থেকে শিক্ষার্থী, তরুণ গবেষক ও প্রবীণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত অনুবাদক দল নিয়ে কাজ করা একই সাথে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রোমাঞ্চকর দুঃসাহস। *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর মাধ্যমে বিস্তৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ছড়িয়ে দিতে এটি আমাদের সুযোগ করে দেয়। একই সাথে স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, প্রাণবন্ত বিতর্কের জন্য জায়গা করে দেয়, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের উপর কার্যকরী বিতর্ক, প্রতিষ্ঠিত ও নবীন গবেষকদের জন্য সমানভাবে জায়গা করে দেয় এবং সেজন্য সমাজবিজ্ঞানীদের একটি বৈশ্বিক সংযোগ তৈরি করে যারা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে লিখে ও আলোচনা করে।

একটা দল হিসেবে আমরা সকলের গভীর সম্পৃক্ততা প্রত্যাশা করি, যারা জনসাধারণের সার্বজনীন মতবিনিময়ে আগ্রহী। ■